GYANAR NUBA

OR

A SELECTION OF MORALS,

FROM THE BEST SANSCRIT AND OTHER WORKS TRANSLATED AND

COMPILED INTO BENGALEE

BY,

PREM CHOND ROY

অর্থাৎ।

সংস্কৃত ও অন্যান্য গ্রন্থের ভাবার্থ সঙ্কলন পূর্ব্বক শ্রীপ্রেমচাঁদ রায় কর্ত্তৃক গৌড়ীয় সাধু ভাষায় ভাষিত হইয়া পুনর্মুদ্রাঙ্কিত হইল।

CALCUTTA.

PRINTED BY ESUR CHUNDER BHUTTACHARGE

AT THE SACRSUNGRO PRESS

1842.

নির্ঘণ্ট।

নির্ঘণ্ট।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ ।

অনুষ্ঠানপত্র ।

বিঘ্নরাজি পরিহার জন্য গুণাতীত আদ্যন্ত রহিত পরম পরাৎপর পরমেশ্বর স্মরণ পুরঃসর জ্ঞানাভিলাষি যশোরাশি স্বজন ও সজ্জন সমূহের সন্নিধানে স্তুতিসম্বোধনে অকিঞ্চনের নিবেদন, যৎকালে হিন্দু ভূপালেরা এতদ্রাজ্যে সাম্রাজ্য করিতেন তৎকালে তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় সন্ন্যাযপূর্ব্বক নীতিধর্ম্মাদিবিষয়ক বহুবিধ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন কিন্তু বঙ্গভাষায় ভাষিত উক্ত পুস্তকাভাব প্রযুক্ত তদাস্বাদনে বালক বা লোকগণের চিত্ত নিয়তই বিরক্ত ছিল অনন্তর যবন রাজ্যেশ্বর হইয়া তাঁহারা ও স্বজাতীয় ভাষাকে প্রচলিত করিয়াছিলেন তদ্ধেতু অস্মদ্দেশীয় সাধুভাষা রাজমহিষী রাজকার্য্যে ত্যাজ্যা হইয়া স্বভাবাভাবে লজ্জিতাবস্থায় নানা ভাষার সহিত মিশ্রিতরূপে কালযাপন করিয়াছেন তদনন্তর দেশোপকারক গুণগ্রাহক ইংলণ্ডীয় মহীপাল গৌড়ীয় সাধুভাষার গৌরবজ্ঞানে তদনুশীলনে এতদ্দেশীয় বালক গণের প্রতি বহুশ্রম ধনব্যয় করিতেছেন কিন্তু নীতিশিক্ষা বিষয়ক কোন গ্রন্থ না থাকাতে আমি পরগুণকৃতাদর পরম বিজ্ঞবর শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন মহাশয়ের আনুকল্যে মহাশয় প্রাপ্ত হইয়া নিয়ত পরিশ্রমে জ্ঞানাণব

নামে পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম কিন্তু তদন্তর্গত বিষয়ের ও কঠিন সকল শব্দের পরিবর্ত্ত করিয়া পুনর্ম্মুদ্রাঙ্কিত করিলাম ইহাতে স্বীয় জ্ঞানানুসারে অভিনব অভিপ্রায়ে প্রায় অধিকাংশ রচনা অপর কিয়দংশ সংস্কৃতোদ্ধৃতে ও নানা পুস্তকান্তর্গত ভাবার্থ সংগ্রহপূর্ব্বক নীতি বিদ্যানুশীলন ও বিবিধ সদুপদেশ প্রকরণ বিশেষ দৃষ্টান্ত সহিত প্রকাশ করিলাম ইহাতে ভরসা যে সহসা বালকগণ কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন অর্থাৎ অল্পায়াসে উক্ত জ্ঞানাভ্যাসে সদ্বিদ্য হইয়া বিজ্ঞ সমাজে যশস্বী হইতে পারিবেন, অতএব গুণ গ্রাহক গ্রন্থ গ্রাহক ধীরাগ্রগণ্যমণ্ডলে বিনয়াগ্রে প্রার্থনা এই যে জ্ঞানার্ণব সমাদর করিয়া জ্ঞানার্ণবার্ঘে উচিতার্থ দ্বারা জ্ঞানার্ণব কারিকে চরিতার্থ করেন।

অপর এই গ্রন্থ রচনায় শব্দ বিন্যাসের বিনাশ প্রাপ্তের সম্ভাবনার ভাবনা অবশ্যই করিতে হয় কেন না মহা জ্ঞানি পণ্ডিত সমূহের গ্রন্থ রচনায় ভ্রম জন্মিয়া থাকে তাহাতে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি অর্থাৎ অজ্ঞের গ্রন্থ রচনা বিষয়ে দোষ বিরহ এমত কোন মতে হইতে পারে না কিন্তু তদ্দোষোদ্ধার বিষয়ে ভরসা যে সূর্প যেমত স্বীয় গুণবশতঃ কোন দ্রব্যের অসার পরিত্যাগপূর্ব্বক সার গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহার ন্যায় গুণাশ্রয় সদাশয় মহাশয়দিগের স্বভাব সিদ্ধ বটে অতএব তাঁহারা গুণ গ্রহণপূর্ব্বক দোষ পরিত্যাগ করিয়া এতদ্বিষয়ে মার্জ্জনা করিতে ত্রুটি করিবেন না।

শ্রীশ্রীপরমেশ্বরঃ।

জ্ঞানার্ণবঃ।

ত্রিবিধ মনুষ্য।

উত্তম, অধম, মধ্যম, এই ত্রিবিধ কার্য্যাচরণ দ্বারা ত্রিপ্রকার মনুষ্য হয়েন ; গুরু ও মাতা পিতা প্রতি ভক্তি বিদ্যানুশীলন সৎসংসর্গ, সত্যকথন, প্রতিশ্রুত প্রতি পালন ইন্দ্রিয় দমন পরোপকার চেষ্টা দয়া দান অহিংসা শান্তি ক্ষান্তি, নম্রতা, শীলতা, প্রভৃতিতে সতত রত যে সকল ব্যক্তি তাহাদিগকে উত্তম বলাযায়। অহঙ্কার, হিংসা, নিন্দা, ক্রোধ, লোভ, চৌর্য্য, মিথ্যাকথন অসৎ প্রবঞ্চনা ইত্যাদিতে সদা মগ্ন যে সকল ব্যক্তি তাহারা অধমরূপে কথিত হয়। এবং যাহারা উত্তম ও অধম এই উভয় কার্য্যেলিপ্তথাকে তাহারাই মধ্যম। উত্তম মনুষ্য সকল সতত সুখ সম্ভোগ করে এবং তাহাদিগের চিত্ত নিয়ত আনন্দ যুক্ত থাকে এবং সর্ব্ব দেশে সর্ব্বসাধারণ

সমীপে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা তাহারা মান্যহয় আর পরে পরমজ্ঞান প্রাপ্তি পূর্ব্বক পরমেশ্বরকে জানিতে পারে। অধম মনুষ্য নিরন্তর অন্তঃকরণে অত্যন্ত পীড়া পায় ও সকল জন কর্ত্তৃক নিন্দনীয় হয় আর তাহাদিগকে কেহই বিশ্বাস করেনা। মধ্যমমনুষ্যের সুখ ও দুঃখ প্রশংসা ও নিন্দা এবং ক্ষোভ আহ্লাদ মান ও অপমান হয় ইতি॥

অবস্থা ত্রয়।

মনুষ্যদিগের বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য এইতিন অবস্থা হয় বাল্যাবস্থায় তাহারা শ্লেষ্মাদিদ্বারা সর্ব্বদা পীড়া পায় এবং বুদ্ধির চাঞ্চল্য প্রযুক্ত সদসদ বিবেচনা করণে অক্ষম তন্নিমিত্ত কোন বিষয়ে দৃঢ়তা থাকেনা অতএব এই অবস্থায় যদি সতত পিতা মাতা সদ্গুরু প্রভৃতির বশীভূত থাকে এবং সদা সৎ সংসর্গ করে তবে তাহারা বিজ্ঞ, সভ্য সুখী, বুদ্ধিমান, পরোপকারি, পরমার্থদর্শী হয় আর নানা সদ্গুণান্বিত হইয়া চিরকাল সুখে কালক্ষেপ করে।

বাল্যাবস্থায় কর্ত্তব্য।

বালকেরা মাতা পিতৃ গুরু প্রতি ভক্তি, ও তাঁহারদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন, সদা বিদ্যানুশীলন, সৎ সংসর্গ, সত্য কথন, পরহিতাচরণ, দয়া, নম্রতা, সদাচার, শাস্ত্রচিন্তা, শাস্ত্র বিষয়ে বিতর্ক, বিদ্যা বিষয়ে হিংসা, উৎসাহ, সাহস এবং ধৈর্য্যাবলম্বন, করিবেন। উক্ত আচরণ দ্বারা সদাসুখ, মান্যতা, সভ্যতা ধন, বিজ্ঞতা, পরমার্থ জ্ঞান প্রাপ্তি হয়।

বাল্যাবস্থায় নিয়ম।

প্রথমত মাতা পিতৃ প্রতি কর্ত্তব্য ॥

পুত্র সকল মাতা পিতার সম্মত কার্য্যে অবিরত থাকিবেন, যে যাহাতে তৎ কার্য্য সম্পন্ন করণে সমর্থ হন, অতএব লোকে ও শাস্ত্রে কথিত আছে যে মাতা পিতার অভিমত কর্ম্মচারী পুত্র, উত্তম আর মাতা পিতার বাক্য প্রতিপালন কারী পুত্র মধ্যম এবং মাতা পিতার অসম্মত কার্য্যে ও আজ্ঞা উল্লঙ্ঘনে নিয়ত রত পুত্র, অধম ॥

ইহা যুক্তি সিদ্ধ বটে, কারণ পরম জ্ঞান সাধন দুর্লভ মানব শরীর মাতা পিতা হইতে পাওয়াযায়, আর তাহারা সন্তানের দেহ বৃদ্ধি ও শরীর রক্ষণার্থ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহু যত্ন করেন। আরো দেখ জননী দশমাস অতিশয় গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিয়াও পুত্র প্রতিপালনার্থ সতত অস্থির চিত্ত থাকেন। জনক ও যাবজ্জীবন বহুতর দুঃখ সম্ভোগ করত অর্থোপার্জ্জন করিয়াও সদা অস্থির মতি হয়েন, অতএব মাতা পিতার অভিমত কার্য্য পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য, বিশেষত জনক জননীর আজ্ঞাবহ পুত্রের সুখ সন্মান পরম সুখ; জ্ঞান শিল্প শাস্ত্রাদি বিদ্যাজন্মে আর সর্ব্বপ্রিয় ও সকল কার্য্যে আদৃত হয় ॥

ইহার উদাহরণ ॥ সিংহল নগরে নগেশ্বর নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, দেবেন্দ্র, বীরেন্দ্র, খগেন্দ্র, নামে তাঁহার

[illegible]

[illegible] মধ্যে জ্যেষ্ঠ [illegible]ন্দ্র, সতত জনক জননীর [illegible]প্রায়ানুসারে কর্ম্মাচরণ করিতেন তাহাতে তাঁহার ক্রমশঃ শাস্ত্র শিল্পাদিতে উত্তম জ্ঞান জন্মিল তজ্জন্য তাঁহাকে সকল লোকে মান্য করিতেন এবং চরম কাল পর্য্যন্ত তাঁহার পরমসুখ, ভোগ হইল ॥ মধ্যম খগেন্দ্র, মাতা পিতার বাক্য সতত প্রতিপালন করিতেন কিন্তু তাঁহা-দিগের অভিপ্রায় বুঝিয়া কর্ম্মাচরণ করিতে না পারিলে ও তিনি লোক সমূহ কর্ত্তৃক সুখ্যাতি প্রাপ্ত ছিলেন এবং শিল্প শাস্ত্রাদিতে জ্ঞানবান হইয়া ঐহিক সুখ ও ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন হইলেন কনিষ্ঠ বীরেন্দ্র, জনক জননীর বাক্য শুনিতেন না এবং তাঁহারদিগের শাসনে থাকিতেন না, সেই হেতু বীরেন্দ্রের শিল্প শাস্ত্রাদি জ্ঞান কিছুমাত্র না হওয়াতে কুৎসিতাচরণে তাঁহার মতি বাড়িতে লাগিল তাহাতে তিনি রাজপীড়া লোক নিন্দা, মনোদুঃখ অপমান, ও অন্যান্য অনেক পীড়া পাইলেন ॥

মাতা পিতৃ প্রতি ভক্তি কর্ত্তব্য ॥

মাতা পিতৃ গুরু প্রভৃতির প্রতি যে অনুরাগ তাহার নাম ভক্তি, এই অনুরাগ পুত্রাদি প্রতি হইলে তাহাকে স্নেহ বলা যায়, আর স্ত্রীতে হইলে তাহার নাম প্রীতি, মাতা পিত্রাদির বাক্যে, শাস্ত্র অবিরুদ্ধ ব্যবহারে যে অতিশয় বিশ্বাস তাহার নাম ভক্তি বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে ॥ মাতা পিতা প্রতি ভক্তি অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু শাস্ত্র, সদ্ব্যব

হার ও উত্তম সংসর্গ, দ্বারা জনক জননীর প্রতি ভক্তি জন্মে তাহাতে সুখ, সম্পত্তি, মন্যতা, বিদ্যা, জ্ঞান, পরমজ্ঞান প্রাপ্তিহয়, ইহার প্রতি কারণ মাতা পিতৃ প্রতি শ্র থাকিলে সর্ব্ব সাধারণে তাহাকে প্রিয়রূপে গণ্য করে এবং হিত জনক বাক্য কহেন সেই বাক্যে তাহা উত্তম মতি জন্মে তাহাতে শিল্প শাস্ত্রাদিতে বিদ্যা বু প্রাধার্য্য, সভ্যত, সদনুশীলন, সৎকার্য্যে নিয়ত রতিহয়

ইহার উদাহরণ। রত্নমালা গ্রাম নিবাসি রত্নেশ্বর নাম এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি সতত মাতা পিতৃ প্রতি ভক্তি করিতেন তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা লঙ্ঘন কদাচ করিতেন না ঐব্যক্তি তাঁহাদিগের অনুমতি ক্রমে ক্রমে সমূহ বিদ্যো পার্জ্জন করিয়া সকল লোক কর্তৃক পূজ্য হইয়া সতত স কর্ম্মে নিষ্ঠা রাখিয়া বহুতর সুখ সম্ভোগ করতঃ কালযাপ করিতে লাগিলেন।

মাতা পিতৃর উপদেশ গ্রাহ্য ॥

হিতকার্য্যে প্রবৃত্তি জনক, অহিতকার্য্যে নিবৃত্তি জন বাক্যের যে কথন তাহার নাম উপদেশ, পুত্রদিগের কর্ত্ত তাহারা জনক জননীর উপদেশ সর্ব্বমতে গ্রাহ্য করি তদনুসারে কার্য্য করতঃ বিদ্যোপার্জ্জন পূর্ব্বক সুখি হবে যে হেতু বহু আয়াস সাধ্য যেদেহ তাহা মাতা পিতা হই পাওয়া যায়। আর মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত্যনন্তর সুখ সম্ভো ও শাস্ত্র সংদর্শন ও জন্মগুলে ও মান্য মনুষ্য সমীপে মা

হওয়া পরম সুখজনক দ্রব্য ভোগে অবিরক্ত রত হওয়া এবং ধন, মান, জ্ঞান, প্রশংসা বিদ্যা প্রভৃতি যাবদীয় উত্তমবস্তু আছে তৎ সমস্তের প্রতি মাতা পিতাই প্রধান কারণ হইয়াছেন। এবং তিরস্কার প্রায়ই ক্লেশ জনক কিন্তু মাতার পিতার তিরস্কার হিত জনক হয়। দেখ সৎ প্রয়োজনার্থ প্রায় মনুষ্য অন্যকে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন কিন্তু মাতা পিতা কেবল পুত্রের হিতার্থ উপদেশ করেন অপিচ মাতা পিতা মূর্খহইলেও তাঁহাদিগের উপদেশ গ্রাহ্য যে হেতু তাঁহারা কেবল পুত্রের হিতার্থই যত্ন করেন এবং পুত্রাপেক্ষা তাঁহাদিগের বহুদর্শিত্ব ও বিবেচকতা আছে এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বহইতে পরাজয় অত্যন্ত দুঃখ জনক, কিন্তু পুত্র হইতে সেই পরাজয়ে সুখ হয়, যেহেতু পুত্রের বিদ্যা ও শৌর্য্যাদি দ্বারা মাতা পিতার সকলদুঃখ নিবারণ পূর্ব্বক সুখ প্রকাশ পায় সুতরাং পরাজয় জন্য দুঃখ বোধ হয়না, দেখ ভোজনে পরিশ্রম আছে কিন্তু অধিকে তৃপ্তিহেতু তাহা জানাযায় না, অতএব শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, সকল হইতে, জয় ইচ্ছা করিবে, কেবল পুত্র সমীপে পরাজয় ভাল এবং পুত্রের অপমান, ও পরাজয়, হইলে জনকজননীর অত্যন্ত ক্লেশ জন্মে, অতএব এমত মাতা পিতার উপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তাহাতে পুত্রের সুখ, মান, শিল্প শাস্ত্রাদি বিদ্যা, পরম সুখ, জন্মে, ইহার বিপরীতাচরণ করিলে মর্ক

হইয়া মনঃ ক্ষোভ, অমান্যতা, নানা দুঃখ এবং সকল সমীপে অনাদর পায়॥

ইহার উদাহরণ॥

আত্রেয়ী নদীতীরে অত্রিনামে এক ব্রাহ্মণ বাসকরেন তাঁহার দুইপুত্র সুত, ও প্রসূত, তাহার মধ্যে সুত শিশু কালাবধি সদা পিতা মাতার উপদেশে চলিতেন, তাহাতে ক্রমে ক্রমে শাস্ত্রাভ্যাস করিয়া বিদ্বান হইলেন তন্নিমিত্ত তদ্দেশাধিপতি তাহাকে সমাদর পূর্ব্বক অর্থ প্রদান করিতেন, এবং তাঁহার যশ সর্ব্বলোকে কীর্ত্তন করিত। প্রসূত মাতা পিতার সর্ব্বদা উপদেশ গ্রহণ করিত না, এবং যদ্যপি তাঁহারা তিরস্কার করিতেন তবে তাঁহাদিগকে অতিশয় তাড়না করিত, তাহাতে শকল লোকে তিরস্কার করিতে লাগিল, পরে,তাহার পিতা মাতার মৃত্যু হইলে দারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াও উদর পূর্ণ করাভার হইল কারণ মূর্খতা প্রযুক্ত নানাদোষ হওয়াতে সকলে তাহাকে ঘৃণা করিয়া ভিক্ষা দিতেন না, অতএব মাতা পিতার উপদেশ গ্রহণ করা উচিত দেখ সুতের সেই উপদেশে কি কি সুখ না হইল, ইহলোকে অতি সমাদরে সর্ব্বত্রপূজ্য হওত পরে পরমস্থান পাইয়া পরমানন্দ পাইলেন, অতএব অতি হিত কারক, সুখদায়ক, সেই উপদেশ প্রাণান্তেও পরিত্যাগ করিবেনা॥

জনক জননীর সেবা অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্রীতি জনক যে ক্রিয়া তাহার নাম সেবা তাহা মাতা পিতার প্রতি অবশ্য করিতে হয় কারণ সেই সেবায় তাঁহারা প্রীত হইলে পুত্রদিগের সুখ ও সম্পত্তি হয়, এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বলোকে সতত প্রশংসা করে তাহাতে সৎ সৎসর্গ সদ্বিদ্যোপার্জ্জন পরম সুখ, পরমজ্ঞান, পাওয়া যায়। অতএব জনক জননীর সেবা ও আহার প্রদান করা কর্ত্তব্য, ইহা যুক্তি যুক্তবটে, কারণ পুত্র প্রতিপালনার্থ জনক জননী বহুকাল বহু ক্লেশ পাইয়াছেন তাহার উপকার মান্যতা করিয়া ও তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেবা ও আহার প্রদান করা উচিত বিশেষতঃ বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয় শৈথিল্য অন্যোপায়ের অভাব এবং ক্ষুধাদি প্রবল হয়। অতএব পশু পক্ষি প্রভৃতিতে এই রূপ দেখা যাইতেছে যে বৃদ্ধাবস্থায় কিম্বা কোনপীড়োপলক্ষে শাবকাদি তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধ্বনি করত দূর হইতে কিঞ্চিদ্দ্রব্য আনয়ন পূর্ব্বক জনক জননীকে আহার দেয় দেখ মাতা পিতার সমান আত্মীয় কেহনাই কারণ গর্ব্ভ সম্বন্ধে জননীর অনেক যাতনা সন্তান ভুমিষ্ঠ হইলে তাহার প্রতিপালন করণার্থ মাতা পিতার বহুতর দুঃখ তথাপি তাঁহারা তাঁহা দিগের সুখার্থ সদাচেষ্টা ও সদুপদেশ প্রদান করেন. এবং কাম ক্রোধাদি চঞ্চলতা নিবারণার্থ নানা উপায় করেন অতএব সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা হিতকারক যে মাতা পিতা

তাঁহাদের সেবা ও আহার প্রদান করা উচিত বরং ভিক্ষার দ্বারা তাঁহাদিগকে তৃপ্ত করিয়া স্বয়ং উপবাসী থাকাও ভাল যদ্যপি কোন পুত্র ইহা না করেন তবে সেই পুত্র অতি অধম এবং কৃতঘ্ন ও সর্ব্বত্র নিন্দনীয়, হয় আর কদাচ তাহার সুখ জন্মেনা অতএব তাহার জীবনাপেক্ষা মরণ মঙ্গল। জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর যেমন জগতের হিতকারী পূজ্য সেইরূপ মাতা পিতা পুত্রদিগের উপকারী পূজ্য ও মান্য অতএব মাতা পিতৃ সেবা অবশ্যই কর্ত্তব্য। ইহার উদাহরণ।

সিন্ধু নদ তট নিবাসী এক ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁহার পুত্র দ্বয় প্রথম শাল্ব, দ্বিতীয় কল্ব, ঐ ব্রাহ্মণ অত্যন্ত প্রাচীন তাঁহার পত্নীও সেই প্রকার ছিলেন, কিন্তু শাল্ব ও কল্বের কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হইলে দুইজনে বনে যাইয়া ফল চয়ন করিয়া শাল্ব সমস্ত ফল ভক্ষণ করে কল্ব উত্তমোত্তম ফল লইয়া মাতা পিতার দুঃখ সন্দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহা-দিগের নিমিত্ত সযত্নে লইয়া অপকৃষ্ট কিঞ্চিৎ ফল অথবা পত্র ভক্ষণ করিয়া স্বকুটীরে সমাগমন পূর্ব্বক জনক জননীকে ফল দিতেন, তাহা তাঁহারা ভক্ষণ করিলে কল্ব আহ্লাদিত হইতেন এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার বয়স অধিক হইলে গ্রাম মধ্যে যাইয়া ভিক্ষা দ্বারা উত্তম উত্তম দ্রব্য আনয়ন করিয়া মাতা পিতাকে দিতেন তাঁহারা

আহার করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা আপনি ভক্ষণ করিতেন যে দিবস অল্প দ্রব্য লভ্য হইত সে দিবস আপনি উপবাসী থাকিতেন, কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে ঐ নগরস্থ এক ধনির সহিত কল্বের প্রীতি হওয়াতে অর্থ প্রাপ্তি হইতে লাগিল সেই অর্থ মাতা পিতাকে প্রদান করত স্বয়ং ফলাদি আহার করিয়া মাতা পিতার সেবা ও সময় বিশেষে অধ্যয়ন করিতেন, তাহাতে ক্রমে ক্রমে কল্ব বিদ্বান হইয়া সর্ব্বত্র মান্যতাপূর্ব্বক পরম সুখ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু শালূ উদর পূর্ণ করিবার জন্য দস্যুদিগের সহ মিলিত হইয়া দস্যুবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলে লোকের নিন্দিত হইয়া কারাগারে বাস করত প্রাণ পরিত্যাগ করিল, অতএব দেখ দুই সহোদর ইহার মধ্যে কল্ব কনিষ্ঠ তথাপি জনক জননীর সেবা হেতু স্বচ্ছন্দে পরম সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন, অতএব জনক জননীর সেবা ও আহার প্রদান করা মনুষ্যের আবশ্যক।

গুরুর প্রতি ভক্তি কর্ত্তব্য।

বাক্য ও শিল্প্যাদি যে কোন উপায়দ্বারা জ্ঞান প্রদান করেন, যে ব্যক্তি তাঁহাকে গুরু বলাযায়। উপদেশ গ্রহণ করে যে জন তাহাকে শিষ্য বলাযায়। শিষ্য গুরুর প্রতি ভক্তি ও মান্যতা, বাক্য প্রতিপালন এবং উপকার করিবেন যাহাতে গুরু প্রীত হয়েন, তাহা হইলে সেই শিষ্যের প্রতি গুরুর স্নেহ জন্মে, তাহাতে তাঁহার অন্তঃ

করণের গোপনীয় যে সকল কথা তাহা উপদেশ করেন সুতরাং শিষ্যের শীঘ্র জ্ঞানোদয় হয়। গুরু, মাতা, পিতা, হইতে অধিক মান্য। কারণ শরীরের হেতু যে জনক জননী তাঁহারা জ্ঞানসাধন বটেন কিন্তু গুরু সাক্ষাৎ জ্ঞানোপদেশ দেন যাহাতে যথার্থ পদার্থ জানা যায়, দেখ পরমেশ্বর যে নেত্র দিয়াছেন তাহাতে দৃশ্য বস্তু মাত্রের দর্শন হয়, কিন্তু গুরু যে জ্ঞানদৃষ্টি দেন তদ্দ্বারা দৃশ্যাদৃশ্য যাবতীয় বস্তু নির্ণয় করিতে পারিয়া সংসার সাগর হইতে অনায়াসে উদ্ধার হওয়া যায় বিশেষতঃ যে পুত্রের কিঞ্চিৎ ক্লেশ হইলে জনক জননীর অত্যন্ত অসহ্য সেই সন্তানকে গুরু, দণ্ড করিলে তাঁহাদিগের আহ্লাদ জন্মে যেহেতু গুরুর তাড়নাদি দ্বারা ভয় প্রযুক্ত কিম্বা কোন কারণে বিদ্যায় অতিশয় রত হইলে শিষ্যের পরমোপকার হয়, অতএব গুরুভক্তি, তৎ সেবা, তাঁহার মান্যতা ও পূজ্যতা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার উদাহরণ।

ভৈরবনদ তীরে ভৈরব নামে একজন স্থূলবুদ্ধি বিপ্র বাস করিতেন, তিনিচিত্তের চাঞ্চল্য প্রযুক্ত উপদেশ গ্রহণাক্ষম ও অত্যন্ত দুর্ব্বোধ ছিলেন, তথাপি সতত গুরু সমীপে বাস করতঃ তাঁহার সেবা ও সর্ব্বতোভাবে উপকার চেষ্টা এবং মাতা পিতা পেক্ষা মান্যতা করিতেন। আর গুরু যাহা উপদেশ দিতেন তাহার চিন্তায় রত থাকিতেন তাহাতে ঐ শিষ্য ক্রমে ক্রমে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ধারণা শক্তিযুক্ত হইলেন

সুতরাং সকল শাস্ত্রে অতি নিপুণতম হওত সাধারণ সমীপে মান্যতা প্রাপ্তি পূর্ব্বক পরম সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন দেখ অতি স্থূলবুদ্ধি ভৈরব গুরুর উপদেশে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া কত সুখ পাইয়াছিলেন, অতএব গুরুর প্রতি ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

বিদ্যাপ্রসঙ্গ।

বিদ্যা সাধনের উত্তম উপায় যে বুদ্ধি প্রভৃতি তাহা না কহিয়া প্রথমতঃ বালকদিগের প্রবৃত্তির নিমিত্ত বিদ্যা প্রসঙ্গ করি। পর্ব্বত, চর্ম্ম বর্ম্মাদি বরং কষ্টে ভগ্ন ও ছিন্ন করাযায় কিন্তু বিদ্যারত্নের ছেদন ও বিভঞ্জন করা যায় না। মনুষ্য, জ্ঞান ও পরমসুখের হেতু যে মানব দেহ তাহা বহুতর ভাগ্য বশতঃ প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে কিঞ্চিৎকাল সুখ সম্ভোগ করেন অনন্তর সেই শরীর পতন হয়। হে বালকগণ দেখ পূর্ব্বে অতিশয় প্রতাপান্বিত যে জরাসন্ধ্য, মান্ধাতা, দুর্য্যোধন, রাবণ, কংস, জবন ভূপতি প্রভৃতি রাজা সমূহ তাঁহারা সমূহ সুখ সম্ভোগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ কালানন্তর বিনাশ পাইয়াছেন অতএব সেই ক্ষণিক সুখে ও শরীরে কি প্রয়োজন, যাহার দ্বারা চিরকাল স্থায়ি পরমসুখ পাওয়া যায় এবং যে সামগ্রীর কখন বিনাশ হয় না, ও চোর দস্যু প্রভৃতি অপহরণ করিতে পারেনা এমত যে বিদ্যা; তাঁহার সেবা ও সেই রত্ন উপার্জ্জনে মানুষদিগের চেষ্টা করা উচিত, এই ধনকে

কেহ ভাগ করিয়া লইতে পারে না, ইহাতে মলা নাই আর যে জনের বিদ্যাধন থাকে সে সকলের মনোরঞ্জন করিতে পারে আর সকল লোকে তাহাকে আদর করে এবং অন্যান্য ধন, দান করিলে ক্ষয় হয়, কিন্তু বিদ্যাধন, দান দ্বারা বৃদ্ধি পায়, আরো এক আশ্চর্য্য দেখ অন্যধন রক্ষার্থ অনেক যত্ন পাইতে হয় তথাপি দস্যু প্রভৃতি ভয় থাকে এবং তাহার দ্বারা অহংকারাদি জন্মিয়া নানাদোষ ঘটিতে পারে, কিন্তু বিদ্যাধন উপার্জন করিতে পারিলে বিনা যত্নে নিক্ষেপ করিলেও রক্ষা পায়, এবং অহংকারাদিকে খর্ব্ব করিয়া পরম সুখদান করেন, পদার্থ প্রকাশ করেন যে জ্ঞান বিশেষ তাহার নাম বিদ্যা. তাহা শিল্প, বিষয়, শাস্ত্র, এবং তন্ত্র, এই বিষয় চতুষ্টয় ভেদে চারি প্রকার হয়, যন্ত্রাদি ও রাজ নীতি ইত্যাদি ও জ্যোতিঃ শাস্ত্র প্রভৃতি বিশেষ২ বিষয় ভেদে সেই বিদ্যা বহুবিধ হয়েন তাহার বিশেষ কথনে গ্রন্থ বাহুল্য হয় সেই ভয়ে সামান্যতঃ কহিলাম।

বিদ্যা প্রশংসা।

দৃশ্যাদৃশ্য যাবতীয় বস্তু মধ্যে বিদ্যা অত্যুত্তম বস্তু যে হেতু বিদ্যা নির্লিপ্তা অদৃশ্যা সদা শুচি অগ্নিতে দগ্ধা ও জলে মগ্না হয় না। এবং অস্পৃশ্যা অতএব চৌর দস্যু কর্তৃক অপহার যোগ্যা নহে ও রাজা রাজ দণ্ডাদি ছলে বলে কলে কৌশলে অপহরণ করিতে পারেননা আর

বিদ্যা অপরিমিত আস্বাদ করিলে ও তৃপ্তি জনক রহিত অর্থাৎ বহুতর আলোচনা করিলেও পুনঃ২ আলোচনা করণে ইচ্ছা জন্মে। এবং বিদ্যাবস্তু চিরস্থায়ী সুতরাং অন্য বস্তুর তুল্য নহে অর্থাৎ যেমত অন্যান্য বস্তু জন্মাইলেও কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে বিনাশ পায়, অন্যের কথা কি কহিব মনুষ্যাদি ও জন্মিয়া পরে বিনষ্ট হয় তাহার ন্যায় বিদ্যা বিনাশ পায়না একবার জন্মাইলে আলোচনা থাকিলে কদাচ নষ্ট হয়না। বিদ্যা রূপ রত্ন অপেক্ষা অত্যুত্তম রত্ন নাই যে হেতু অন্যান্য রত্ন দানাদি দ্বারা ক্রমশঃ খর্ব্বতা পায়, এবং দাতা দানানন্তর সেই বস্তু দেখিতে পায়না কিন্তু বিদ্যাধন, দানের বাহুল্য হইলে ক্রমেং বৃদ্ধি পায়। এবং বিশেষ রূপে সর্ব্ব দেশে সকল গোচরে উত্তরোত্তর ক্রমেং অত্যন্ত প্রদীপ্ত হয় আর বিদ্যাধনের পরিমাণ নাই অতএব জ্ঞাতি প্রভৃতি ভাগকরিয়া লইতে পারেনা,। বিদ্যা পরমেশ্বরের ন্যায় সকলের হিত কারিণী, আর মাতা অপেক্ষা অধিক প্রতিপালন করেন যে হেতু মাতা চিরকাল রক্ষা করিতে পারেন না। এবং বিদ্যা সকলাভিলাষ প্রদান করেন, যদিও কল্পতরু অন্যান্য অভিলাষ পূর্ণ করে বটে তথাপি পরমেশ্বরকে জানাইতে পারেনা কিন্তু বিদ্যা পরমেশ্বরকেও জানাইয়া দেন। আরো পিতা, মাতা কল্প-লতা প্রভৃতি কোন ২ বিষয়ে ফলদেন, ব্যবহার বিষয় যে

রাজনীতি ইত্যাদি তাহার দ্বারা বিচারক ও বাদি প্রতি-বাদির অভিলাষ পূর্ণহয়, এবং মিত্র মানুষ পরমোপকারী বটেন কিন্তু অসমক্ষে কিম্বা স্বয়ং আপদগ্রস্ত হইলে বন্ধুর উপকার করিতে সমর্থ হয়েন না কিন্তু বিদ্যারূপ মিত্র সহায়ে সর্ব্বদা আপদ্ শান্তি পায়। এবং অন্যান্য রত্ন বরং বিপত্তি ও অপমান জনক হয় কিন্তু বিদ্যারত্ন সর্ব্বদা সর্ব্বসমীপে সকল কালে ঐশ্বর্য্য, মান্যতা, পূজ্যতা প্রদান করেন। অতএব হে বালক গণ তোমারা বিদ্যা-ভ্যাসে সর্ব্বদা যত্নকর।

বিদ্যার ফল।

সকল শরীরাপেক্ষা উত্তম মানব দেহ, এই দেহ ক্ষেত্রে বিদ্যাবৃক্ষ রোপণ করিলে তাহাতে যে সকল উত্তম ফল জন্মে তাহা পাইবার নিমিত্ত সকলেরি লোভ হয় আর সেই উত্তম ফল দেখিয়া বিদ্যাবৃক্ষে আরোহণ করণে কোন্ মনষ্য আকাংক্ষা না করেন। সামান্য ভূমিতে সকল ফল জন্মে না কোন স্থান বিশেষে কোন ফল জন্মে আর মরুভূম্যাদিতে কিছুই হয়না, কিন্তু দেহরূপ ক্ষেত্রে সকল ফলই জন্মে, ত্রিভুবনে দুষ্প্রাপ্য যে পরমেশ্বররূপ ফল তাহাও পাওয়া যায়। এবং অন্যান্য বৃক্ষ আরোহণে কণ্টকাদি নানা উপদ্রব আছে ও বহুতর ক্লেশ ও আয়াস পাইতে হয় আর যদ্যপি পতন হয় তবে প্রায়ই মৃত্যু হওনের সম্ভাবনা এবং অতি উচ্চস্থিত ফল প্রায়

পাওয়া যায়না। বিদ্যাবৃক্ষে উঠিবার উত্তম সোপান আছে অর্থাৎ ইহাতে কণ্টকাদি ও আবরণ ও অন্য কোন উপদ্রব নাই, সুতরাং অত্যল্প পরিশ্রম ও আয়াসে কেবল চিন্তারূপ সোপান দ্বারা উঠাযায় এবং এই বৃক্ষে উঠিলে কদাচ পতন হয়না সুতরাং মরণের সম্ভবনা থাকে না, অর্থাৎ বিদ্যাবৃক্ষারোহী জন সদাই জীবন যুক্ত তাহার মরণ হয় না অর্থাৎ মরিলেও বিদ্যা দ্বারা জীবন্ত ব্যক্তের ন্যায় প্রকাশ পায়। এবং অন্য বৃক্ষের উচ্চস্থ ফল প্রায় পাওয়া যায়না বিদ্যাবৃক্ষের শূন্যোপরি সীমাতীত উচ্চস্থিত ফল আকর্ষাদি ব্যতিরেকে অনায়াসে পাওয়া যায় আর অন্যান্য বৃক্ষের এক এক প্রকার ফল, তাহা সেই স্থানেই শোভা পায় এবং তদ্দ্বারা সেই বৃক্ষ কেবল দীপ্তি পায় সেই ফল জাতি বিশেষে পরিত্যাগ করে ও তাহার ত্বক অস্থি প্রভৃতি হেয় অংশ আছে, এবং আস্বাদ সকল মুখে উত্তম বোধ হয় না ও কোন ফল আস্বাদ যুক্ত কোনকোন ফল বা বিরস, তাহার আস্বাদের সীমা আছে এবং সেই ফলে রসের অল্পতা ও একবার ভোজন করিলেই শেষ হয় আর ইহার ভক্ষণে তৃপ্তির শেষ আছে এবং সামান্য বৃক্ষের ছায়ায় অতি রৌদ্র সময়ে যাইলে সুখ জন্মে, কিন্তু বিদ্যা বৃক্ষের নানাপ্রকার ফল, তাহা সর্ব্বত্র শোভা পায়, এবং সকল দেশীয় ও সর্ব্ব জাতীয়েরা আদর করে আর ইহার

ত্বক্‌আঁটি প্রভৃতি ত্যাজ্য অংশ নাই, ও ইহার আস্বাদ সকলের মুখে ভাল লাগে এবং পুনঃ২ আলোচনারূপ চোষণ দ্বারা বৃদ্ধি হয় ইহার অতিশয় রস ও চিরকাল থাকে কখন বিনাশ হয় না। আর এই ফল ভক্ষণ করিলেও তৃপ্তি হয় না, যেমন বসন্ত সময়ে নানা পুষ্পের মধু পাওয়া যায় তথাপি ভ্রমরগণ তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেবল আম্র মুকুলে নিয়ত রত হইয়া মধুপান করে কিন্তু তাহাতেও তাহাদিগের তৃপ্তি জন্মেনা পুনঃ পুনঃ সেই মধুপান করিতে বাসনা করে তাহার ন্যায় বিদ্যাবৃক্ষের ফলের নিরন্তর রসাস্বাদন করিলেও তৃপ্তি পূর্ণ হয় না পুনঃ পুনঃ পান করিতে বাসনা হয়। অত্যুগ্র রৌদ্রাদি দ্বারা ক্লান্ত হইয়া কোন বৃক্ষের ছায়াকে আশ্রয় করিলে তৎকালে কিঞ্চিৎ দুঃখের খর্ব্বতা হয় বটে কিন্তু পুনর্ব্বার রৌদ্রে যাইলে কিম্বা সূর্য্য করের অতিশয় প্রখরতা হইলে পূর্ব্বমতই ক্লেশ থাকে কিন্তু বিদ্যা বৃক্ষের ছায়ার আশ্রয়ে সুখোদয় ও কি প্রকার ক্লেশ শান্তির কথা কি কহিব এই বৃক্ষের বায়ু যদি গাত্রে স্পর্শ করে তবে সকল আপদ বিমোচন হইয়া অশেষ সুখের উদয় হয়, তাহা কখনই বিনষ্ট হয় না অতএব সকলে বিদ্যাকে আশ্রয় কর যে চিরকাল সুখ পাইবে।

বিদ্যাবৃক্ষের ফল।

অতি প্রবলতর শত্রু সমূহের পরাজয়, যশ, কীর্ত্তি, অর্থ ধর্ম্ম, রূপ, সুখভোগ, মঙ্গল, জয়, রাজাদি দ্বারা মান, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা, দুষ্প্রাপ্যের প্রাপ্তি, পরমার্থ জ্ঞান, পরমসুখ পরমেশ্বর বোধ, ইন্দ্রিয় দমন, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি হয়, অতএব হে বালকগণ তোমরা কিঞ্চিদ্যত্ন করিয়া মাতা পিতা গুরুর উপদেশরূপ পথ দিয়া বিদ্যাস্বরূপ বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক উত্তম সকল ফল সম্ভোগ করহ। যদ্যপি এই বৃক্ষে আরোহণ না করহ তবে মূর্খতারূপ সমুদ্রে দেহস্বরূপ নৌকা ভগ্ন হইয়া পতিতা হইলে প্রবল তরঙ্গে ঘূর্ণায়মানা করাইয়া অতি ক্লেশরূপ নিবিড় দহে নিমজ্জন পূর্ব্বক অধোগামি করাইবে অতএব বিদ্যাবৃক্ষারোহণে অবিরত রত হও।

বিদ্বানের প্রশংসা।

বিদ্যাযুক্ত যেজন তাহাকে বিদ্বান বলাযায় যেমত স্বর্ণ মণি মাণিক্য প্রভৃতি রত্ন দ্বারা দেহ পবিত্র ও সুশোভিত হয়, তাহারন্যায় মনুষ্য বিদ্যারত্ন যোগে শোভাপায় এবং বিদ্যাযুক্ত জন জগতে সকল সমীপে পূজ্য ও মান্য হয় ও সতত সুখ সম্ভোগ করে আর সকলে তাহাকে আদর করে এবং যে পুত্র পণ্ডিত হইয়া সর্ব্বত্র সম্মান পায় সেই সন্তানই জন্মাউক যে তাহার দ্বারা বংশ অর্থাৎ পূর্ব্বাপর পুরুষগণের সুখ্যাতি হইতে পারে। আর যেমত গঙ্গারজল

দ্বারা গঙ্গাতীরস্থ পথ পবিত্রহয় ও শোভাপায় তাহারন্যায় পণ্ডিত পুত্রে বংশের পবিত্রতা ও শোভা জন্মে। গুণি দিগের গণনা সময়ে যাহার গণনা হয় সেই পুত্র, যেহেতু তদ্দ্বারা পুত্র হওন জন্য যে সুখ তাহা পাওয়া যায়। শৌর্য্য ও অর্থোপার্জ্জনাদির প্রধানোপায় যে বিদ্যা তদুপার্জ্জনে যাহার মতি হয় অথবা যে উপার্জ্জন করে সেইপুত্র প্রশংসনীয় যেহেতু সেইপুত্র হইতে সকল লাভহয়। যেমত নক্ষত্র সমূহে অন্ধকার বিনাশ পায় না, কিন্তু এক চন্দ্র দ্বারা অন্ধকার সমূহ নষ্ট হয় তাহার ন্যায়, অজ্ঞ অনেক সন্তানে কোন ফলোদয় দেখা যায় না, কিন্তু এক পণ্ডিত পুত্রদ্বারা সকল দোষস্বরূপ অন্ধকার বিনাশ পায়, ফলতঃ চন্দ্রের দৃষ্টান্ত পণ্ডিত পুত্রে দেওয়া যায় না যেহেতু উত্তম পুত্রে তদপেক্ষা অধিক গুণ, দেখ, চন্দ্রে কলঙ্ক দোষ আছে আর তিনি সর্ব্বদেশকে দীপ্তিযুক্ত করিতে পারেন না কিন্তু গুণবান পুত্র কলঙ্ক রহিত সর্ব্ব দেশে প্রকাশ পায় যেমন হীরক কাঞ্চন রজতাদি যোগে সীসক রঙ্গ প্রভৃতি শোভা পায় ও আদৃত হয় সেইরূপ নীচও বিদ্বান হইলে অধিক শোভাপায় ও আদৃত হয় কারণ হীরকাদি সংযোগ ব্যতিরেকে সীসকাদি পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হন কিন্তু বিদ্যা সংযোগ হইলে যুগান্তেও বিয়োগ হয় না। উত্তম শরীর লাবণ্য সুগঠন সৌন্দর্য্য ইত্যাদি রূপ অপেক্ষা বিদ্যা অধিক রূপ যেহেতু বার্দ্ধক্য ও পীড়া প্রভৃতি দ্বারা লাবণ্য

সৌন্দর্য্য ইত্যাদির বৈলক্ষণ্য জন্মে কিন্তু বিদ্যাঙ্গণের হ্রাস কদাচ হয় না।

বিদ্যা বিহীনের নিন্দা।

বিদ্যা রহিত পুত্রে কোন প্রয়োজন নাই বরং অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয় এতদপেক্ষা কাণ ও খঞ্জন উত্তম কারণ তাহাতে প্রয়োজন করেনা এবং পীড়াদেয় বটে কিন্তু নিরন্তর নহে বিদ্যাবিহীন পুত্রদ্বারা সর্ব্বদা নানা পীড়া পাইতে হয়। এবং গর্ব্ভস্রাব ও পুত্রের অনুৎপত্তি ও পুত্র বিনাশ ইহাও উত্তম তথাপি মূর্খ পুত্র যেমত কোন কুলে কদাচ না থাকে কেন না গর্ব্ভস্রাবে তৎকালীন জননীর ক্লেশ মাত্র আর অনপত্যে কেবল কিঞ্চিৎ ক্ষোভ জন্মে এবং পুত্র জননানন্তর বিনষ্ট হইলে কিছুকাল শোক মাত্র হয় কিন্তু মূর্খপুত্রে সদা সকল দেশে সকল পুরুষকে পীড়া ও নিন্দা ভাগী করে। আর যেমত প্রস্তরাদি হইতে অগ্নিকণা নির্গত হইয়া সমূহ তৃণরাশিকে দগ্ধ করে ও বৃক্ষ কোটরস্থ বহ্নিতে সকল বনকে দগ্ধ করে তাহার ন্যায় মূর্খ কুপুত্র সকল বংশকে দগ্ধ করে। অতএব ধনার্জ্জনের ও পরম সুখের প্রধানোপায় যে বিদ্যা তাঁহারঃসেবা কর্ত্তব্য, বিদ্যাবিহীন জনগণ প্রচ্ছাব অপেক্ষা অপকৃষ্ট যেহেতু প্রচ্ছাবে কোন উপকার নাই তাহার ন্যায় কুপুত্রেও কোন উপকার হয় না বরং সর্ব্বদা অত্যন্ত পীড়া পাইতে হয়। যেমত অত্যল্প মণিময় প্রস্তর উত্তম ও উপকারি ও প্রশংসা

জনক আর পর্ব্বতোপম অন্য প্রস্তরেও কোন উপকার ও প্রশংসা নাই তাহার ন্যায় এক পণ্ডিত পুত্রেও পরম্মোপকার ও শোভা, হয়। কিন্তু শত শত মূর্খ সন্তানে কিছু হয়না বরং বহু ব্যামোহ জন্মে। মূর্খ হইতে স্বকুল ও প্রতিবাসি সমূহের সমহ দুঃখ জন্মে এমত পুত্র না জন্মে কিম্বা জন্মিয়া মরে সে ভাল আর মূর্খের যথার্থ বোধ হয় না তাহাতে সকল কুক্রিয়া কুমতি কুসংসর্গ হয় তদ্দ্বারা কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি প্রবল হয় তাহাতে চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি জন্মে পরে পরম পীড়া হয়।

বিদ্যাপ্রাপ্তি প্রতিবন্ধক।

মাতাপিতা, গুরু, প্রভৃতির উপদেশ গ্রহণ না করা। সর্ব্বদা সমূহ লোকের সহিত অবস্থিতি, কুসংসর্গ, সতত সুরস সুস্বাদযুক্ত সামগ্রীর আস্বাদনাভিলাষ, সুগন্ধি সুশীতল বায়ু সেবনেচ্ছা, গন্ধাদির উপলেপন, পুষ্পাদির গন্ধ গ্রহণ ইত্যাদি উপভোগ, তথা নিরর্থক ভ্রমণ, নৃত্য গীতাদিতে অনুরাগ, তাস পাশক মেষ মহিষ প্রভৃতি অপ্রাণি প্রাণি দ্বারা ক্রীড়া, মাদক দ্রব্য পানাদি, কামিনী সহিত প্রমোদ, অলস, নিদ্রা, কৌতুকাভিলাষ বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তি, অত্যন্ত ভোজন, বৃথা জল্পন, কাল্পনিক বাক্য শ্রবণে উৎসুকতা, ইত্যাদি সমুদয় বিদ্যার প্রতিবন্ধক হয় এবং এই সকল দ্বারা বুদ্ধির হ্রাস জন্মে।

বিদ্যার প্রাপ্তি কারণ।

মাতাপিতা, গুরু প্রভৃতির উপদেশ গ্রহণ ও আজ্ঞা প্রতিপালন ও তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি ও মান্যতাকরণ বিবেক, বিদ্বান, ও বিদ্যার্থিসহ সদা সংসর্গ, শাস্ত্রবিষয়ক চিন্তন, ও পরিশ্রম, অবিরত শাস্ত্রালাপ, কামিনী জিজ্ঞাসা কামিনী চিন্তা কামিনী সংসর্গাদিতে বিরক্তি অল্পজ্ঞান মুক্ত সমীপেও আত্মাতে অপকৃষ্ট জ্ঞান, ইন্দ্রিয় দমন, বিষয় বাঞ্ছা বিরহ, সুখেচ্ছা রাহিত্য, উত্তম ভোজন ভূষণ পরিচ্ছদাদি বিষয়ক ইচ্ছা বিহীনতা কাম ক্রোধাদি রিপু দমন, মানাপমানে তুল্যত্ব, নিরলসত্ব, নিদ্রা রাহিত্য, সদা সকল শাস্ত্র সন্দর্শন, সতত একচিত্ততা ও শয়ন ভোজন গমনাদি কালেও সকল শাস্ত্রার্থ সার চিন্তন, মাদক দ্রব্যা-হার ত্যাগ গন্ধ মাল্যাদির উপভোগে অনাসক্তি, সজ্জন সদুপদেশ গ্রহণ, নম্রত্ব, শাস্ত্রার্থশ্রবণে উৎসুকতা নির্জ্জনে স্থিতি ইত্যাদি দ্বারা বিদ্যা জন্মে।

অবশ্য বিদ্যাদায়কোপায়।

মনুষ্য জনন মাত্রতঃ মায়া ও মহামোহাদি দ্বারা স্তব্ধ প্রায় হয় পরে ক্রমে ক্রমে বয়ঃক্রম প্রবৃদ্ধ হইলে যে পরাৎপর পরমেশ্বর পরি প্রাপ্তি হয় তাহার আদি কারণ মাতা পিতা গুরু প্রভৃতি হন তাঁহাদিগ হইতে মানব দেহ জন্মে আর তাঁহারা নিরন্তর পরমোপদেশ প্রদান করতঃ সন্তানের অন্তরের মলকে খর্ব্বতা পাওয়ান তাহা খর্ব্ব

হইলে গর্ব্ব খর্ব্ব হয় তৎ সন্দর্শনে রিপুগণ দমন হয় অনন্তর মনের নিরন্তর যথার্থ প্রীতি ইচ্ছা হয় তাহাতে সাধু সহ সদা সদালাপাদি সংসর্গ ও বিদ্যা প্রতি অতিশয় শ্রম চিত্তের একাগ্রতা অসদাচরণ পরিত্যাগ অসৎ সংসর্গ বিবর্জ্জন কুরতি কুমতি কুবৃত্তি প্রভৃতিতে বিরতি হয় এতদ্দ্বারা বিদ্যা বিষয়ে মতি দার্ঢ্য জন্মে তাহাতে জড়তা নিবৃত্তি হয়। এবং চিন্তন দ্বারা তৈলপায়ী অর্থাৎ আর্সলা কীট যেমত কুমুরিয়া অর্থাৎ কাঁচ পোকার রূপ পায় তাহার ন্যায় অতিশয় চিন্তনে বুদ্ধি বিদ্যারূপতাকে অর্থাৎ তজ্জন্য সংস্কার হেতু সদাই কেবল বিদ্যা বিষয় বিনা অন্য বিষয় সন্দর্শন হয় না। বিদ্যা জ্ঞান বিশেষ পরমেশ্বর তন্ময় অতএব সতত তচ্চিন্তনে পরমেশ্বর চিন্তনও হয় তাহাতে পরমেশ্বরের অবশ্য কৃপা জন্মে তাঁহার অনুকম্পা হইলে অর্থ মান জ্ঞান প্রভৃতি সকলি হয়।

বিদ্যাদি কার্য্য সাধনের প্রতি মনোযোগ কারণ।

বিদ্যা প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যের প্রতি মনঃসংযোগ প্রধান কারণ কিন্তু অন্যান্য বিষয়াপেক্ষা বিদ্যাভ্যাসে আত্যন্তিক মনঃসংযোগ ব্যতিরেকে কিরূপে বিদ্যা সাধন হইতে পারে বিশেষতঃ সকল বিষয়াপেক্ষা মনুষ্য সকলের উত্তম বিষয়ে মনোযোগ কর্ত্তব্য পৃথিবী মণ্ডলে যত যত বস্তু আছে তাহার মধ্যে বিদ্যার পর উত্তম কোন বস্তু নাই কারণ অতি সুস্বাদু যুক্ত উত্তম২

ফলাদির ত্বক, অষ্ট্যাদি হেয়অংশ আছে বিদ্যা অতি সুস্বাদুযুক্তা কিন্তু হেয়াংশ রহিতা বরং পুনঃ পুনরালোচনা করিলে বৃদ্ধি হয় কিন্তু অন্য ফলাদি একবার ভক্ষণ করিলে বিনাশ পায়। তাহার গ্রহণার্থ বৃক্ষাদ্যারোহণ পূর্ব্বক বহু প্রয়াস পাইয়া কদাচিৎ কোন ফলাদি পাওয়া যায় কখনং নাও হয় আরো পতনাদি সম্ভাবনা তাহাতে প্রাণ বিনাশও হইতে পারে কিন্তু বিদ্যা প্রাপ্ত্যর্থ আরো হণাদি প্রয়াস প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি সংশয়, পতনাদি সম্ভবনা পতনদ্বারা প্রাণনাশ ইত্যাদি কিছুই হয় না বরং বিদ্যা গ্রহণার্থ উদ্যত হইলে বিদ্যা ভিন্ন মান্যতাদির অনায়াসে লাভ হয় তাহাতে কোন সংশয় কিম্বা পতন সম্ভাবনা কি পতন কদাচ হয় না আর বরং অগণ্যা চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি দ্বারা বিদ্বান চিরজিবী হয় তাহার কীর্ত্তিরূপ জীবন কদাচ বিনাশ পায়না। বিদ্যা যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম তাহা বিদ্যা প্রশংসা প্রকরণে উক্ত হইয়াছে এস্থানে কথনের কোন প্রয়োজন নাই। মনুষ্য দিগের চিত্ত স্বভাবত চঞ্চল চরাচরস্থ চমতকৃতং বিষয়ে ভ্রমণ করিতেছে এবং মনঃসং যোগের অযোগে কোন কার্য্য সাধন যোগ্য হয় না যেহেতু সকল কার্য্যের প্রতি মন প্রধান কারণ যেমত ভোজনের প্রতি কর বদন অন্নাদি সকলেরি কারণতা কিন্তু প্রধান কারণ যে অন্ন তাহা না থাকিলে ভোজন হইতে পারে না। আর দেখ যেমত মৃগের সুরব বীণা

শ্রবণে মন অপর হইলে সম্মুখস্থিত ব্যাধ দৃষ্টি গোচর হয় না তাহার ন্যায় চিত্ত এক বিষয়ে অর্পিত হইলে অন্য বিষয়ে সংযুক্ত হইতে পারে না তাহাতে কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না বিশেষত অদৃষ্ট পদার্থ যে বিদ্যা ত দ্বিষয়ে বিলক্ষণ মনঃসংযোগ না থাকিলে তাহা কদাচ সুসিদ্ধ হইতে পারে না। আরো দেখ মনঃসংযোগ ব্যতি রেকে অতি বিস্তৃতমেরও দৃষ্ট বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না কিন্তু মনোযোগ থাকিলে অতি সূক্ষ্ম অদৃষ্ট পদার্থ দর্শন হইতে পারে অতএব হে বালকগণ তোমরা অদৃষ্ট যে বিদ্যা তাহাতে বিলক্ষণ মনোযোগ করহ যে অনায়াসে অদৃষ্ট কে দেখিতে পাইবে এবং অতি শীঘ্র শাস্ত্রাভ্যাস ও চিরস্মরণ হইবে।

বিদ্যাবিষয়ে উদাহরণ।

সুবর্ণরেখা নদীতীরে আদিত্যবসে আদিত্যনামক এক বিপ্র ছিলেন বহুকালাবধি পুত্র না হওয়াতে তিনি সর্ব্বদা ক্ষোভ করিতেন যে হা পুত্র হইল না কিছু কাল পরে তাঁহার এক পুত্র জন্মিল সেই পুত্রকে ঐ ব্রাহ্মণ অতিশয় আদর পূর্ব্বক লালন পালন করিতেন ঐ বালকের যখন পঞ্চম বর্ষ বয়স সেই সময়ে এক দিবস তাহার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইল তাহাতে ঐ ব্রাহ্মণের আরো অতিশয় দুঃখ বাড়িল সর্ব্বদা কহিতেন যে হা২ এই

পুত্র যদ্যপি না হইত তবে ভাল হইত, না হইলে এতক্লেশ জন্মিত না অনন্তর কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে অপর এক পুত্র হইল ঐ ব্রাহ্মণ স্বীয় ভার্য্যাসহ পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক পরম নিধির ন্যায় পরম যত্নে ঐ পুত্রকে প্রতিপালন করিতেন পরে ক্রমশ ঐ বালকের বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হইতে লাগিল কিন্তু বিদ্যাভ্যাসাদি কিছুই নাকরিয়া কেবল বালক্রীড়ায় পরমাহ্লাদজ্ঞানে কালক্ষেপ করিত এইরূপে ক্রমে২ ঐ বালক দশম বর্ষাতীত হইলে মাতাপিতা হইতে যে ভয় তাহা পরিত্যাগ করিল কেবল বসন অশন প্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ অনুগত থাকিত পরে এক খল সহ ঐ বালকের সংসর্গ হইল তাহাতে সর্ব্বদা কেবল ঐ খলের সেবা, ও তাহার প্রিয় কার্য্যাচরণ, তৎসহ মদ্য পান ও দস্যুবৃত্তি করত গিরিগহ্বরে অরণ্যে২ সদা ভ্রমণ করিত তাহার মাতাপিতা পুত্র সহ সন্দর্শন না হওয়াতে অত্যন্ত কাতর হইয়া তন্নগরস্থ যাবতীয় ভদ্রাভদ্র সাধারণ জনালয়ে প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিতেন যে আমার পুত্রের সহিত তোমাদিগের কাহারো সাক্ষাৎ হইয়াছে কি না, তাঁহারা কহিতেন কদাচিৎ কোন স্থানে কুকর্ম্মি খল সহ তাহাকে দেখিয়াছেন তচ্ছ্রবণে উহারা মৃত প্রায় হইয়া ধীরে২ স্বীয় গৃহে গমন করিয়া অনাহারে অনাবৃত দ্বারে পড়িয়া ক্রন্দন করতঃ২ কালযাপন করিতেন যদ্য-পি কদাচিৎ ঐ পুত্রের সহিত সন্দর্শন হইত তবে মৃত

দেহে প্রাণপ্রাপ্তির ন্যায় বোধ করিয়া তাহার মাতাপিতা পরমাহ্লাদপূর্ব্বক আনন্দাশ্রু পরিপ্লুতহওত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া আপনারদিগের মনঃক্ষোভ প্রকাশ করিলে ঐ পুত্র তাঁহাদিগকে কটূক্তি, ও মুষ্টি, যষ্টি, দ্বারা বিলক্ষণ পীড়া প্রদান করিত তথাপি তাঁহারা তাহাকে আদর পূর্ব্বক উত্তম দ্রব্য পান, ও ভোজন করাইতেন যেহেতু তাঁহারা বহুকাল অপুত্রক থাকিয়া যদ্যপি এক পুত্র পাইলেন সেও বিনষ্ট হইল তাহাতে তাঁহারা অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া পুনর্ব্বার এই পুত্র পাইয়াছেন অতএব তাহার দোষ গ্রাহ্য না করিয়া তদ্দর্শনে আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইতেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইল এক দিবস ঐ পুত্র সেই খলদস্যুসহ তন্নগরাধিপতির ভবনে গমন করিল এবং অনেকের প্রাণনাশকরিয়া বহুতরধন লইয়া পলাইয়া যাইল অনন্তর ঐ রাজা অনুসন্ধান দ্বারা জানিলেন যে আদিত্যনামকদ্বিজের তনয় এক খলদস্যুসহ সমাগমনপূর্ব্বক দস্যুবৃত্তি করিয়াছে অতএব ভূপতি বিপ্রতনয়ের অনুসন্ধান না পাইয়া ঐ বিপ্রের যাবদীয় বিষয় লইয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎকাল কারাগারে বদ্ধ রাখিলেন এবং বিপ্ররমণী প্রতিবাসিগৃহে দাসী হইয়া নানা দুঃখে কালযাপন করিতেন তথাপিও ঐ বিপ্রতনয় অনেকের অনিষ্ট জন্মাইত তাহাতে তাহারা ঐকারাগারস্থবিপ্রকে ও তাঁহার রমণীকে অনেক তিরস্কার ও অপমান করিত তজ্জন্য ঐ বিপ্র ও

তৎপত্নী ভাবিতেন যে যাহা আমাদিগের বহুকালাবধি যে সন্তান হয় নাই সে ও বরং ভাল ছিল তাহাতে কেবল কিঞ্চিৎ ক্ষোভজন্মিত কিন্তু এত দুঃখভোগ করিতে হইতনা অথবা প্রথম পুত্র যেমন প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার ন্যায় যদ্যপি এই পুত্র মরিত তাহা হইলে ও উত্তম, কেননা মরণজন্য এক শোক মাত্র হইত কিন্তু এই পুত্রের জীবনে আমাদিগের কিং দুঃখ ও অপমান এবং বংশের অকীর্ত্তি না হইল এতদপেক্ষা আমাদিগের মৃত্যুশ্রেয়ঃ অনন্তর বিপ্র তনয় একদিবস, একস্থান হইতে বহুরত্ন লুঠ করত যাইতে ছিল ইতি মধ্যে পথিতে কতক গুলি দস্যুগণ তাহার অনু সন্ধান করিয়া ঐ রত্নহরণার্থ ঐ বিপ্রতনয়কে শমনভবনে গমন করাইল তজ্জন্য ঐ বিপ্র ও তাঁহার পত্নী পরম লাভ মানিলেন পশ্চাৎ কারাগার হইতে মুক্তহইল এবং স্বচ্ছন্দে স্বীয় রমণী লইয়া স্বকীয় ভবনে গমন করিয়া বাস করিল কিছুকাল পরে উঁহাদিগের পুনর্ব্বার এক পুত্র জন্মিল।

পুত্র হওয়াতে ঐ বিপ্র পূর্ব্ব দুঃখের স্মরণ করিয়া অতি-শয় আহ্লাদিত হইলেন না পরে ঐ পুত্রের কিঞ্চিৎ বাক পটুতা হইলে তাহাকে তাঁহারা নীতি রীতি প্রভৃতি শিক্ষা করাইতে লাগিলেন এবং কখনং ভয় প্রদর্শন করাইতেন এবং পূর্ব্ব পুত্র হইতে যে দুরবস্থা ও ক্লেশ তাহাও সর্ব্বদা শুনাইতেন তাহাতে ঐ পুত্র মাতা পিতা ও গুরুর প্রতি অতিশয় ভক্তিমান হইল আর তাঁহাদিগের অতি

প্রায়ানুসারে সকল কার্য্য করিতে লাগিল তাহাদিগে আজ্ঞার বহির্ভূত কদাচ হইত না। এবং সর্ব্ব বিদ্বান সহ সংসর্গ, সদালাপ, ও শাস্ত্রচিন্তন, হিংসা পরি ত্যাগ, বিদ্যাবিষয়ে হিংসা দীনহীনদিগের প্রতি দয় আপনাতে অপকৃষ্টতাজ্ঞান কামক্রোধাদির দমন উ ভোগেচ্ছা বিবর্জ্জন, অলসতা ও নিদ্রাদিত্যাগ করি সর্ব্বদা বিদ্যাচর্চ্চা, ও বিদ্যাবিষয়ে বাদ বিতণ্ডা করিত লাগিল। ক্রমে ক্রমে ঐ বালক উত্তম বিদ্যা ও শিল্প শাস্ত্রাদি জ্ঞান সভ্যতা ও সর্ব্বজন সমীপে মান্যতা পরি প্রাপ্ত হইল এবং রাজা পরমাহ্লাদপূর্ব্বক সমাদর করিতে লাগিলেন তাহাতে তাহার পরমসুখপরিপ্রাপ্তি হই এবং তাঁহার মাতাপিতার পরমানন্দ জন্মিল। অতএব হে বালকগণ তোমরা বিদ্যানুশীলন, বিদ্যাচর্চ্চা, বিদ্যা বিষয়ে বাদ বিতণ্ডা বিদ্যার হিংসা প্রভৃতি সর্ব্বদা কর যে অনায়াসে মান জ্ঞান বিজ্ঞান ও পরম সুখ পাইবে।

বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা করণোপায়॥

চিত্তবৃত্তি অদৃষ্ট পদার্থ যাহার দ্বারা দৃষ্টাদৃষ্ট যাব পদার্থ প্রকাশ পায় তাহার নাম বুদ্ধি। বুদ্ধি গো মহিষ দিরো আছে কিন্তু তাহারদিগের বুদ্ধি কেবল আহা নিদ্রাদিবিষয়ে থাকে মনুষ্যের বুদ্ধি দৃষ্টাদৃষ্ট সম পদার্থ বিষয়ে দীপ্তি পায় আর চক্ষুরাদির অতীত পরমেশ্বর তাঁহাকে বুদ্ধিদ্বারা জানা যায় অতএব স

শাস্ত্রে সর্ব্বলোকে মনুষ্যদেহত্বে উত্তম কহিয়াছেন৹ বুদ্ধি ব্যক্তিবিশেষে কোনদোষ বশতঃ স্থূলা গুণ বিশেষ প্রযুক্ত সক্ষ্মা হয় যাহাদ্বারা সেই সূক্ষ্মতা জন্মে তাহাকে উপায় বলা যায় এই বদ্ধি মনুষ্য গো মহিষাদি আধারের বিভিন্নতায় নানাপ্রকার হয় ফলতঃ সর্ব্ব সাধারণেরি এক৹ যেমত এক বায়ুকে শরীরের৹ মধ্যে স্থান বিশেষে স্থিতি হেতু প্রাণবায় উদানবায়ু ইত্যাদি নানাপ্রকার বলা যায় তাহার ন্যায় এক যে বুদ্ধি সে আধারভেদে নানারূপ কথিত হয় সতত অদৃষ্ট পদার্থ চিন্তন, শিল্প শাস্ত্রাদিতে নিরন্তর মতি, ও অনুষ্ঠান, সূক্ষ্ম ২ পদার্থের আলোচনা৹ বাদানুবাদ যুক্তির অনুসন্ধান করণ ইত্যাদি দ্বারা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা জন্মে। যেমত অতিসূক্ষ্মতম লৌহনির্ম্মিত সূচী ধূলি প্রভৃতিতে আচ্ছন্ন হইলে চক্ষুর্দ্বারা কদাচ দৃষ্ট হয় না কিন্তু প্রস্তরবিশেষে তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে তাহার ন্যায় অদৃষ্ট যে পরমেশ্বর তাঁহাকে বুদ্ধিদ্বারা প্রকাশ পাওয়াইয়া দেয়। কুমুরীয়া কীটকে তৈলপায়ী অর্থাৎ আর্সলা কীট সতত চিন্তা করত তন্ময় হয় তাহার ন্যায় সতত সূক্ষ্ম পদার্থ চিন্তনদ্বারা বুদ্ধি সূক্ষ্মতা পায়। আর যেমত দিবসে জাগ্রদবস্থায় যে পদার্থ আহ্লাদপূর্ব্বক অবিরত দর্শন করা যায় স্বপ্নাবস্থায় সেই পদার্থ চিত্তে উদয় হয় তাহারন্যায় শাস্ত্রার্থ চিন্তন দ্বারা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হইয়া সকল পদার্থের বোধ জন্মে এবং যেমত ঘর্ষণদ্বারা

প্রস্তরাদি সূক্ষ্মতা পাইয়া অতি সুশোভিত ভূষণ হয় তাহার
ন্যায় বাদানুবাদ দ্বারা বুদ্ধি সূক্ষ্মতা পাইয়া অতিশয়
শোভা পায় অতএব হে বালকেরা তোমরা সর্ব্বদা উত্ত
রূপ আচরণ করহ তাহাতে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হইয়া সকল
পদার্থ জানিতে পারিবে আর অতি ত্বরায় উত্তম বিদ্যা
জন্মিবে তাহাতে মান্যতা ও সুখ প্রাপ্তি হইবে ॥

বুদ্ধি তীক্ষ্ণতা করণোপায়ের উদাহরণ।

রূপনারায়ণ নদ তটে রূপনারায়ণনামক এক ব্যক্তি
অধিবসতি করিতেন তিনি অতিস্থূলবুদ্ধি ছিলেন এই
হেতুক শাস্ত্রাভ্যাসাদি বিষয়ে অক্ষমতা প্রযুক্ত সর্ব্বদা
ক্ষুব্ধ হইতেন এক দিবস এক অধ্যাপকসমীপে সমাগমন
পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয় আমার বুদ্ধির অতিশয়
স্থূলতাহেতুক কোন শাস্ত্রার্থ ও ব্যঙ্গবাক্যাদি বুঝিতে
পারি না অতএব বুদ্ধির সূক্ষ্মতা পায় ইহার কোন উপায়
কহিয়া দেন। অধ্যাপক কহিলেন যে ইহার কি আশ্চর্য্য
আমার সহিত আইস অনন্তর উভয়ে একত্র হইয়া এক
অত্যুত্তম সরোবর সমীপে যাইয়া তাহার প্রস্তরময় ঘাটের
সোপানোপরি দর্শন করিলেন যে কতক গুলি রমণী কুম্ভ
জলপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে তদ্দর্শনে ঐ অধ্যাপক ঐ
ব্যক্তিকে কহিলেন যে দেখ মৃণ্ময় কলস স্থাপনহেতু
প্রস্তর ক্ষীণতা পাইয়াছে আর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হইবে ইহার
আশ্চর্য্য কি অতএব বিজ্ঞসহ সদা শাস্ত্রালাপাদি রূপ

ঘর্ষণ করহ তাহাতে অবশ্য বুদ্ধির সূক্ষ্মতা জন্মিবে। দেখ রজতে কাঞ্চন যোগ করিলে রজত উত্তম হয় আর সীসক যোগে অপকৃষ্টতা পায় তদ্রূপ বিদ্বানের সংসর্গে বুদ্ধি উত্তমতা পায় এবং মূর্খের সংসর্গে বুদ্ধির অপকৃষ্টতা জন্মে। এবং শিল্পী যেমত শিল্প করত ক্রমশ উত্তম উত্তম শিল্পকরিতে পারে তদ্রূপ শাস্ত্র আলোচনা করত বুদ্ধি উত্তমতা পায় এই সকল উদাহরণ সন্দর্শন করিয়া রূপনারায়ণ সর্ব্বদা শাস্ত্রচিন্তা, বিদ্বানসহ আলাপাদি বিদ্যাবিষয়ে বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন এই রূপে কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে রূপনারায়ণের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হইয়া সকল শাস্ত্রার্থ পরিজ্ঞাত হওত সর্ব্বত্র মান্য ও সুখী হইলেন ॥ অতএব হে শিশুগণেরা তোমরা সর্ব্বদা ঐরূপ আচরণ করহ তাহাতে সভ্যতা পরমজ্ঞান পরম সুখ পাইবে।

বুদ্ধির উত্তমতা বৃদ্ধির প্রতি অষ্ট প্রকার উপায়।

নিম্নোক্ত ৮ প্রকার উপায়ে রত যে জন তাহার দুঃখ অপমান ইত্যাদি কদাচ হয় না এবং সর্ব্বদেশে মান্যতা ও সভ্যরূপে গণ্যতা হয়।

প্রথম উপায়। স্বভাবসিদ্ধ অদৃষ্ট বিশেষ, যেমত সূর্য্য কিরণের উষ্ণতা, চন্দ্রের শীতলতা ও সূর্য্যাদির প্রকাশকতা আলোক মাত্রের তমো নাশকতা এবং বালকাদির আহারাদি জ্ঞান স্বভাবতহয় এবং যেমন প্রসবসময়ে অঙ্গ বহি

গর্ত্ত আর আর্দ্র গর্ত্তস্থিত সিংহ শাবক যেমন সমীপস্থিত হস্তির মজ্জা ভক্ষণ করে ইহা উপদেশ ব্যতিরেকে স্বাভাবিক হইয়া থাকে এবং অদ্ধপ্রসূত বানর শাবক যেমন কর দ্বয়দ্বারা বৃক্ষের শাখা ধারণ করে তাহার ন্যায় স্বভাবসিদ্ধ অদৃষ্ট বুদ্ধির প্রাপ্তি কারণ হয়।

দ্বিতীয়। মাতা, পিতা, গুরু, প্রতিশ্রদ্ধা। দৃঢবিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। যেমত পথিমধ্যে রজ্জু সন্দর্শনে সর্পরূপে দৃঢ বিশ্বাস হইয়া ভয় জন্মায় তাহার ন্যায় মাতা পিতা ও গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা করিলে তাঁহাদিগের মিথ্যা বাক্যও ফলদ হয়। অতএব যদি মাতা পিতা মূর্খ হয়েন তথাপি তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা কর্ত্তব্য কারণ তাঁহারা পুত্রের যাহাতে ভাল হয় এমত চেষ্টা করেন এবং পুত্রাপেক্ষা অবশ্য বহুদর্শি বটেন। দেখ অতি মূর্খতম হস্তি প্রভৃতি পশুগণ মাতা পিতার প্রতি শ্রদ্ধা করে তাহাতে তাহাদিগের পথ প্রাপ্ত হইয়া বিরোধি সিংহাদি সহ এক পর্ব্বতোপরি বাস করিয়া স্বচ্ছন্দে প্রাণ ধারণ করিতেছে অতএব মাতাপিতা প্রতি অবশ্য শ্রদ্ধা করিবে।

তৃতীয়। মাতাপিতা ও গুরুর উপদেশ অবশ্য গ্রাহ্য, কেন না কলযন্ত্র শিল্পকর্ম্ম, অতি সুকঠিন গ্রন্থার্থ, সন্দেহ নিরাকরণ, উচ্চারণের বৈলক্ষণ্য, এই সকল বিষয় কদাচ

উপদেশ ব্যতিরেকে জ্ঞাতহওয়া যায়না সুতরাং মাতা পিতা ও গুরুর উপদেশ গ্রাহ্য করিতে হয়।

চতুর্থ। পাঠ। এইপাঠ দ্বারা বিজ্ঞের রীতি, পূর্ব্ব গ্রন্থের তাৎপর্য্যার্থ বোধ, বিচার ক্ষমতা, অদৃষ্ট পদার্থের সাক্ষাৎ করণ, গুণদোষ ত্যাজ্যাত্যাজ্যের বিবেচনা ক্ষমতা প্রভৃতি জন্মায়।

পঞ্চম॥ বাদানুবাদ অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিচার ইহা পাঁচ প্রকার। প্রথম বিচার যোগ্য বাক্য, যথা মাতা পিত্রাদির অনুমতি প্রতিপালন কর্ত্তব্য, বিদ্যানুশীলন সদা করিতে হয়, পরমেশ্বর চিন্তা সর্ব্বদা করণীয়া, ইত্যাদি॥ দ্বিতীয় সংশয় যথা মাতা পিত্রাদির অনুমতি প্রতিপালন প্রভৃতি কর্ত্তব্য কিনা। তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ বিরুদ্ধ বিতর্ক করণ যথা। মাতাপিত্রাদির অনুমতি প্রতিপালন প্রভৃতি কর্ত্তব্য নহে কেন না তাঁহারদিগের অনুমতি রক্ষা করিতে হইলে তাঁহাদিগের বশীভূত থাকিতে হয়, ও আপনারদিগের স্বচ্ছন্দ থাকিবার ব্যাঘাত জন্মে; এবং বিদ্যানুশীলন ও পরমেশ্বরচিন্তা কর্ত্তব্য নহে কেন না তাহাতে সর্ব্বদা চিন্তা করিতে হয় সেই চিন্তাজন্য অপরিমিত দুঃখ জন্মে, ইত্যাদি চতুর্থ উত্তর, অর্থাৎ প্রকৃতের অনুকূল যে তর্ক তাহার কথন যথা। মাতা পিত্রাদির অনুমতি প্রতিপালন অবশ্য করিবে কেন না উক্ত সকল বিষয়ে রত থাকিলে সর্ব্বত্র সুখ্যাতি ও মান্যতা হয় এবং পরম সুখ জন্মে ইত্যাদি। পঞ্চম তাৎপর্য্যার্থ নিশ্চয়, যথা, মাতা পিতা হইতে উৎপত্তি হয়

অতএব তাঁহারা যাহা বলেন তাহা অতিশয় হিতকারক আর তাহাতে বিদ্যাদি জন্মিয়া অর্থ, ও সুখ হয়, অতএব অনুমতি প্রতিপালনাদি কর্ত্তব্য ইত্যাদি ॥ বাদানুবাদ দ্বারা বুদ্ধির অতিশয় প্রখরতা জন্মে তাহাতে অনায়াসে শীঘ্র বিদ্যালাভ এবং আপাততঃ সুখ্যাতি প্রাপ্তি হয় ॥

ষষ্ঠ। পরস্পর কথন দ্বারা অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধান দ্বারা বুদ্ধির আধিক্য জন্মে আর পরস্পর কথনে বিস্মৃত পদার্থের পুনর্ব্বার স্মরণ হয়, এবং পুস্তকদ্বারা সমস্ত বক্তার মনোগত ভাবের বোধ হয় না কিন্তু পরস্পর কথোপকথনে অনায়াসে জানা যায় আর সকল সন্দেহ মিটিয়া যায়॥

সপ্তম। পুনঃ২ শাস্ত্র দর্শন। পুনঃপুনঃ শাস্ত্র সন্দর্শনে চিরকাল স্মৃতিথাকেতাহাতে হঠাৎ কথামাত্রেই প্রমাণ দর্শন করাইবার ক্ষমতা জন্মে তাহাতে সভ্যতা, সবক্তৃতা শক্তি হয় তদ্দারা সর্ব্ব সমীপে আলাপ মাত্র প্রতিপত্তি হইতে পারে তাহাতে অর্থলাভ মান্যতাও সুখাদি হইয়া উঠে এবং শাস্ত্রার্থে বিলক্ষণ অনুসন্ধান ও অধ্যাপনা শক্তি জন্মিতে পারে তাহাতে উত্তরোত্তর বিদ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে।

অষ্টম। সতত শাস্ত্রার্থে মনোনিবেশ। সকল শাস্ত্রার্থে যে দৃঢ়তর মনন তাহার নাম মনোনিবেশ। এই অষ্ট প্রকার উপায়ের মধ্যে প্রধান উপায় শাস্ত্রার্থ চিন্তন যদ্দ্বারা পূর্ব্ব কথিত যে সপ্তপ্রকার উপায় তাহার ফল জন্মে কিন্তু মনঃসংযোগ ব্যতিরেকে অভ্যাসাদি কিছুই

হইতে পারে না ইহার প্রত্যক্ষ এই যে সম্মুখ স্থিত কোন বস্তুতে চক্ষুঃসংযোগ থাকিলেও যদি মনোযোগ না থাকে তবে সেই বস্তুর বোধ হয় না এবং অন্য বিষয়ে মনোযোগ থাকিলে যদ্যপি কেহ কোন কথা কহে তবে সেই বাক্যে কর্ণের যোগ থাকিলেও বাক্য বোধগম্য হয় না ও স্মরণ থাকে না অতএব মনঃসংযোগ প্রধান কারণ হইয়াছে সেই মনঃসংযোগ শাস্ত্রার্থে দৃঢ়তর রূপ হইলে শাস্ত্রার্থসহ সাক্ষাৎকার হয় যেমত চক্ষুঃ প্রভৃতির অগোচর যে পরমেশ্বর তাঁহাকে সর্ব্বদা দৃঢ়তররূপে পুনঃপুনঃ চিন্তা করিলে জ্ঞান দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় এবং শাস্ত্রার্থ চিন্তনকে পরমেশ্বর চিন্তনের কারণ বলিতে হইবে পরমেশ্বরকে অন্তঃকরণে পুনঃ২ আবৃত্তি করণে যেমত তাঁহার যথার্থ বোধ জন্মে তাঁহার ন্যায় অক্ষরময় শব্দদ্বারা তিনি কিছু যথার্থ দৃশ্য হইতে পারেন না কিন্তু সেই শব্দার্থ পুনঃ২ চিন্তনে তাঁহার যথার্থতা জানা যায় অতএব এই অষ্ট প্রকার উপায়ই কর্ত্তব্য যে ইহার দ্বারা অতিশয় বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হইয়া বিদ্যাদিলাভ ও সুখ, সম্পত্তি বাড়িবে।

ইহার উদাহরণ ॥ মহানদতীরবাসী মহানন্দনামা এক ব্যক্তি ছিলেন তিনি সর্ব্বদা এক ঘোটকোপরি আরোহণ পূর্ব্বক নানাদেশ ভ্রমণ করিতেন আর ঐ ঘোটকের আহার প্রদান ও তাহার সুখ, স্বচ্ছন্দতার চেষ্টা দেখিতেন অর্থাৎ কেবল ঘোটকের প্রতি সর্ব্বদা রত ছিলেন তাহাতে তাঁহার

পৈতৃক অর্থ বিনষ্ট হইল সুতরাং পরিবার প্রতি পালন করণে অত্যন্ত অসমর্থ হইলেন তজ্জন্য পরিবারগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে তিরস্কার করিতেন এবং প্রতিবাসিরা ও উপহাস করিত তথাপি মহানন্দের ঐ ঘোটকের প্রতি স্নেহের ন্যূনতা হইল না কেবল পূর্ব্বের ন্যায় ঘোটক লইয়াই থাকিতেন একদিবস পরিবারের আহারাভাবে অতিশয় ক্লেশ দেখিলেন তাহাতে ঘোটককে পরিত্যাগ করিলেন এবং ঘৃণাতে এক নিবিড় বনমধ্যে যাইলেন তথায় এক পণ্ডিত সহ সন্দর্শন হইলে মহানন্দ তাঁহাকে তাবৎ বৃত্তান্ত কহিলেন তন্নিমিত্ত ঐ পণ্ডিত মহানন্দকে অধ্যয়নার্থে নিযুক্ত করিলেন কিন্তু মহানন্দ যাহা পড়িতেন তাহার প্রতি মনোযোগ করিতেন না কেবল সেই ঘোটকের নিমিত্ত সর্ব্বদা চঞ্চলচিত্ত থাকিতেন, ইতিমধ্যে একদিন ঐ পণ্ডিত মহানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নিমিত্ত অন্যমনস্ক থাক শাস্ত্রার্থে কিছুই মনোযোগ কর না তাহাতে মহানন্দ কহিলেন আমার সেই ঘোটকের প্রতি সর্ব্বদা অন্তঃকরণ হইতেছে শাস্ত্রার্থ চিন্তা করিতে পারি না তাহাতে ঐ পণ্ডিত মহানন্দকে উপদেশ দিলেন তুমি দেখ ঘোটকে কি হইবে আপনার দেহ সহ আত্মসম্বন্ধ থাকিবেক না আর অন্যের কথা কি কহিব, কেবল বিদ্যাই বন্ধু ও সুখপ্রদা পরমেশ্বর জ্ঞান দায়িকা হন, অতএব তুমি শাস্ত্রালাপ, শাস্ত্রাভ্যাস, তদনুসন্ধান শাস্ত্র চিন্তনাদি সর্ব্বদা করহ

অনন্তর মহানন্দ ঐ পণ্ডিতের বাক্যানুরূপ আচরণ দ্বারা অতিশীঘ্র সুপণ্ডিত হইয়া স্বদেশে সমাগমন করিলেন এবং নৃপতি সমীপে প্রতিপন্ন হইলেন তাহাতে মহানন্দের অতিশয় সুখ ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইল, অতএব শাস্ত্রালাপাদি অবশ্য কর্ত্তব্য যেহেতু তদ্দ্বারা ত্বরায় বুদ্ধির তীক্ষ্নতা হইয়া বিদ্যা জন্মে এবং বিদ্যাদ্বারা যে ফল হয় তাহা বিদ্যা প্রকরণে উক্ত হইয়াছে।

কুবুদ্ধির বিষয়।

মনের উপর স্থিত যে বৃত্তি বিশেষ তাহার নাম বুদ্ধি। এই বুদ্ধি মনুষ্য গো মহিষ পক্ষি প্রভৃতি প্রাণি মাত্রেরি আছে কিন্তু উত্তম বিষয়ে যাহার বুদ্ধি থাকে তাহাকে সুবুদ্ধি ও বুদ্ধিমান কহা যায় আর কুৎসিত বিষয়ে যাহার বুদ্ধি হয় তাহাকে কুবুদ্ধি বলা যায়। অল্পবুদ্ধি যাহার তাহাকে কেহ বুদ্ধিহীন বলে কেহ বা কুবুদ্ধি কহে ইহার প্রতি কারণ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির স্বীয় বুদ্ধ্যনুসারে কর্ম্মাচরণ হইলে প্রায়ই বৈপরীত্য ঘটে। সর্ব্বদা যেজন সদনুশীলন করে তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্নতা ও উত্তমতা হইয়া উঠে কারণ সদাচার দয়ালু ব্যক্তির ক্রোধাদি খর্ব্বতা প্রায় তাহাতে ক্রোধাদির যে বুদ্ধির আবরকতা শক্তি থাকে তাহার খর্ব্বতা হইয়া যায় সুতরাং বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়, আর কুৎসিতাচার নির্দ্দয় মনুষ্যদিগের ক্রোধাদির আধিক্য প্রযুক্ত বুদ্ধি আচ্ছন্ন থাকে তন্নিমিত্ত

হিতাহিত না জানিতে পারিয়া তাহারা আশু সুখ দায়ক কুৎসিত বিষয় আচরণ করে তজ্জন্য কুৎসিত বিষয়িকবুদ্ধিদ্বারা অনেকের অনিষ্ট জন্মে কারণ কুবুদ্ধি ব্যক্তি প্রায় চৌর্য্যাদিতে রত থাকে তাহাতে অনেকের ধনহানি হয় এবং সেই কুবুদ্ধি ব্যক্তিরো অনিষ্ট ঘটে কেন না কুবুদ্ধি ব্যক্তিকে কেহ বিশ্বাস করে না ও তাহার প্রতি সকল মনুষ্যের ক্রোধ জন্মে এবং তাহার পীড়াদানে সকলেই প্রবৃত্ত হয়েন। আর সে সর্ব্বজন সমীপে নিন্দনীয় হয় অতএব ইহার পর মনুষ্যের আর কি অনিষ্ট আছে কুবুদ্ধি ব্যক্তির শিল্পশাস্ত্রাদি জ্ঞান ও পরমজ্ঞান জন্মে না কারণ তাহার ক্রোধাদি রিপুর প্রবলতাহেতুক বুদ্ধি আচ্ছন্ন থাকে তাহাতে অতি সূক্ষ্ম যে জ্ঞানপথ তাহা দেখিতে পায় না অতএব তোমরা কুৎসিত বিষয়ে বুদ্ধি না করিয়া দয়াদি সদ্বিষয়ে সর্ব্বদা বুদ্ধিকর যে ক্রমে ক্রমে প্রবল ক্রোধাদি রিপু খর্ব্বতা পাইয়া অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইবে তাহা হইলে উত্তম জ্ঞানপথ সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইবে তাহাতে সর্ব্বত্র সর্ব্ব সমীপে প্রশংসা ও পরম সুখ মিলিবে। যেমত উত্তম হীরক মেঘ শৃঙ্গসহ সংযুক্ত হইবা মাত্র ভস্ম হয় তাহার ন্যায় মনুষ্যদিগের কুৎসিত বিষয়ে বুদ্ধির যোগ মাত্রেই জ্ঞানপথ রুদ্ধ হইয়া যায় আরো যেমন অতি সুশোভন ও সুগন্ধি যে পদ্মাদি তাহাতে তৈলের সম্বন্ধ হইলে সেই সুমিষ্ট গন্ধকে বিনষ্ট

করে এবং পুরুষের সৌন্দর্য্য বিনাশকে পায় সেই প্রকার কুবুদ্ধিসহকারে মনুষ্যদিগের কুলখ্যাতি ও মান্যতা প্রভৃতি বিনাশ হইয়া যায় এবং তাহাদিগের শোভা ও [illegible] বিনষ্ট হয় অতএব মনুষ্যদিগের উচিত সর্ব্বদা সদ্বিষয়ে বুদ্ধি করেন॥

ইহার উদাহরণ। কোন গ্রামে সন্তোষনাম এক দরিদ্র বিপ্র বাস করিতেন প্রাণেশ্বর নামে তাঁহার একপুত্র ছিল ঐ পুত্রের বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে তাহারপিতা তাহাকে অধ্যয়নে নিযুক্ত করিলেন আর নানাপ্রকার সদুপদেশ দিতেন কিন্তু ঐ প্রাণেশ্বরের সর্ব্বদা পরের পীড়া প্রদানে ও অনিষ্ট করণে মতি এবং অন্যান্য কুকর্ম্মাচরণে রতি জন্মিল তাহাতে তাহাকে সকলে ভৎসনা করিত তথাপি প্রাণেশ্বর নিবৃত্ত না হইয়া অত্যন্ত অনিষ্ট করিতে লাগিল এনিমিত্ত তাহার পিতা বিশ্বমান্য হইলেও কেহ২ কেহ প্রাণেশ্বরকে আঘাত করণে ত্রুটি করিত না তথাচ ঐবিপ্র পুত্র কুৎসিত বিষয়ে মতি ত্যাগ করিতে পারিল না পরে প্রাণেশ্বরের চৌর্য্যাদি দোষ ঘটিয়া কারাগারে বাস করিতে হইল। দেখ বিশ্বমান্য যে সন্তোষ তাঁহার পুত্রকে নানা অপমান ও ক্লেশ, ও আঘাত, সহ্য করিয়া অবশেষে কারাগারে বাসকরিতে হইয়াছিল অতএব কুবুদ্ধিদ্বারা সকল আপদই হইতে পারে। হে বালক সকল তোমাদিগের প্রতি পুনঃ২ বলি তোমরা কদাচ

কুৎসিত বিষয়ে বুদ্ধি করিবে না তাহাতে অযশ ও নিন্দা ও ক্লেশমাত্র লাভ হইবে আর সুখের লেশও পাইবা না অতএব সতত সদ্বিষয়ে বুদ্ধি কর যাহাতে সুখ, মান্যতা পূজ্যত, ঐশ্বর্য্য, শিল্প ও শাস্ত্র জ্ঞান পাইবে আর পরমেশ্বরকে অনায়াসে জানিতে পারিবে।

মূর্খতা বিষয়ক।

শাস্ত্রাদিবিষয়ে যাহার জ্ঞান নাই তাহার নাম মূর্খ, সেই মূর্খের যে ধর্ম্ম তাহাকে মূর্খতা বলা যায়, মূর্খতা হইতে নিন্দনীয় পৃথিবীমণ্ডল মধ্যে অন্য কিছুই নাই কারণ অন্যান্য কুৎসিত বিষয়ে কতক দোষ জন্মাইতে পারে কিন্তু মূর্খতাহেতু অত্যন্ত বিরুদ্ধ দোষ সকল ঘটিয়া উঠে, যেহেতু মূর্খের ক্রোধাদি প্রায় প্রবল হয়, তাহাতে বুদ্ধি আবৃত থাকে সুতরাং হিতাহিত ও যুক্তাযুক্ত জ্ঞান থাকে না তজ্জন্য পরানিষ্ট, পরদ্বেষ, পরহিংসা, পরপীড়া মাতা পিতৃ হনন আত্মহত্যা প্রভৃতি ঘটে। এবং সকল লোকের নিকটে সর্ব্বদা নিন্দনীয় হইতে হয় আর কেহই মূর্খকে বিশ্বাস করে না। এবং মাতা পিতা ভ্রাতা, কান্তা, কন্যা, পুত্র প্রভৃতি কেহই তাহাকে আদর করে না। মূর্খপুত্র যে বংশে জন্মে সে সদ্বংশ হইলেও লোকে তদ্বংশের অকীর্ত্তি গান করে, যদিও পুত্র অতি স্নেহপাত্র তথাপি মাতা পিতার সর্ব্বদা এমত ইচ্ছা হয় যে মূর্খপুত্র হইতে অনেক ক্লেশ

বংশের অকীর্ত্তি উৎপত্ত্য ও লোক নিন্দাজন্মে, অতএব এমত পুত্রের মরণ হইলেই ভালহইয়াদেখ, পুত্রশোকে মাতা পিতা উন্মত্ত হইয়া সকল কার্য্যে পরাঙ্মুখ হন কেহ বা মৃত প্রায় কেহ বা লোকান্তর গমন করেন কিন্তু মূর্খপুত্রের জীবনে বরং মাতা পিতা সর্ব্বদা দুঃখিত থাকেন. আর মরণে পরমাহ্লাদিত হন। মূর্খতা এমত প্রবল দোষ যে লোক যদ্যপি বনের এক পক্ষিকে পালন করে আর সেই পক্ষী কোন কারণবশত মরিয়া যায় তবে সেই পালন কর্ত্তা অতিশয় কাতর হয় কিন্তু মূর্খপুত্রের মরণে কিছুমাত্র খেদ জন্মে না। বস্ত্রহীন ব্যক্তির হিমকালের বায়ুতে যাদৃশ পীড়া জন্মে মূর্খ ব্যক্তি তাহা হইতেও অধিক পীড়া দায়ক হয় কারণ হিমকালের বায়ু বহু বস্ত্রযুক্ত ও আবৃত স্থান স্থায়ী ব্যক্তিকে পীড়া প্রদান করিতে পারে না আর বস্ত্র রহিত ব্যক্তিরও হিমকালের বায়ু জন্য যে পীড়া, তাহার শান্তির অনেক উপায় আছে এবং সেই বায়ুও সর্ব্বদা থাকে না কিন্তু মূর্খ হইতে সর্ব্বদা সকলের অতিশয় পীড়া ঘটিয়া থাকে। আর যেমত কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ হইয়া এক কণা অগ্নি নির্গত হইলে সেই অগ্নিকণা সকল বন দগ্ধ করে তাহার ন্যায় এক মূর্খ পুত্রের দ্বারা সকল লোকই দগ্ধ হয়। অপর মূর্খব্যক্তির অর্থ হওয়া দূরে থাকুক পিতৃ পিতামহ কর্তৃক সঞ্চিত যে অর্থ তাহাও বিনাশ পায় এই পৃথিবী মণ্ডলে অনুসন্ধান করিলে অনেক মূর্খের পিতৃক বহুধন

সত্ত্বেও তাহাদিগের দুর্দ্দশা দেখিতে পাইবে অতএব সর্ব্বদা বিদ্যানুশীলন কর যাহাতে মূর্খতা নাশ পায় কেন না মূর্খ হইলে সকল আপদের আধার হইতে হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মূর্খতাবিষয়ে উদাহরণ। ইলাদেশে শরচ্চন্দ্র নামা এক ব্যক্তি ছিলেন তাঁহার স্বভাব উত্তম ছিল না বিদ্যাভ্যাস করণার্থে তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে অনেক তাড়না করিয়াছিলেন তথাপি শরচ্চন্দ্রের বিদ্যাভ্যাস হইল না কেবল বৃথা জল্পন ক্রীড়া কৌতুকাদিতেই কালযাপন হইত আর তাঁহার ক্রোধ স্বভাব হইয়া উঠিল প্রায় সকল ব্যক্তিকেই কটুবাক্য কহিতেন ও দীন দরিদ্রের প্রতি আঘাত করিতেন এবং পরানিষ্ট পরহিংসায় সতত রত ছিলেন তাহাতে সর্ব্ব লোকে তাঁহাকে ও তাঁহার পিতা মাতা প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষদিগকে নিন্দা করিত তন্নিমিত্ত ঐ শরচ্চন্দ্রের পিতা মাতা লোকালয়ে মুখ দেখাইতেন না শুদ্ধ সর্ব্বদা চিন্তাসাগরে মগ্ন থাকিতেন পরে ঐ মূর্খের পিতা মাতা লোকনিন্দা লোকগঞ্জনা সহ্য করিতে না পারিয়া বনে প্রস্থান করিলেন, অনন্তর ঐ শরচ্চন্দ্র স্বীয়মূর্খতা প্রযুক্ত রাজদণ্ড ও অন্নাভাব জন্য উপবাসাদিতে সর্ব্বদা পীড়া পাইতেন এবং পৃথিবীমধ্যে কেহ তাঁহাকে আদর কিম্বা বিশ্বাস করিত না আর ভিক্ষা করিতে যাইলে লোকে কহিত সে অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত তাহাকে ভিক্ষা প্রদান কর

কর্ত্তব্য নহে । যেমত মূর্খলোকেরা নিন্দিত, সকলের ভিক্ষা পাওয়াও সুকঠিন হইল অতএব কোন মনুষ্য কেহ বিদ্যা ত্যাগ করিতে কোন প্রকারে অমনস্ক হইবেন না এবং এমত যত্ন পাইবে যাহাতে বিদ্যা জন্মে ও কদাচিৎ মূর্খতা না থাকে আরো এইরূপে দেখা যাইতেছে যে মূর্খের বীর্যশক্তি দ্বারা সুখপ্রাপ্তি দূরে থাকুক, বরং মূর্খের কারণ যে পৈতৃক ধন তাহা বহু সংখ্যক হইলেও অত্যল্পকালে বিনাশ পায় । মূর্খব্যক্তিকে স্বীয় স্ত্রী পুত্র মিত্র আমাত্য ভৃত্য প্রভৃতিও উপহাস ও অবজ্ঞা করে অতএব মূর্খতা পরি-ত্যাগার্থ সর্ব্বদা যত্ন করা কর্ত্তব্য ।

সৎসংসর্গ ।

সৎপুরুষ সাধু তাহার সহিত যে সম্বন্ধ তাহার নাম সৎ-সংসর্গ । হিংসা, দ্বেষ ক্রোধ ও পরের অনিষ্ট চেষ্টায় বিরত, অথচ পরপীড়ায় পীড়িত, সদা সদাচারে সংযুক্ত ও কুকর্ম্মত্যাগী যে ব্যক্তি তাহাকে সাধু বলা যায়, যেমত পীতলাদি কুবস্তু কাঞ্চনসংসর্গে কাঞ্চনত্ব প্রাপ্ত হয় এবং কাঞ্চন অগ্নিসহ সংযোগে উত্তমতা পায় তাহার ন্যায় মনুষ্যগণের সাধুসংসর্গে উত্তমতা মিলে আর বস্ত্রাদির অগ্নি ও ক্ষৌরাদি যোগে নির্ম্মলতা জন্মে তদ্রূপ সাধুর সহিত সম্বন্ধে মনুষ্যরা নির্ম্মল হয় । এবং যে প্রকার লবণ জলসহ সংযোগে দ্রব হইয়া যায় তদ্রূপ সাধুসহ সংযোগে মনুষ্যগণের নির্দ্দয়ত্বাদি দূর

হইয়া নম্রতা ও সুশীলতা জন্মে। অপর যদ্রূপ আলোকাদি সম্বন্ধে অন্ধকার বিনাশ পায় তাহার ন্যায় সৎসংসর্গ-দ্বারা মনুষ্যদিগের তমো বিনষ্ট হইয়া যায়। দেখ পক্ষি সকল স্বাভাবিক অব্যক্ত ধ্বনি অর্থাৎ চুকু বুকু শব্দ করে কিন্তু তাহারা মনুষ্যদিগের সংসর্গহেতু ব্যক্তরূপে মধুরস্বরে মাতা পিতা ভ্রাতা ইত্যাদি বলে অতএব মনুষ্য উত্তম সংসর্গে থাকিলে তাহার উত্তমতা হইবে ইহার আশ্চর্য্য কি। আরো দেখ যেমন অঙ্গার স্বাভাবিক কৃষ্ণ বর্ণ হইলেও অগ্নির সহ সংযোগে স্বীয় স্বভাবকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিবর্ণ হয় সেইরূপ মনুষ্যগণও সাধুসংসর্গে মনের মালিন্য দূর করতঃ সাধুবন্যায় সাধুস্বভাব পাইতে পারে। আর যেমত চুম্বক প্রস্তর লৌহকে আকর্ষণ করে সেই প্রকার সৎসংসর্গরূপ আকর্ষক মণিদ্বারা অতি কঠিন হৃদয় মনুষ্যের মনোরূপ লৌহ আকৃষ্ট হইয়া সাধু স্বভাবে স্থাপিত হয়। আরো দেখ অন্য অন্য গুণ সংযোগ ব্যতিরেকে ফল জন্মে না কিন্তু সতের সন্নিধানে সংস্পর্শ ব্যতিরেকে ফল হয়, ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে কুমতি ব্যক্তিকে উত্তমব্যক্তির নিকটে দেখা যাইলে লোকে সেই ব্যক্তিকে প্রশংসা করে। এবং যদ্রূপ লৌহ ও শুষ্ককাষ্ঠ প্রভৃতি অগ্নির উত্তাপে নম্রতা পায় তদ্রূপ সাধুস্বরূপ অগ্নি সম্বন্ধে লৌহাদিতুল্য কুস্বভাব ব্যক্তি নম্র হয়। অতএব হে বালকগণ তোমরা সর্ব্বদা সাধুর সহিত সংসর্গ ও তাঁহাদিগের

উপদেশ [illegible] তদনুসারে অন্তঃকরণের স্বাভাবিকীয় মন
পরিত্যাগ হইয়া [illegible] গমন করিতে [illegible] দয়াদি
জন্মিবে এবং [illegible] আত্মরক্ষা, [illegible] শিল্প
[illegible] জ্ঞান, পরমেশ্বরের অনুভব প্রাপ্ত হইবে।

৮। ইহার উদাহরণ। এক বৃন্দাবন গ্রামনিবাসী দেবনাথ নামে
এক ব্যক্তি ছিল, তাহার অতি শৈশবাবস্থায় পিতৃমাতৃ
বিয়োগ হওয়াতে কদাচ সৎসংসর্গ কিম্বা অধ্যয়নাদি
কিছুই হইল না কেবল নিদ্রা ও কুকর্ম দ্বারা কাল যাপন
হইত তাহাতে গ্রামের লোকদিগের ও নানা পীড়া জন্মিতে
লাগিল আর কেহই তাহার সহিত আলাপ করিত না,
ইহাতে দেবনাথ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কেবল রোদনমাত্র
পাইত কিন্তু দুঃখশান্তির কোন উপায় দেখিত না, পরে
দেবনাথ এক দিবস নির্জনস্থলে গ্রামের প্রান্তভাগে বনের
মধ্যে এক ব্যক্তিকে সন্দর্শন করিল এবং তাহার বস্ত্র
অপহরণার্থ উদ্যত হইল তাহাতে ঐব্যক্তি উহাকে কহিল
যে শুন২ আমাকে তুমি প্রহার করিও না, এই বস্ত্রাদি লও
কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করি ইহার দ্বারা কত কাল
[illegible] অতিশীঘ্রই বাজারবিক্রয় অতিশয় ক্লেশ
[illegible] তোমাকে আমি সদুপদেশ প্রদান করি
[illegible] পক্ষিকে মনুষ্যেরা ধরিয়া আপনাদিগের শব্দ
[illegible] সেই পক্ষী শব্দ শিক্ষা করিলে তাহাকে মনুষ্য

পণ কত আদর করিয়া যত্নপূর্ব্বক উত্তম২ দ্রব্য ভক্ষণার্থ দেয় আর তাহাকে বিষ্ঠাও হস্তদ্বারা পরিষ্কার করে অতএব তুমি আমার সহিত আইস ইহা বলিয়া দেবনাথকে সঙ্গে লইয়া ঐ ব্যক্তি স্বীয়গৃহে গমন করিল এবং ঐ দেবনাথকে আহার প্রদান ও নীতি রীতি শিক্ষা করাইতে লাগিল পরে ক্রমে২ দেবনাথের অন্তঃকরণে সচ্চর্চা,সদালাপ,ও অধ্যয়নাদি করণে প্রবৃত্তি জন্মিল উক্ত সাধুসমীপে সর্ব্বদা বাস করাতে কিছুকাল বিলম্বে তাহার নানাশাস্ত্রে বিদ্যা হইল তাহাতে দেবনাথ সর্ব্বত্র সুখ্যাত, মান্য, ও পূজ্য হইয়া পরমসুখ লাভ করিল দেখ সৎসংসর্গদ্বারা সকলই লভ্য হয় অতএব সাধুসহ সংসর্গ সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য।

কুসংসর্গ বিষয়ক।

অসতের সহিত সম্বন্ধকে কুসংসর্গ বলা যায়, তাহা কর্ত্তব্য নহে। কুকর্ম্মাচারী যে ব্যক্তি তাহার নাম অসৎ, অসতের সহিত প্রীতি ও সহবাস এবং সতত আলাপাদি করিলে সজ্জনেরও অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে তাহাতে চৌর্য্যাদি দোষ ঘটে তদ্দ্বারা লোকনিন্দা ও রাজদণ্ডাদি নানাক্লেশ পাইতে হয়। যেমন সর্পশাবক যদি কঞ্চুলিকা মধ্যে সর্ব্বদা থাকে তবে ভেক আহারার্থে আগত হইয়া কঞ্চুলিকাসহ সেই সর্পশাবককে ভক্ষণ করে কারণ অতি কুৎসিত কঞ্চুলিকার সহিত সংসর্গহেতু সর্পের ভক্ষ্য যে ভেক তৎকর্ত্তৃক সর্পশাবক ভক্ষ্য হয় তাহার ন্যায় কু

কু কর্ম্মির সহিত সহবাস করিলে লোকাপবাদ ও অত্যন্ত ক্লেশ হয়।

প্রিয়বাক্য বিষয়ক।

হিত অথচ আহ্লাদজনক ও যথার্থ যে বাক্য তাহার নাম প্রিয়বাক্য, সেই প্রিয়বাক্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। হিতজনক কিন্তু শ্রবণে কটু যে বাক্য তাহাকে প্রিয়বাক্য বলা যায় না। আপাততঃ যে বাক্য শ্রবণে অসুখ জন্মে তাহা যথার্থ হইলেও এক প্রকার অপ্রিয় হইতে পারে। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বসাধারণকে প্রিয়বাক্য কহে সে সর্ব্বপ্রিয় হয় অতএব তাহার সর্ব্বত্র আদর, সম্মান অতুল ঐশ্বর্য্য ও সুখ জন্মে। আর সে ব্যক্তি কাতর হইলে সকলেই ক্লেশ পায় এবং তাহার উত্তম বিদ্যা ও জ্ঞান প্রাপ্তি হইতে পারে কেন না তাহার হিতার্থ সকলেই চেষ্টিত হয়েন এবং গুণিগণ প্রিয়ম্বদ ব্যক্তিকে যাচঞা করিয়া গুণদান ও নিগূঢ় সন্ধান বলিয়া দেন আরো সে ব্যক্তি পরমেশ্বরকে জানিতে পারে কারণ তাঁহার যে প্রীতি ধর্ম্ম তাহাতে সেই ব্যক্তিই থাকে তন্নিমিত্ত তিনি তুষ্ট হয়েন আরো দেখ পরমেশ্বর অন্যান্য অঙ্গে অস্থি দিয়াছেন কিন্তু জিহ্বাতে অস্থি দেন নাই কেন না জিহ্বায় অস্থি দিলে যদ্যপি কঠোর বাক্য নিঃসৃত হয় এই হেতু পরমেশ্বর জিহ্বাকে নিরস্থি করিয়াছেন অতএব সেই জিহ্বা

হইতে লোকেরক্লেশপ্রদ বাক্য বিনির্গত হইলে কিপর্য্যন্ত অন্যায় হয় তাহার সীমা করা যায় না এবং কটুবাক্যোপর ও পৃথিবীমণ্ডলে ক্লেশজনক কিছুই নাই। অপ্রিয়বাদী অকারণ জগতের শত্রু হয় যেহেতু অপ্রিয়বাদী কাহারো অনিষ্ট না করিয়া হিতকরিলেও তথাপি তাহারপ্রতি সকলে ক্রোধ করে। আরো দেখ বনস্থ ময়ূর কোকিল প্রভৃতি হইতে কোন উপকার না জন্মিলেও প্রিয় রবহেতু শুদ্ধ তাহারা অতিশয় প্রিয় হয়।এবং বালকগণ কাহারো উপকার করণে যোগ্য না হইলেও বাক্যের মিষ্টতাহেতু সর্ব্ব লোকে তাহাদিগকে ভাল বাসে এবং তাহাদিগের বাক্য শ্রবণে সকলের আহ্লাদ জন্মে। অতএব সতত সকলকে প্রিয় বাক্য কহাই উচিত প্রিয় বাক্যহেতু ক্রোধির ক্রোধ শান্তি হয় এবং অতিশয় শত্রু ব্যক্তিও অনিষ্টাচরণ করিতে পারে না অতএব প্রিয় বাক্য হইতে বন্ধু আর নাই॥

প্রিয়বাক্যবিষয়ে উদাহরণ॥ হিরণ্যাক্ষ নগরীরে হিরণ্যনামে এক ব্যক্তি বাস করিত সে সহায় সম্পত্তি বিহীন অতিদীন আত্মভরণপোষণে অসমর্থ ছিল কিন্তু অতিশয় প্রিয়বাক্যহেতুক সকলেই তাহাকে ভালবাসিত এবং কাহারো সহিত তাহার শত্রুতা ছিল না ঐ হিরণ্যের পিতৃশত্রু এক ব্যক্তি ছিল সেও তাহার প্রিয় বাক্যহেতু মিত্রভাবপ্রাপ্ত হইয়া তাহার পিতার যে বিষয় বলপূর্ব্বক

লইয়াছিল তাহা তাহাকে প্রদানকরিল পরে হিরণ্য অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে গুরু, তদ্দ্বারা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া অতি গোপনীয় সকল বিদ্যা তাহাকে প্রদান করিতে লাগিলেন তাহাতে অতিত্বরায় তাহার শিল্পশাস্ত্রাদিতে অত্যুত্তম বিদ্যা জন্মিল হিরণ্য সর্ব্বত্র মান্য ও পূজ্য এবং রাজসভ্য হইল তন্নিমিত্ত তাহার অনেক অর্থ প্রাপ্তি ও পরমসুখ হইতে লাগিল অতএব হে শিশুগণ তোমরা সর্ব্বদা দীন হীন ক্ষীণ মান্যামান্য সাধারণকে প্রিয়বাক্য কহিবে যাহাতে সর্ব্বপ্রিয়ং ও শত্রু রহিত হইয়া উত্তমবিদ্যা অর্থ, সুখ, পরমজ্ঞান প্রাপ্ত হইবে।

অপ্রিয়বাক্য বিষয়ক।

কটু অথচ ক্লেশদায়ক যে বাক্য তাহার নাম অপ্রিয় বাক্য তৎ কথনে সর্ব্বলোকের অপ্রিয় হইতে হয় এবং মিত্রের সহিতও শত্রুতা জন্মে স্ত্রী পুত্র ভৃত্য প্রভৃতি সদা সকলেই বিরক্ত হয়, দেখ সিংহ ব্যাঘ্রাদি মাংসভক্ষণাশয়ে হিংসা করে এইহেতুক সকলে তাহাদিগের রিপু হয় কিন্তু অপ্রিয়বাদী ব্যক্তি কারণব্যতিরেকে জগতের শত্রু হইয়া উঠে। আর অতিধনী ব্যক্তিও অপ্রিয়বাদী হইলে তাহার নিকটে কোন মনুষ্য যায় না এবং দীন হীন হইলে কেহ ভিক্ষাদি দেয় না বরং তিরস্কার করে। অপ্রিয়বাদী যদি আপদগ্রস্ত হয় তথাপি তাহার ভৃত্যপ্রভৃতি সেই আপদ শান্ত্যর্থ যত্ন কিংবা অন্তঃকরণে কিছু ক্ষোভ করে না বরং

যাহাতে আরো অধিক আপদে পতিত হয় এমত চেষ্টা করে। এবং মান্যব্যক্তি কিংবা রাজাও যদি অপ্রিয়বাদী হন তথাপি তাঁহার মান্যতার হানি জন্মে। শুক প্রভৃতি পেচকাদি পক্ষিগণ মনুষ্যদিগের পক্ষে সমান স্নেহপাত্র তাহাদিগের সহিত মনুষ্যের কোন সম্বন্ধ নাই তথাপি শুক, মধুররব হেতু সর্ব্বপ্রিয়, কিন্তু পেচকাদি কঠোররবপ্রযুক্ত সকলের অপ্রিয়, অতএব এমত বাক্য না কহিয়া যাহাতে সকলের প্রিয় হওয়া যায় সেইরূপ বাক্য কহাই শ্রেয়ঃ দেখ অতিবিজ্ঞ২ প্রাচীনগণ কোমল শব্দদ্বারা যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাতে যে ২ বিষয় নির্ণয় আছে সেই সকল বিষয়ক জ্ঞানদ্বারাই যে সর্ব্বসাধারণের মহোপকার হইতেছে এমত নহে কঠোরশব্দে রচিত গ্রন্থেও তাদৃশ উপকার দর্শে কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে যে কঠোর শব্দদ্বারা রচিত গ্রন্থ অপেক্ষা কোমলশব্দে রচিত গ্রন্থে অধিক উপকার জন্মিতেছে কেন না কোমল শব্দ শ্রবণে শ্রবণের সুখ জন্মে সুতরাং তাহাতে সকলেরি প্রবৃত্তি হয় মনুষ্যরাও তদ্দৃষ্টে কোমলশব্দ ব্যবহার করিতে পারে এবং সর্ব্বপ্রিয় হইয়া অতিক্লেশদায়ক অপ্রিয় বাক্যে বিরত হয়।

অপ্রিয়বাক্যবিষয়ে উদাহরণ। অরুণনামা ধনবান্ ও দান শীল এক ব্যক্তি ছিল, সে সর্ব্বদা সকল দীন দুঃখিদিগকে বহু অর্থ দান করিত কিন্তু কেবল কঠোর বাক্য কহিত

বলিয়া তাহার সন্নিধানে প্রায় মনুষ্য যাইত না অন্যের কথা কি কহিব স্ত্রী পুত্র পরিবারেরাও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিকটে গমন করিত না এবং ঐ অরুণসহ সকলমনুষ্যেরি শত্রুতা জন্মিয়াছিল পৃথিবী মণ্ডলমধ্যে কাহারো সহিত মিত্রতা ছিল না যদ্যপি অরুণ কোনজনকে লক্ষমুদ্রা প্রদান করিত তথাপি গৃহীতা সন্তুষ্ট হইতেন না তাহার অপ্রিয়বাক্যে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ধন গ্রহণ করিতেন। আর বিক্রেতা ব্যক্তি দ্রব্যের মূল্য অষ্টগুণ পাইলেও তাহাকে দ্রব্য বিক্রয় করিত না বরং অন্য ব্যক্তিকে যথার্থযোগ্য মূল্যের অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় করিত। অরুণের নীরসবাক্যে কেহ চতুর্গুণ বেতন পাইলেও দাসে দাসীত্ব স্বীকার করিত না তাহাতে তাহাকে স্বয়ং যাবতীয়কার্য্য করিতে হইত।

এবং কদাচ কোন পীড়া উপস্থিত হইলে স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি তাহার নিকটে যাইত না বরং তাহার সম্মুখ হইতে গোপনে পলাইত। কোনসময়ে কোনবিষয়ে যদ্যপি অরুণ আপদ্গ্রস্ত হইত তবে সেই সময়ে সে যাহাতে অধিক ক্লেশ পায় এমতরূপ চেষ্টা অনেক ব্যক্তিই করিত। এবং অরুণ প্রায়ই সকলের উপকার করিত কিন্তু কোন ব্যক্তির সেই উপকারে উপকার জ্ঞান হইত না বরং তাহার অহিত হইলে ভাল বাসিতেন। আর অরুণ কোন বিষয়ে অতিশয় কাতর হইলে কেহই কাতরহইত না অথচ সে অন্যকে কাতর দেখিলে তাহার কাতরতা

শান্তির নিমিত্ত অনেক যত্ন পাইত। অনন্তর অরুণ অপ্রিয় বাক্যহেতু সকল সহ শত্রুতা হওয়াতে সকলবিষয়ে উৎপাতগ্রস্ত হইয়া উৎপাতশান্তির উপায় না দেখিতে পাইয়া অত্যন্তউদ্বেগে ক্ষিপ্ত হইল তাহাতে সর্ব্বদা অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে লাগিল এবং পথিমধ্যে তাহাকে কেহ দেখিতে পাইলে তাহার গাত্রে ধূলি দিত ইহা হইতে আর অধিক কি দুঃখ আছে অতএব অপ্রিয় বাক্য কথনে এইরূপই ফল জন্মে ইহা বিবেচনা করিবে।

যথার্থকথন।

যাহার যে স্বরূপ তাহার নাম যথার্থ অর্থাৎ সত্য, তাৎপর্য্যের যে অবিকল কথন তাহার নাম যথার্থ কথন। যথার্থ কথনে সর্ব্বসাধারণের আহ্লাদ হয় বিশেষত বিজ্ঞ ও সদ্বৃত্ত ব্যক্তির সন্তোষ জন্মে মিথ্যাবাদী মনুষ্য ও যথার্থ বাদির যথার্থ কথনে প্রমোদ পায়। হে মনুষ্যগণ তোমরা সত্যরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করহ যে সংসারস্বরূপ সূর্য্যের দুঃখ রূপ করে উত্তাপিত হইয়া ঐ সত্যবৃক্ষের যথার্থ কথন স্বরূপ ছায়াকে অবলম্বন করিলে তৎক্ষণাৎ ঐ উত্তাপজন্য ক্লেশ শান্তিহইবে। আর সত্যবৃক্ষের দয়াদিরূপ পুষ্পদ্বারা সর্ব্বদা পরমাহ্লাদ জন্মিবে পরে জ্ঞানরূপ ফল অনায়াসে লভ্য হইবে আর সুখস্বরূপ রসাস্বাদনে সদা তৃপ্তথাকিবে। সত্য কথনে শত্রুগণও মিত্র হয় এবং যদ্যপি সত্যবাদী ব্যক্তি বহু অপরাধ করে ও তাহাতে বধরূপ দণ্ড প্রাপ্তিযোগ্য

হয় তথাপি সত্যস্বরূপ বৃক্ষ ব্যবধান হেতু তাহার বধ হয় না। সত্যবৃক্ষাশ্রয়ী ব্যক্তি সত্যবৃক্ষের বায়ু সেবন করিয়া তাহার সৌরভ প্রাপ্ত হয়েন তাহাতে সেই ব্যক্তি সকলকে আমোদিত করেন। যেমন নানা মল সংযুক্ত বসন ক্ষার যোগে শুভ্রতাকে পায় তাহারন্যায় নানা দোষযুক্ত জন সত্য গুণদ্বারা উত্তমতা পাইতে পারে। আর নানাভূষণে ভূষিত ব্যক্তি যদি বস্ত্রহীন হয় তবে শোভা পায় না কিন্তু ভূষণহীন হইলেও বসন পরিধান করিলে যেমন শোভা পায় তাহারন্যায় বহুগুণযুক্ত হইলেও সত্যতা বিহীনে মনুষ্য শোভা পায় না কিন্তু গুণহীন ব্যক্তি সত্যগুণযুক্ত হইলে অতিশয় শোভা পায়। সত্য হইতে দয়, শম, দম, ক্ষান্তি, শান্তি, জ্ঞান, মান, ধন, মিত্রতা প্রভৃতি পাওয়া যায়। সত্যকে কোটিং মিথ্যাদ্বারা আবৃত করিলেও যেমন ভস্ম রাশিতে প্রচ্ছন্ন অগ্নিকণা তূল রাশিকে দগ্ধ করে তদ্রূপ সেই সত্য কোটিং মিথ্যাকে বিনষ্ট করে।

সত্যবিষয়ে উদাহরণ। সত্যপুরনামনগরে সত্যসন্ধ নামা এক নির্ধনব্যক্তি ছিল তাহার মাতাপিতা ভ্রাতা বন্ধু আদি কেহ ছিল,না তাহাতে আহারাভাবজন্য সর্ব্বদা দুঃখপাইত কিন্তু তাহার সত্যবাক্য হেতুক রাজা প্রজা শান্ত দান্ত দুর্দান্ত সকলেই তাহাকে আদর করিতেন আর দুষ্ট দস্যু রাজা প্রভৃতি সকলেরি এমত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে যদ্যপি কোন বিষয়ে কোনব্যক্তি কোনকারণদ্বারা দৃঢ়তর প্রত্যয়

জন্মাইত আর সত্যসন্ধ তাহার বিপরীত কহিত তবে তাহাই গ্রাহ্য হইত। দুঃশীল নামক এক ব্যক্তি এক মহাজনের দশকোটি মুদ্রা বাণিজ্য করণার্থ লইয়াছিল কিন্তু তাহার বাণিজ্য মিথ্যা কেবল প্রতারণায় ধন লওয়াই উদ্দেশ্য, কিছুকাল বিলম্বে ঐ মহাজন দুঃশীল সমীপে মুদ্রা চাহিলে দুঃশীল কহিল মুদ্রা লয় নাই তাহাতে মহাজন রাজসমীপে আবেদন করিলে দুঃশীলকে রাজসমীপে নীত করণার্থ পদাতিক আগত হইল তদ্দৃষ্টে দুঃশীল বিবেচনা করিল যে সত্যসন্ধ সমীপে যাইয়া যদ্যপি সত্যসন্ধদ্বারা মুদ্রা লই নাই এমত দৃঢ় প্রত্যয় করাইতে পারি তবে আমি রাজসমীপে সুখ্যাত হইব মুদ্রাও দিতে হইবে না এই পরামর্শ স্থির করিয়া দুঃশীল সত্যসন্ধসমীপে গমন করত তাঁহাকে কহিল যে অহে সত্যসন্ধ তুমি অন্নাভাবে প্রায় উপবাসী থাক তোমাকে আমি পঞ্চকোটি মুদ্রা প্রদান করি তাহাতে সত্যসন্ধ কহিলেন পঞ্চকোটি টাকা আমাকে কি নিমিত্ত দিবে, দুঃশীল কহিল তুমি মান্য অথচ অর্থহীন কোন স্থানে যাচঞা করিতে পার না অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছ আমার বহু অর্থ থাকিতে তুমি ক্লেশ পাও ইহা উচিত নহে, কিন্তু সত্যসন্ধ কহিলেন ভাল যদ্যপি দীন দেখিয়া আমার প্রতি তোমার দয়া হইয়া থাকে তবে অধিক মুদ্রা প্রদানের কি প্রয়োজন, দুঃশীল কহিল তুমি চিরকাল সুখে থাক এই

আমার বাসনা হইতেছে তাহাতে সত্যসন্ধ উত্তর করি-লেন আমার কিছুই অসুখ নাই পরে দুঃশীল কহিল আমি অত্যন্ত আপদগ্রস্ত হইয়াছি কখন কোন ব্যক্তির এক মুদ্রাও লই নাই কিন্তু এক মহাজন দশ কোটি মুদ্রার দাওয়া করিতেছে অতএব মহাশয় যদ্যপি রাজসমীপে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলেন আমি মুদ্রা লই নাই তবে এই আপদ হইতে মুক্ত হই কিন্তু সত্যসন্ধ কোন রূপে তাহা স্বীকার করি-লেন না তাহাতে দুঃশীল তাঁহার প্রতি অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল তথাপি তিনি মৌন রহিলেন কিন্তু দুঃশী-লের দৌরাত্ম্য দেখিয়া প্রতিবাসিগণ তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল তাহাতে দুঃশীল প্রস্থান করিল। পরে উক্ত মহাজন শুনিলেন যে সত্যসন্ধকে মিথ্যা বলাইবার নিমিত্ত দুঃশীল অতি দৌরাত্ম্য করিয়াছিল তথাপি তিনি মিথ্যা কহিতে কোন রূপে স্বীকার করেন নাই ইহাতে ঐ মহাজন আহ্লাদিত হইলেন যেহেতু তাঁহার সাক্ষ্যলেখ্য কিছুই ছিল না শুদ্ধ সত্যসন্ধ সাক্ষ্যেরস্থান হইলেন। অন-ন্তর রাজসমীপে দুঃশীল নীত হইলে দুঃশীল কহিল আমি কাহার স্থানে ঋণগ্রহণ করি নাই যদ্যপি ঋণ লইতাম তবে তাহার সাক্ষ্যলেখ্য অবশ্য থাকিত এই কথায় রাজা মহাজনের সাক্ষ্যলেখ্য চাহিলেন তাহাতে মহাজন কহি-লেন যে মহারাজ আমার সাক্ষ্যলেখ্য কিছুই নাই বটে

কিন্তু দুঃশীল সত্যসন্ধ সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বহু মুদ্রা প্রদানে মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়াইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাতে সত্যসন্ধ মিথ্যাকথন স্বীকার না করিলে তাহার প্রতি অনেক দৌরাত্ম্য করিল তথাপি সত্যসন্ধ স্বীকার করেন নাই মহারাজ সত্যসন্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন পরে রাজা সত্যসন্ধকে জিজ্ঞাসা করিবাতে দুঃশীলের তাবদ্বৃত্তান্ত কহিল তাহাতে দুঃশীলের সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া মহাজনকে দেওয়াইলেন মহাজন আপনার অর্থ পাইয়া সত্যসন্ধকে অর্দ্ধ অর্থ প্রদান করিলেন তাহাতে সত্যসন্ধের দৈন্যাবস্থা বিনাশ পাইল এবং লোকে অত্যন্ত সুখ্যাতি ও মান এবং রাজপূজ্যতা হইল। দেখ সত্যহেতু সত্যসন্ধের অনায়াসে পরমসুখাদি প্রাপ্তি হইল অতএব সত্যকথাই উচিত যে তাহাতে কোন আপদ্ সম্ভাবনা হয় না।

অযথার্থ কথন।

সত্যের যে বিপরীত বাক্য তাহার নাম অযথার্থ কথন। ইহাকেই মিথ্যা বাক্য কহা যায়। কুসংসর্গ কুৎসিতাচরণ দ্বারা মিথ্যাকথনে মতি জন্মে মিথ্যাদ্বারা আত্ম ও পর সম্বন্ধীয় সকল কার্য্য বিনাশ পায় মিথ্যাবাদী সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সকল সমীপে অবিশ্বস্ত হয় অন্যান্য ব্যক্তির বিশ্বাসের কথা কি কহিব স্ত্রী পুত্র বন্ধু মিত্রদিগেরও বিশ্বাসপাত্র হইতে পারে না যদ্যপি স্ত্রী পুত্র

মিত্র প্রভৃতিও মিথ্যাবাদী হয় তথাপি তাহারা বিশ্বাস করে না, বরং অশ্রদ্ধা করে সমানধর্ম্মিক মনুষ্যদিগের প্রায় পরস্পর সংপ্রীতি থাকে ইহা দৃষ্ট হইতেছে যে সৎকর্ম্মিদিগের যেমন জ্ঞানবান প্রভৃতির সহিত সন্দর্শন হইবা মাত্রই অতিশয় প্রীতি জন্মে আর অসৎকর্ম্মি দিগের যেমন গাঞ্জা ভক্ষক আদির কদাচিৎ আলাপ ব্যতি রেকেও দর্শন মাত্রে পরস্পারের পরম মিত্রতা হয় তেমন মিথ্যাবাদির পরস্পর মিত্রতা কদাচ হয় না বরং শত্রুতা হইবার সম্ভাবনা। আর যেমন চার্ব্বাক মতাবলম্বিরা যথার্থ সর্ব্ব শাস্ত্রে কথিত ও অনুমান সিদ্ধ সকল লোক প্রসিদ্ধ পরমেশ্বর সত্ত্বেও ঈশ্বর নাই এই মিথ্যা বাক্যদ্বারা পরমেশ্বর বিলোপ করিতেছে তাহার ন্যায় মিথ্যাকথনে সকল যথার্থ কার্য্য বিলুপ্ত অর্থাৎ বিনষ্ট হয় অন্যান্য দস্যু প্রভৃতি পরের অনিষ্ট করিয়াও আপন ইষ্ট করে অর্থাৎ পরিবারের ভরণ পোষণ করে কিন্তু মিথ্যাবাদী শুদ্ধ আপনার মহদনিষ্ট করে যে হেতু মিথ্যাদ্বারা পরের অনিষ্ট জন্মিলেও তাহা ক্ষণ মাত্র অর্থাৎ মিথ্যা প্রকাশ হইলে অনিষ্ট জন্মিতে পারে না তবে যে আপাততঃ কিঞ্চিৎ ক্লেশদায়ক হয় ইহা শুদ্ধ মিথ্যার স্বাভাবিক ধর্ম্ম কেননা মিথ্যাপ্রবঞ্চনা চৌর্য্যাদি কুৎসিত সম্বন্ধে উত্তমকেও আপাততঃ কিঞ্চিন্মালিন করে ও ক্লেশ দেয়, যেমন শর্করায় বালুকামিশ্রিত হইলে শর্করা মলিন

হয় এবং আহারেও ক্লেশ জন্মে অনন্তর জলযোগাদিদ্বারা বহু আয়াসে শর্করা পূর্ব্বপ্রায় উত্তমতা পায়। এবং যেমন স্বর্ণ মুক্তা ও প্রবালাদি মধ্যে যদ্যপি কৃত্রিম হীরকাদি জড়িত হয় তবে কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে সেই হীরকাদির কৃত্রিমতা প্রকাশিত হইয়া তাহার হেয়তা হয় তাহারন্যায় কৃত্রিম বাক্য অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে প্রকাশ পাইয়া আপনাকে মলিন করে অর্থাৎ কোন ফল জন্মাইতে পারে না বরং মিথ্যাবাদির হানিকর হয়। আর যেমন কৃত্রিম জল সন্দর্শনে হরিণ প্রভৃতি অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইয়া সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক যথার্থ জলাভাবে প্রাণত্যাগ করে তাহারন্যায় মনুষ্য মিথ্যাদ্বারা সুখ জন্মাইবার আশা করিয়া সুখের লেশও পায় না অবশেষে মহাক্লেশ ও প্রাণত্যাগও হয়। দেখ যেমন সহস্র কলস পরিমিত দুগ্ধে যদ্যপি বিন্দুমাত্র গোমূত্র সংযোগ হয় তবে সেই সকল দুগ্ধ বিনাশ পায় তাহার ন্যায় কোটি২ সত্যকথা মধ্যে যদি একটি মিথ্যাকথনের যোগ হয় তবে সেই সকল যথার্থবাক্যকেও বিনষ্ট করে, অপর দৃষ্ট হইতেছে যে যদ্যপি কেহ কোন ব্যক্তির স্থানে লক্ষমুদ্রা ঋণ দিয়া থাকে আর ঋণী তাহার একমুদ্রা পরিশোধ করে তাহাতে উত্তমর্ণ অর্থাৎ মহাজন যদি বলেন যে আমি একমুদ্রাও পাই নাই আর বিচারকালীন যদ্যপি সেই পরিশোধিত মুদ্রা প্রকাশ পায় এবং অধমর্ণ

যদি বলে যে আমি সমস্ত মুদ্রা পরিশোধ করিয়াছি তবে উত্তমর্ণের এক মুদ্রাও পাই নাই এই মিথ্যাবাক্য যথার্থ একন্যূন লক্ষমুদ্রা প্রাপ্তির হানি করে এবং যদ্যপি ভ্রমবশত কোন কথার বৈপরীত্য জন্মে আর অপর সকল কথা সত্য কহে তথাপি তাহার সকল সত্যকথাতে কোন ব্যক্তির কদাচ বিশ্বাস জন্মেনা। কিন্তু মিথ্যা কহিয়া যদ্যপি স্বীকার করে যে আমি মিথ্যা কহিয়াছি তবে সেই মিথ্যাতে দোষ জন্মে না কারণ সেই মিথ্যা স্বীকার হেতুক সত্যরূপে প্রকাশ পায় দেখ যেমন আম্রাদি অপাক সময়ে স্বভাবতঃ শ্যামবর্ণ কিন্তু পরিপাক সময়ে পীতবর্ণ হয়, এবং স্বভাবতঃ শুক্লবর্ণ যে পারদ আর পীতবর্ণ যে গন্ধক এই উভয় মিলিত হইলে শুক্লতা ও পীতত্ব যাইয়া রক্তবর্ণ হয় তাহা শুদ্ধ কাল সহকারে কিম্বা দ্রব্যাদি সহকারে স্বাভাবিক রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রূপান্তর হয় তদ্রূপ মিথ্যায় স্বভাবত দোষ জন্মে বটে কিন্তু স্বীকার সহকারে সত্যরূপতা পায় মিথ্যা হইতে অনিষ্ট দায়ক আর নাই কারণ মিথ্যাদ্বারা মিত্র ব্যক্তিও শত্রু হয় এবং স্ত্রী পুত্র পরিবারে অশ্রদ্ধা করে এবং মান ও অর্থহানি হইয়া সকল সুখ বিনাশ পায় আর সকল সমীপে অনাদর, অপমান অবিশ্বাস জন্মে অতএব হে বালকগণ তোমরা মিথ্যাকথনে কদাচিৎ প্রবৃত্ত হইও না তাহাতে সর্ব্বদা আপদগ্রস্ত হইবে।

অযথার্থ কথনের উদাহরণ। কেনারাম নামা একব্যক্তি ছিল সে সর্ব্বদা আত্ম সুখার্থে রত ও পরানিষ্ট করণে প্রবৃত্ত থাকিত আর সর্ব্বদা মিথ্যা কহিত তাহার পৈতৃক ধন থাকিলেও মিথ্যাকথাহেতু তাহাকে কেহ বিশ্বাস করিত না সকলেই তাহাকে অনাদর করিত পৃথিবী মধ্যে কেহই তাহার বন্ধু ছিল না স্ত্রী পুত্র কন্যা তাহারাও অশ্রদ্ধা করিত আর সকল ব্যক্তিসহ শত্রুতা জন্মিল আর মিথ্যা কথা প্রযুক্ত রাজা দণ্ড করিয়া তাহার পৈতৃক যাবদীয় অর্থ লইলেন তাহাতে অত্যন্ত দরিদ্র হইল অবশেষে ভৃত্যকর্ম্ম স্বীকার করিল কিন্তু প্রভুরাও মিথ্যাহেতুক কেনারামকে কোনকার্য্যে বিশ্বাস করিত না অনন্তর তাহারাও তাহাকে পরিত্যাগ করিল তাহাতে কেনারাম অন্না ভাবে এক দস্যুসহ যোগ করিয়া শুদ্ধ দস্যুবৃত্তি দ্বারা দিন যাপন করিত কিন্তু তাহার মিথ্যাবাদিত্ব প্রযুক্ত দস্যুরাও বিশ্বাস করিত না। একদিবস দস্যুরা এক ধনির গৃহে দস্যু বৃত্তি করিয়া অনেক অর্থ পাইল কিন্তু কেনারাম তাহার কিঞ্চিৎ অর্থ গোপন করিয়াছিল তাহা প্রকাশ হওয়াতে ঐ দস্যুরা বিবেচনা করিল যে যদ্যপি কেনারামকে পরি ত্যাগ করি তবে প্রকাশ পাইলে আমারদিগের মহদনিষ্ট হইবে অতএব কেনারামকে বধকরাই উচিত এই চিন্তিয়া দস্যুরা এক পরামর্শী হইল এবং এক দিবস দস্যুবৃত্তি করণ ছলে কেনারামকে সঙ্গে লইয়া পথিমধ্যে উহার

মস্তক ছেদন করিল হায় দেখ মিথ্যাকথনে কেনারামের কিকি দুরবস্থা ও অপমানাদি না হইল অতএব কেহ কদাচ মিথ্যাকথনে প্রবৃত্ত হইবে না।

যথার্থ ও অযথার্থের ইতিহাস।

বিভু নামক সার্ব্বভৌম এক রাজা ছিলেন তাঁহার দুই পত্নী তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা বিদ্যা আর কনিষ্ঠা মায়া কিন্তু বিদ্যা অতি প্রাচীনা অতএব তাহাকে বিভু ভাল বাসিতেন না আর কনিষ্ঠা নব্যা এবং হাব ভাবাদিতে নিপুণা অতএব মায়া তাঁহার অতি প্রিয়তমা ছিল বিদ্যার মুক্তি নামে এক কন্যা আর মায়ার মনো নামক এক পুত্র জন্মিল সেই পুত্র অতি চঞ্চল এবং সর্ব্বত্র গামী, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নামে তাহার দুই ভার্য্যা ঐ মন যৎকালীন নিবৃত্তির সমীপে গমন করিতেন তখন স্থির হইতেন আর যখন প্রবৃত্তির নিকট যাইতেন সে সময়ে চঞ্চল থাকিতেন ঐ মন হইতে প্রবৃত্তির গর্ভে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, অহংকার জন্ম লইল অহঙ্কারাদি হইতে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চাতুর্য্য প্রভৃতি জন্মিল ঐ প্রবৃত্তি মনুষ্যদিগের নিকটে যাইয়া নানা উপায় দ্বারা তাঁহাদিগকে বশীভূত করিতেন এবং স্বীয় পুত্র অহংকারাদি বিভুর প্রতি দৌরাত্ম্য করিতেন কিন্তু রাজা বিভু তাহা গ্রাহ্য করিতেন না কারণ তাঁহার সুভগা ভার্য্যার পুত্র অতএব তাহাদিগের প্রতি অধিক স্নেহ ছিল এবং তাহারা প্রজাদিগকে বহুপীড়া দিত ও অপমান করিত

এবং সকলকে অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করাইত. মন তাহার কিছুই নিবারণ করিত না অতএব তাহারা সকল দেশ ব্যাপিয়া স্বীয়২ পরাক্রমে ক্রমে২ প্রজাদিগকে বহু ক্লেশ দিতে লাগিল।

ঐ মনের জ্যেষ্ঠাপত্নী যে নিবৃত্তি তাহার গর্ভে মন হইতে এক পুত্র জন্মিল তাহার নাম বিবেক যেমন নিবৃত্তি অতি সুশীলা সৎক্রিয়ান্বিতা সতত পরহিতে রতা শিষ্টা সকলের প্রতি সমান দয়া, বিবেকও তদ্রূপ ঐ বিবেকের পুত্র শম, দম প্রভৃতি তাহাদিগ হইতে সত্য শীলতা ভয় প্রভৃতি জন্মিল ইহারা সর্ব্বদা পরোপকার করিত ও পরমদয়ালু ছিল প্রজা পীড়নে অতিশয় কাতর হইত কিন্তু কিছুই করিতে পারিত না কেন না অহঙ্কারাদি কর্ত্তা যে মন তাহার অতিশয় প্রিয় হইয়াছিল।

মিথ্যা প্রবঞ্চনাদির কন্যা নির্দ্দয়তা দুঃশীলতা নির্লজ্জতা প্রভৃতি, ইহারা সর্ব্বদা চঞ্চলচিত্তা ও প্রজাপীড়নে রতা ছিল এবং নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া প্রজাদিগের প্রতি অতিশয় দৌরাত্ম্য করিত তাহাতে প্রজাগণ সর্ব্বদা ভীত থাকিত সুতরাং তাহাদিগের মতে কার্য্যাচরণ করিতে হইত.।

সত্য প্রভৃতির কন্যা দয়া শান্তি ক্ষমা লজ্জা ইত্যাদি তাঁহাদিগের সৎস্বভাব ও কোমলতা এবং দয়ালুতা ছিল তাঁহারা মনুষ্য দিগকে সৎপথে লইয়া যাইতেন তাঁহা

দিগের নিকটে যে জন থাকিত তাহার উত্তম স্বভাব ও চিত্তের নৈর্ম্মল্য জন্মিত। যেমন বায়ু ও জলাদি স্বভাবতঃ সুগন্ধ নহে কিন্তু পুষ্পাদি সহযোগে উত্তম গন্ধ যুক্ত হয়, তাহারন্যায় উত্তম সহ সম্বন্ধ হইলে উত্তম গুণ পাওয়া যায় অতএব দয়াদি সহ সংসর্গ হইলে হৃদয় সরোবরস্থ চিত্তরূপ কমল প্রফুল্ল হইত কিন্তু কদর্য্য ব্যক্তিদিগের চিত্তকমলের প্রতি তাঁহারা শীতকিরণ ছিলেন অর্থাৎ কুৎসিত ব্যক্তির দয়াদির প্রতি অনাদর করিত আর একবার যাহার প্রতি দয়াদির কৃপা হইত তাহাদিগের প্রতি সেই কৃপা কদাচ প্রচলিত হইত না। অতএব সত্যাদিসহ সঙ্গ ও প্রণয় করাই উচিত যে তাহাতে স্বচ্ছন্দ হইবে।

মনের এই উভয় পক্ষীয় সন্ততি দ্বারা সকল জগৎ ব্যাপ্ত হইল কিন্তু অহঙ্কারাদি প্রবলতর প্রতাপ হইয়া অত্যন্ত শাসন দ্বারা সকল প্রজাকেই প্রায় ভয় দর্শাইয়া বশীভূত করিত। যদ্যপি কোন প্রজা সত্যাদি প্রসঙ্গ করিত তবে আপনারা স্বয়ং যাইয়া তাহাকে দণ্ড দিত তাহাদিগের প্রতাপে সকলেই প্রতপ্ত হইল তথাপি উত্তম মনুষ্য সকলেই সত্যাদিকে অহঙ্কারাদির অসমক্ষে প্রশংসা ও তাহাদিগের গুণোৎকীর্ত্তন করিত ইহা অহঙ্কারাদি প্রায় শুনিতে পাইত অতএব সকল ব্যক্তি

দিগকে প্রায় তাড়না করিত এবং সত্যাদিকে অতিশয় পীড়াদিত তাহাতে সত্যাদি কাতর হইয়া বিবেক নিকটে সকল বৃত্তান্ত জানাইতেন তজ্জন্য বিবেক তৎকালীন কাতর হইতেন॥ কিন্তু সমীপবর্ত্তি স্বীয় পুত্র ধৈর্য্য ও পুত্রী শান্তী, ক্ষান্তি সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বিবেককে হিত জনক বাক্য দ্বারা স্থির চিত্ত করিতেন।

যথা শান্তি প্রভৃতির উক্তি। মহাশয় স্থির হউন কিঞ্চিৎ কাল স্থির হইলে ঐ অহংকারাদির দুরবস্থা দেখিতে পাইবেন কারণ আমি শ্রবণ করিয়াছি যে মন অহংকারাদিকে রাজ্য দিয়াছেন অতএব তাহারা এক্ষণে রাজ্য পাইয়া সম্রাট হইয়াছে অথচ প্রবল তাহাদিগের সহিত যদ্যপি যুদ্ধার্থ উদ্‌যোগী হয়েন তবে পরাজয় হইবেন কেন না এক্ষণে আপনি দুর্ব্বল এবং আপনার সৈন্যের অল্পতা তাহারা প্রবল এবং তাহাদিগের সৈন্যের আধিক্য আছে এসময়ে তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে কদাচ সমর্থ হইবেন না কিন্তু আমরা অনেক বিজ্ঞ হইতে শুনিয়াছি উচ্চ পথে গমন করিলে পতিত হইয়া ক্লেশ পাইতে হয় দেখুন শূকর প্রভৃতি যদ্যপি কোন কৌশলে অত্যুচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করে তবে সে কি সে স্থান হইতে নিম্নে গমন সময়ে পতিত হয় না, আর স্বভাবত খল ও অহং অভিমানী ব্যক্তি, সকলেরই শত্রু হয় অতএব অতি ত্বরায় তাহাদিগের সহিত সকল প্রজাদিগের শত্রুতা

হইবে তাহা হইলে অনায়াসে আপনি রাজ্যেশ্বর হইবেন এবং ইহাও শ্রুত আছি প্রজাপ্রতি দৌরাত্ম্যকারী ও অবিচারক রাজার রাজত্ব অতি শীঘ্র নাশপায় যেমন পৃথিবীকে লোকেরা দগ্ধ ও পদাঘাত প্রভৃতি করিতেছে তথাপি পৃথিবী তাহা সহ্য করেন তাহার ন্যায় স্থির হইলে মঙ্গল দর্শে অতএব স্থির হউন ত্বরায় রাজা হইবেন আরো এক সৎপরামর্শ এই যে বৃদ্ধ রাজা মনের নিকটে চলুন আমরা যাইয়া সকল বৃত্তান্ত জানাই এবং তাঁহাকে প্রবোধ প্রদান করি যাহাতে এই রাজ্যের উত্তমতা হয় নতুবা অহংকারাদিকে যদ্যপি জয় করিয়া রাজ্য লইতে পারেন তথাপি পুনর্ব্বার মনো রাজা রাজ্য লইলে আপনার আশয় বৃথা হইবে এবং যদ্যপি মন রাজাকে লওয়াইলে তিনি আমাদিগের কথা গ্রাহ্য নাই করেন তবে অতিবৃদ্ধ রাজা বিভুকে তাবত বৃত্তান্ত জানাইলে অবশ্য ইহার উপায় হইবে ইত্যাদি বিবেচনা পূর্ব্বক নির্দ্ধার্য্য হইল মন শান্তিকে কিঞ্চিৎ ভাল বাসেন অতএব মনের নিকটে শান্তি যাইয়া তাঁহাকে পরামর্শ দিবেন নতুবা সকলে মিলিত হইয়া গমন করিলে গোলযোগ হইবে বিশেষত কার্য্যের হানি হইবার সম্ভাবনা। শান্তি মনের নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন মন প্রবৃত্তির নিকটে আছেন কিন্তু অতিশয় চঞ্চল. মন শান্তিকে দেখিয়া আহ্বান করিলেন শান্তি মনকে

নমস্কার পূর্ব্বক সম্মান করিয়া মনের খট্টার উপরি উপবেশন পূর্ব্বক প্রবৃত্তিকে লক্ষ্য করিয়া মনকে পিতামহ সম্বোধনে ব্যঙ্গকরিতে লাগিলেন তাহাতে প্রবৃত্তি উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলে পরে শান্তি অহঙ্কারাদির যে দৌরাত্ম্য ও প্রজাদিগের যে ক্লেশ তাহা জানাইলে মন কহিলেন শুন শান্তি বিষয় চিন্তনে আমি অস্থির আর চিন্তা করিতে পারি না অতএব তাহারা রাজ্য শাসন করুক আমার ইচ্ছা তোমাদিগকে লইয়া সর্ব্বদা স্বচ্ছন্দে থাকি কিন্তু তাহারা অকৃতি তাহাদিগের ভরণ পোষণার্থ আমাকে চেষ্টা করিতে হয় তাহাতে আমি বহু ক্লেশ পাই দেখ এতকাল পর্য্যন্ত আমি তাহাদিগের নিমিত্ত ব্যস্ত ছিলাম এবং বিদেশ ভ্রমণ পূর্ব্বক উপার্জ্জন করণার্থ চিন্তাকরিতে ছিলাম কিন্তু তোমাকে দেখিয়া আমার কিঞ্চিৎ স্বচ্ছন্দ হইল। অনন্তর শান্তি মনকে কহিলেন যে শুন পিতামহ তোমার সে সকল কুসন্তান দিগের নিমিত্ত কেন মমতা হয় তাহা পরিত্যাগ কর দেখ তাহাদিগের ভরণ পোষণার্থ তোমাকে কত ক্লেশ পাইতে হইতেছে, এবং কতং নদী পর্ব্বত লঙ্ঘন পূর্ব্বক কণ্টকাবৃত পথ দিয়া কুৎসিত দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতেছেন এবং তোমা হইতে যে সকল কুৎসিত ব্যক্তি তোমার লক্ষ্য নহে তাহাদিগের ও উপাসনা করিতে

প্রবৃত্তি হইতেছে এক্ষণে তোমার প্রাচীনাবস্থা অতএব তুমি স্বচ্ছন্দে সংবর্গে সকল রাজ্য শাসন কর আর পরাৎপর পরমেশ্বরকে চিন্তা কর ইত্যাদি কথা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হওত মন শান্তিকে কহিলেন তুমি যাহা কহিলে উচাই আমার কর্ত্তব্য এই কথা মন স্বীকার করিলে শান্তি স্বীয় গৃহে গমন করিলেন অনন্তর মন শান্তির পরামর্শানুসারে যে সকল প্রজাদিগের দুর্নীতি হইয়াছিল তাহা নিবারণ করিতে লাগিলেন তাহাতে অহংকারাদি প্রবৃত্তির নিকটে যাইয়া সকল বৃত্তান্ত কহিলে প্রবৃত্তি কহিলেন যে ভাল আমি নিশিযোগে নির্জ্জনে মহারাজকে সকল বলিব ইহা স্বীকার করিয়া অহংকারাদিকে বিদায় করিলেন।

অনন্তর নিশাসময়ে প্রবৃত্তি মনের নিকটে যাইল কিন্তু অভিমানে রহিল তন্নিমিত্ত মন ব্যস্ত হইয়া স্বীয় রমণীকে বিনয়বাক্য সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলে প্রবৃত্তি মনকে কহিতে লাগিল মহারাজ তোমার প্রাচীনাবস্থা এসময়ে তুমি স্বচ্ছন্দ থাক বিষয়ের ভার অহংকারাদিকে দিয়াছ সেই রূপই থাকুক তোমার অনেক পরিবার ইহাদিগের ভরণপোষণার্থে অন্য উপায় দেখ পিতৃমাতৃ সত্ত্বে যে সন্তানদিগের সুখ ও সুখের উপায় না হইল তাহাদের জীবনে কি প্রয়োজন, অতএব যে কোন উপায়ে পরিবারকে ভরণ পোষণপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে রাখা কর্ত্তব্য তুমি রাজা তথাপি

তোমার পুত্র পৌত্রাদি যে দুঃখ পায় তাহা বলা যায় না দেখ অতিদীন হীন জনগণ নানা উপায়দ্বারা আপনারা শারীরিক বহুতর ক্লেশ পাইয়াও স্ত্রী পুত্র পরিবারকে স্বচ্ছন্দে রাখিতেছে কিন্তু তুমি সন্তানাদির প্রতি প্রতিকূল ইহা বড় আশ্চর্য্য ইত্যাদি নানাবাক্যদ্বারা মন শান্তির উপদেশ বিস্মৃত হইয়া পূর্ব্বপ্রায় সতত চঞ্চল নাটোপাসনা করিতে লাগিলেন তাহাতে অহংকারাদির পূর্ব্ব হইতেও অধিক প্রতাপ হইল অহংকার এক দিবস মনের নিকটে যাইয়া মনকে কহিতে লাগিলেন।

মনের প্রতি অহংকারের উপদেশ। অহংকার মনকে কহিলেন মহারাজ সকলকাল সমান নহে এবং উপার্জ্জন সর্ব্বদা সমান হয় না মনুষ্যের শক্তি চিরকাল তুল্য থাকে না অতএব যাহাতে অধিক বিষয় ও অধিক অর্থ হয় তাহা করহ। আর শুনিলাম আমাদিগের যেরূপ প্রতাপ ইহাতে এই পৃথিবীমণ্ডলস্থ যাবতীয় জন বশীভূত আছে অতএব এমত একাতপত্র রাজত্ব কখন হইবে না অতএব তোমার নিকট এক প্রার্থনা করি পরমেশ্বর এক্ষণে নিদ্রিত আছেন অর্থাৎ এক্ষণে পরমেশ্বরকে কেহ চিন্তা করে না তুমি সেই পরমেশ্বরের নিদ্রাভঙ্গ কদাচ করিও না। অর্থাৎ তাহাকে কখন তুমি চিন্তা করিও না পরমেশ্বরের নিদ্রাভঙ্গ হইলে আমরা কেহ জীবনাবস্থায় থাকিব না অর্থাৎ পরমেশ্বরকে চিন্তা করিলে অহংকারাদি বিলোপ

হইবে অতএব তুমি সর্ব্বদা বিষয় চিন্তা করহ যে তদ্দ্বারা অনায়াসে সুখ প্রাপ্ত হইবে ইত্যাদি নানাউপদেশে মন পুনর্ব্বার অহংকারাদি প্রতিপালনার্থ যত্নযুক্ত হইলেন তাহাতে মন সর্ব্বদা কুচিন্তা কুদেশ ভ্রমণ করণজন্য সর্ব্বদা অত্যন্ত দুঃখ পাইতে লাগিলেন পরে অহংকারাদি দ্বারা সকল রাজ্য বিনষ্ট প্রায় দর্শনে বিবেকাদি কাতর হইয়া পুনর্ব্বার শান্তিকে মনের নিকটে প্রেরণ করিয়া তাঁহারা পশ্চাৎ২ গমন করিলেন। অনন্তর শান্তি মনকে কহিতে লাগিলেন পিতামহ তুমি অতি প্রাচীন হইয়াছ তোমার পুত্র পৌত্র অতি উপায়ক্ষম হইয়াছে তথাপি এখনও এত ক্লেশ পাইতেছ ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে ইত্যাদি কথোপকথন কালীন প্রবৃত্তি আসিয়া শান্তিকে মনের খট্টারউপরি দেখিলেন এবং সেই হিংসায় প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন মন প্রিয়তমা মরণজন্য শোকে অত্যন্ত আর্ত্ত হইলেন অতএব শান্তি তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন, পিতামহ তোমার প্রাচীনাবস্থা হইয়াছে এবং তোমার অপর এক পত্নীরও বহুসন্তান আছে তথাপি তুমি পত্নী বিয়োগে প্রাণ বিয়োগ করণে উদ্যত হইয়াছ ইহা উচিত নহে আর লোকেও তোমাকে উপহাস করিবে অতএব তোমার নিবৃত্তিনামে পত্নী আছেন তাঁহাকে লইয়া আলাপাদি করহ তাহাতে ভার্য্যা শোক নিবারণ হইবে তুমি একে অহংকারাদির জন্য এত ক্লেশ পাইতেছ

আবার পত্নীর নিমিত্ত শোক করিলে অত্যন্ত পীড়া পাইবে অতএব তুমি তাঁহাকে মনে করিও না সেচিন্তা দূরকর তবে সুখী হইবে ইত্যাদিরূপে শান্তি মনকে উপদেশ দিতেছেন এমত সময়ে সেই স্থানে নিবৃত্তি সমাগতা হইলেন মন নিবৃত্তিকে দেখিয়া কিঞ্চিৎকাল কলংশোক নিবারণ করিলেন অনন্তর শান্তি মনকে বলিলেন পিতামহ তোমার বৃদ্ধ মাতাপিতা আছেন সতত তাঁহাদিগকে সেবা করহ এবং বিবেক প্রভৃতি উত্তমং পুত্র পৌত্রাদি আছেন তাঁহাদিগের প্রতি স্নেহ রাখ তাঁহারাও তোমার সেবা করিবেন তাহাতে পরমসুখ মিলিবে বিশেষত তোমার পিতা বিভু সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বত্র সকলের পূজ্য তাঁহার প্রতি তুমি ভক্তি করিলে তাঁহার তুল্য মান্য হইবে আর তাঁহার গোপনীয় ধন পাইবে শান্তির এইরূপ উপদেশে মন স্বীয় জনক জননীর সেবা এবং বিবেকাদির প্রতি স্নেহ করিতে লাগিলেন অহংকারাদি তদ্দর্শনে অত্যন্ত হিংসা প্রযুক্ত স্থানান্তরে যাইলেন, বিবেকপ্রভৃতি অতি মান্যরূপে সকল প্রজার প্রিয় হইলেন স্বচ্ছন্দে রাজ্য প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিলেন প্রজাগন পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল ইহা দেখিয়া বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়া স্বীয় জনক জননীর উপাসনা করিতে রত হইলেন কিন্তু মনের বিমাতা মায়া বিবেকাদির প্রাবল্য দেখিয়া হিংসাহেতুক কহিলেন পুত্র তুমি বিবেকাদিকে স্নেহ করিতেছ কিন্তু শান্তির গর্ব্বে

দুই কন্যা জন্মিবে তাহারা তোমাকে এবং তোমার পুত্র পৌত্রাদি সকলকে বিনাশ করিবে এই কথা শুনিয়া মন স্বীয় গৃহে অত্যন্ত চিন্তান্বিত রহিলেন, তাহাতে শান্তি মনকে জিজ্ঞাসিলেন পিতামহ কিনিমিত্ত চিন্তান্বিত হইয়াছ তোমার চিন্তার বিষয় কি আছে তাহাতে মন শান্তির গর্ব্ভজাতা কন্যা হইতে কুলক্ষয়ের বৃত্তান্ত কহিলেন এবং মনে বিবেচনা করিলেন পদাঘাতে শান্তির গর্ব্ভ বিনষ্ট করিবেন তাহা হইলে আর কুলক্ষয় হইবে না এই ভাবিয়া মন পদাঘাত করিতে উদ্যত হইলে শান্তি মনকে কহিলেন পিতামহ আমার গর্ব্ভের বিবরণ শ্রবণ করহ॥

এই গর্ব্ভে দুই কন্যা জন্মিয়াছে তাহাদিগের নাম বিদ্যা ও মুক্তি, তাহারা এই জগতস্থ যাবদীয় মনুষ্যকে পরমসুখে রাখিবে কেবল কুকার্মিদিগকে বিনষ্টকরিবে কিন্তু তোমার যেপর্য্যন্ত বিবেকাদির প্রতি স্নেহ থাকিবে সেই পর্য্যন্ত আমার গর্ব্ভজাত কন্যাদ্বয় ভূমিষ্ঠ হইবে না স্নেহের খর্ব্বতা হইলেই ইহারা ভূমিষ্ঠ হইবে এবং বিবেকাদি সকলকে বিনাশ করিবে অতএব তুমি সর্ব্বদা বিবেকাদির প্রতি স্নেহ ও মমতা কর তাহাতে কোন চিন্তা নাই আর সত্যের কদাচ মৃত্যু হইবে না কেবল অসত্যাদি বিনাশ পাইবে অতএব তুমি সত্যের প্রতি বিশেষ স্নেহ কর তাহাতে পরম সুখীহইবে শান্তির এইকথা শ্রবণ করিয়া মন সত্যকে অধিক

আদর করিতে লাগিলেন তাহাতে সত্য অতি প্রবল হইলেন,সকল প্রজা সত্যকে আশ্রয় করিয়া সুখে কাল যাপন করিতে লাগিল এবং বিভু সত্যের প্রতি মনের স্নেহ সন্দর্শনে মনকে অত্যন্ত আদর করিতে লাগিলেন ॥

মন কিছুকাল এইরূপ আচরণ করিবায়, ক্রমেং বিবেকাদির প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ হইল, শুদ্ধ সত্যকে লইয়া সর্ব্বদা আদর করিতে লাগিলেন এবং শান্তির গর্ব্ভ হইতে বিদ্যা ও মুক্তি দুই কন্যা জন্মিলেন তাঁহারা বিবেকাদিকে বিনাশ করিলেন এবং সত্যকে রাজত্ব দিলেন পরে মন স্বচ্ছন্দে বিভু সমীপে পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন ॥

প্রতিশ্রুত প্রতিপালন।

প্রতিশ্রুত রক্ষাকরা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাতে মান্যতা ও সুখ জন্মে প্রতিশ্রুত রক্ষা না করিলে উপহাস প্রাপ্তি ও অমান্যতা ও তুচ্ছতা হয় এবং কেহ কথায় বিশ্বাস করে না যেমন ভ্রম বিষয়ে একাংশে সত্য এবং একাংশে মিথ্যা জ্ঞান হয় তাহার ন্যায় প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের অপ্রতিপালনে একাংশে মিথ্যা ও একাংশে সত্য প্রকাশ পায়। যথা কুকুরে শৃগাল ভ্রম হইলে এই শৃগাল এমত ব্যবহার হয় তাহাতে এই শব্দে সম্মুখস্থিত বস্তুকে বুঝায় তাহা সত্য কহিতে হইবে আর অগ্রস্থিত কুকুরে যে শৃগাল বোধ হয় সেই অংশ কে মিথ্যা কহা যায় কেন না সে শৃগাল

নহে। প্রতিজ্ঞা পক্ষে আমি এই কর্ম্ম করিব ইহা স্বীকার করিলে সেই কর্ম্ম বিষয়ে যে মানস ইচ্ছা সত্য তাহার করণ অংশ মিথ্যা। যেমত কৃত্রিম ও অকৃত্রিম বস্তু একত্র থাকিলে যদ্যপি কৃত্রিমের বোধ জন্মে তবে অকৃত্রিম ও কৃত্রিম বোধে পরিত্যক্ত হয় তাহার ন্যায় প্রতিশ্রুতের অপ্রতিপালনে একাংশের মিথ্যাত্ব হেতু অপরাংশেরো মিথ্যাত্ব বোধ হয়। যদ্রূপ মৃগাদিকে লক্ষ্য করিলে যদ্যপি সেই মৃগাদি পলায়ন করে তবে সেই লক্ষ্য কর্ত্তা ক্ষোভ এবং উপহাস পায় তদ্রূপ প্রতিশ্রুতের অকরণে দুঃখ ও তুচ্ছতা প্রাপ্তি হয়। প্রতিশ্রুতের অপ্রতিপালন যদ্যপি ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন কারণ বশতঃ হয় তথাপি নিন্দা জন্মে ইহাও সর্ব্বদা ব্যবহার হইতেছে যদ্যপি কেহ স্বীকার করে যে সেতু দিবে তাহাতে কোন ব্যাঘাতাদি প্রযুক্ত সেইসেতু না হইলে লোকে তাহাকে কিরূপ উপহাস ও হেয়জ্ঞান করে তাহা বাক্যে বলা যায় না। অতএব শাস্ত্রে বর্ণিত আছে পিতা যদি কোন সৎকার্য্য করণে প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রাণত্যাগ করেন অথবা অসমর্থ হয়েন তবে পুত্রাদি সেই সৎকার্য্য করিবেন যদ্যপি না করেন তবে তাহারা দোষ ভাগী হইবেন। কিন্তু ভাবি কর্ম্ম বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করা অকর্ত্তব্য কেন না ভাবি কর্ম্মে অনেক বিঘ্ন হইতে পারে দীপ জ্বলিত হইলে এবং নদীর সমীপস্থিত পথ নদীর জলদ্বারা ধৌত হইলে যেমন শোভা ও উজ্জ্বলতা পায়

তাহার ন্যায় প্রতিশ্রুত প্রতিপালন হেতু মনুষ্য শোভা ও উত্তমতাকে পায়। যেমন প্রবলতর প্রতাপান্বিত বিজ্ঞ সদ্বিবেচক নৃপতি নিকটে প্রজা সকল সর্ব্বদা বাস করিতে প্রার্থনা করে তদ্রূপ প্রতিশ্রুত প্রতিপালক ব্যক্তি সমীপে সর্ব্বদা সকল লোক বাসকরণে বাঞ্ছিত হয় এবং তাঁহার সুখ্যাতি জগৎ ব্যাপ্ত হয় আর সতত সুখ ও স্বচ্ছন্দতা জন্মে ও সকল লোকেই তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করে। আর যেমন অতি প্রবলতর সর্পকুল নকুলসন্দর্শনে ভয়ে মস্তক নিম্ন করিয়া থাকে তদ্রূপ প্রতিশ্রুত প্রতিপালনকারিকে দর্শন করিয়া প্রতিশ্রুতাপ্রতিপালক অধোমুখে বাস করে। এবং সমল জল যেমন প্রস্তর বিশেষ সংযোগে নির্ম্মল হয় সেই প্রকার প্রতিশ্রুত প্রতিপালন যোগে মন নির্ম্মলতা পায় অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইলে সৌভাগ্য পাওয়া যায় অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বযত্নে প্রতিশ্রুত প্রতিপালন অবশ্য কর্ত্তব্য।

ইহার উদাহরণ। সিরিয়ারাজ্যে গঙ্গাধর ও শ্রীধরনামক দুই ভ্রাতা ছিলেন তন্মধ্যে গঙ্গাধর কায়িক আয়াস ও অর্থাদি দ্বারা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেন কিন্তু শ্রীধর বিবেচনা করিলেন যে তাঁহা হইতে সর্ব্বধন ক্ষয়ের সম্ভাবনা অতএব তাঁহাকে নিষেধ করিলেন তিনি এইরূপ আচরণ কদাচ না করেন আর যদি না শুনেন তবে পৃথক হইবেন কিন্তু গঙ্গাধর সেকথা গ্রাহ্য করিলেন না সেইরূপই আচরণ করিতে লাগিলেন তাহাতে গঙ্গা-

ধরের অনেক অর্থ নষ্ট হইয়া গেল তথাপি তিনি প্রতিশ্রুত প্রতিপালনে বিরত হইলেন না তাহাতে তাঁহাদিগের উভয় ভ্রাতারই সুখ্যাতি জন্মিল কিন্তু শ্রীধর অর্থ বিনাশ দেখিয়া গঙ্গাধর সহ পৃথক হইলেন এবং সকল অর্থ ও বিষয় বিভাগ করিয়া লইলেন এবং গঙ্গাধর প্রতিশ্রুত প্রতিপালনে যাহা ব্যয় করিয়া ছিলেন তাহা শ্রীধর বাদ দিলেন কিন্তু গঙ্গাধরে তন্নিমিত্ত কিছুই বাক্য প্রয়োগ করিলেন না কেবল পার্থক্য জন্য ক্ষোভ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পৃথক হইয়া গঙ্গাধর বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন তাহাতে অধিক লভ্য হইল অতএব গঙ্গাধর পরমসুখে সর্ব্বপ্রিয় হইয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন কিন্তু শ্রীধর যে সকল প্রতিজ্ঞা করিতেন তাহা ভঙ্গ হইত তজ্জন্য ব্যবসায়িগণ ও অন্যান্য সকলে শ্রীধরকে অবিশ্বাস ও অমান্য করিত সুতরাং শ্রীধরের কিছু আয় হইল না কেবল নানাপ্রকারে অর্থ বিনষ্ট হইল তাহাতে শ্রীধর উপহাস ও ক্লেশ প্রাপ্ত হইলেন॥

ইন্দ্রিয় দমন।

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ভেদে ইন্দ্রিয় একাদশ প্রকার হয় তাহার মধ্যে কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ প্রকার যথা, হস্ত, পদ, বাক্, পায়ু, ও উপস্থ, অপর জ্ঞানেন্দ্রিয় ছয় প্রকার যথা, চক্ষুঃ কর্ণ, নাসিকা, রসনা, ত্বক, এবং মন, এই সকল ইন্দ্রিয়েরা পরস্পর পরস্পরের উপকারী হয়, অর্থাৎ ...

কণ্টক প্রবিষ্ট হইলে চক্ষের দৃষ্টি সহকারে হস্ত সেই কণ্টককে নির্গত করে, এই রূপে সকল ইন্দ্রিয়ই পরস্পর সহকারিতা করিয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়গণ জীবের জীবন রক্ষার প্রতি প্রধান কারণ হইয়াছে কেন না কোনস্থলে গমন করিতে হইলে নয়ন ও চরণদ্বয়ের সাহায্য আবশ্যক করে অনন্তর বাক্য প্রয়োগ যাহাতে পৃথিবীর তাবৎ কার্য্য নির্ব্বাহ্য হইতেছে বাকেন্দ্রিয়ের সাহায্য বিনা তাহা কদাচ সিদ্ধ হইতে পারে না এবং শ্রবণেন্দ্রিয় না থাকিলে শ্রবণের কোন কার্য্য হইতে পারিত না এইরূপ নাসিকা না থাকিলে নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ ব্যতীত জীবনাশা থাকিত না অপর জিহ্বা যাহাতে তাবৎ খাদ্য সামগ্রীর আস্বাদ গ্রহণ করা যায় তাহা না থাকিলে আহার ব্যতিরেকে জীবন রক্ষা হওয়া ভার হইত এবং হস্ত প্রয়োজনীয় তাবদ্বস্তু আহরণ করিয়া বদন মধ্যে প্রদান করে তৎপরে তাহা গলাধঃকরণ হইয়া ম্যে কিয়ৎকাল বিলম্বে তাহার সারভাগ শরীরস্থ শিরা দ্বারা সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হয় অনন্তর অবশিষ্ট অপকৃষ্টাংশ মলদ্বার ও প্রস্রাব দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া থাকে এবং ত্বক্ অর্থাৎ চর্ম্ম এই ইন্দ্রিয় অন্ধকার ও নিদ্রিত সময়ে সর্ব্বকালেই স্পর্শ গুণ দ্বারা অস্ত্র শস্ত্র সর্পাদি হইতে রক্ষা করে এতদ্ভিন্ন শীতোষ্ণ বায়ু গ্রহণ দ্বারা নিয়তই জীবকে রক্ষা করিয়া থাকে অপর অন্তরিন্দ্রিয় মন যাহাকে পণ্ডিতেরা

সকল ইন্দ্রিয়ের প্রধান বলিয়া থাকেন তাহা ব্যতীত পৃথিবীর কোন কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না মন শরীরের মধ্যে থাকিয়া বিবেচনাশক্তিদ্বারা উক্ত ইন্দ্রিয় সকলের অধ্যক্ষরূপে তাবৎকার্য্য সমাধা করে ইহাদিগকে দমন করা কর্ত্তব্য যেহেতু ইন্দ্রিয় সকলকে জয়করিতে পারিলেই জীব সুখী হয় কিন্তু যদ্যপি তাহারা স্ব২ বিষয়ে নিযুক্ত হইতে পারে তবে জীবকে অনায়াসে অবসাদ সমুদ্রে মগ্ন করিয়া ফেলে কেন না যদি একটী ইন্দ্রিয় প্রবল হয় তবে আর রক্ষা থাকে না আর একাদশ ইন্দ্রিয় সমকালে প্রবল হইলে মনুষ্যের যে কপর্দ্দক ভাল নষ্ট হয় তাহা বলা যায় না দেখ মৃগগণ শুদ্ধ এক শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রাবল্য হেতুক মধুর বীণাবাদ্য শ্রবণ করিয়া মত্ত হইয়া অতি সহজে ব্যাধের বধ্য হইতেছে এবং হস্তিগণ ত্বগিন্দ্রিয়প্রসক্ত হেতুক প্রাণ হারাইতেছে এবং পতঙ্গপালন নয়নেন্দ্রিয় প্রাবল্য প্রসক্ত অগ্নি মধ্যে প্রাণত্যাগ করিতেছে এবং মৎস্য গণ শুদ্ধ রসনেন্দ্রিয়ের প্রবলতায় প্রাণ খোয়াইতেছে অতএব সমুদয় ইন্দ্রিয় প্রবল হইলে যে প্রমাদ ঘটিবে তাহার বিচিত্র কি।

উদাহরণ। উগ্রপ্রতাপনামে এক নৃপতি ছিলেন তিনি প্রবল প্রতাপ দ্বারা পৃথ্বীমণ্ডল মণ্ডিত তাবৎ পৃথ্বী পালদিগের পত্তাপরূপ মহাবেদির উপরিভাগে সিংহাসনস্থাপন করিয়া সসাগরা পৃথ্বীর সম্রাট হইলেন ফলতঃ উগ্রপ্রতাপ নৃপতি

[illegible]বাসীর [illegible] ভূপাল রাজ্য করিতেন কিন্তু এক ব্যক্তিও এমত ক্ষমতাবান ছিলেন না বিপক্ষ হইয়া উক্ত মহারাজকে জয় করিতে পারিতেন অতএব সকল রাজাই ভয়প্রযুক্ত মহাপ্রভাপান্বিত উগ্রপ্রতাপ রাজেশ্বরকে ঈশ্বর তুল্য জ্ঞান করিয়া কর দিতেন তাহাতে তিনি একেশ্বররূপে রাজ্য করিতেন কিছু কাল গেলে স্বয়ং রাজ্য শাসনবিষয়ে অবসর হইলেন এবং প্রধান মন্ত্রির প্রতি ভারভারার্পণ করিয়া ইন্দ্রিয় সুখভোগ করিতে লাগিলেন তন্নিমিত্ত প্রজাগণের দুঃখ হইল তাহাতে রাজার প্রতি প্রজাগণের যেপর্য্যন্ত বৈরক্তি হইবার সম্ভাবনা তাহাই ঘটিল রাজার এইরূপ অত্যাচারে প্রজা সকল প্রত্যহ দীর্ঘ স্বরে পরমেশ্বর স্থানে আবেদন আরম্ভ করিলেন, হে জগদীশ্বরঃ আমারদিগের সিংহাসনধারী অত্যাচারী শাসনকারীকে সত্বর বিনাশ করুন তাঁহার উৎপাতে আমরা উৎপাত হইতেছি পক্ষান্তরে দিন দিন দীন প্রজারা পণ্ডিত ও মন্ত্রিকে দুঃখ জানাইতে লাগিল তাহাতে এক সময়ে সভাসদ পণ্ডিত সহকারে মন্ত্রিবর সম্রাটসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে মহীপাল, আমরা মহারাজের নিকট কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে আসিয়াছি যদ্যপি অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হই, তবে নিবেদন করিতে পারি, তাহাতে রাজা সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন হে মন্ত্রি অদ্য পণ্ডিত মণ্ডিত হইয়া কিনিমিত্ত আহ্বান ব্যতীত আসিয়াছ তাহা বল, এই অনু-

জ্ঞাতে কৃতাঞ্জলি হইয়া মন্ত্রী কহিলেন. হে ভূপাল কুল-চূড়ামণি, পরমেশ্বর আপনাকে পৃথিবী রক্ষার্জন্য রাজ্যাধ্যক্ষ করিয়াছেন রাজা সকল প্রজাদিগের পিতাস্বরূপ হয়েন রাজনীতি শাস্ত্রেতে পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন রাজারা প্রজাগণকে আত্মসন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিবেন কিন্তু আপনি তাহার বিপরীত করিতেছেন অতএব কহিতেছি যাহাতে দেশবাসি লোক সকল নৃপতির কল্যাণার্থ আশীর্ব্বাদ করেন আমারদিগের অভিলাষ হয়. মহারাজ সেইরূপ চলেন, রাজমন্ত্রী এবং সভাসদ পণ্ডিতেরা মহারাজকে এইসকল প্র[illegible]র বিবিধ [illegible] জানাইলেন পশ্চাৎ রাজাজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহারা স্ব২ স্থানে প্রস্থান করিলেন কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখে উন্মত্ত নৃপতির কর্ণকুহরেতে ঐ সকল উপদেশ প্রমত্তগীতের ন্যায় হইল অর্থাৎ রাজমন্ত্রিরও উপদেশ বচন শব্দ শ্রবণ করিলেন এইমাত্র ফলে হইল কিন্তু মনেরমধ্যে স্থান দান করিলেন না তাঁহার যে ঘৃণিত কার্য্যে অনুরক্তি ছিল তাহা বরং ক্রমিক বৃদ্ধি হইতে লাগিল কিন্তু রাজার এই সকল অযুক্ত ব্যবহারে সভাসদ লোকেরা এবং তাবৎ প্রজারা বিরক্ত হইলেন এবং তাহারদিগের এমত প্রার্থনা হইল যে উগ্রপ্রতাপ অতিশীঘ্র নিপাত হয়েন তবে সৈন্যবল ও সামর্থ উপায় ছিল না যে মহাবলপরাক্রান্ত রাজাকে সহসা আক্রমণ করাং যায়

সিক হইতে পারেন একারণ মোনাবলম্বনে জীবনধারণ করিতেন এইরূপে কিয়ৎকাল গতহইলে সম্রাট রাজ্য সাহসিক রূপেই লাম্পট্যাদি সমাধা করিতে লাগিলেন তাহাতে রাজ্যস্থ প্রধান লোকেরা এবং প্রজাবর্গাদি রাজারা খেদিত হইয়া মন্ত্রির নিকট আইলেন এবং সময় বিশেষে গোপনীয় সভা করিয়া নৃপতির বিনাশার্থ পরামর্শ আরম্ভ করিলেন কিন্তু অসংখ্যসৈন্য সম্রাটের সহিত কেহ সাক্ষাৎসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন না কি প্রকারে কার্য্যসাধন করিবেন তচ্চিন্তনে সকলেই বিষম উদ্বিগ্ন থাকিতেন এইকালে এক সভ্য কহিলেন মহাশয়েরা কেন চিন্তা করিতেছেন, ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষিকে নষ্ট করিতে বহু প্রয়াস অপেক্ষা করে না নৃপতি ইন্দ্রিয়দাস হইয়াছেন, ভোগবিলাস নামক নাপিত তাঁহার ইন্দ্রিয়সুখার্থ উত্তম সুন্দরীনারী আনিয়া দেয় অতএব আমরা সেই গুপ্তচর নরসুন্দরকে ডাকিয়া প্রচুরধন দিতে স্বীকার পাইব এবং অগ্রে যাহা চাইবে তাহাই প্রদান করা যাইবে কেন না সকল মনুষ্যই অর্থের দাস তাহাতে ক্ষুদ্রলোক নাপিত অর্থ পাইলে অবশ্য বশীভূত হইবে এবং আমরা তাহাকে এই পরামর্শ বলিব যে কামকসামনদীতীরে এক মনোহর উদ্যান আছে ঐ ব্যক্তি কন্দর্পমোহিত নৃপতিকে কামক্রীড়ার লোভ দেখাইয়া নিশাযোগে সেই উদ্যানে লইয়া যাইবে আমাদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি নারীবেশে সেই

উদ্যানস্থ অট্টালিকা মধ্যে থাকিবে এবং অট্টালিকার মধ্যস্থলে এক ছিদ্র করিয়া রাখা যাইবে এবং নিম্নদেশে একটা গভীর কূপ খনন হইবে তাহা কন্টকেতে পরিপূর্ণ থাকিবে দোতালার ছিদ্রের উপরিভাগে রাজার উপবেশনার্থ উত্তম শয্যা প্রস্তুত করা যাইবে নৃপতি আগমন মাত্র আমরা অঙ্গনারূপে তথাহইতে রঙ্গ করিতেং রাজাকে সেই শয্যায় বসাইব তাহাতে রাজ্যেরকণ্টক রাজা কণ্টক ময় কূপে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, এই পরামর্শ শ্রবণে তাবৎলোক সম্মত হইলে পরে ভোগবিলাসকে ডাকিলেন এবং সকলে মিলিয়া তাহাকে উক্তপ্রকার কহিয়া অনেক অর্থ দিলেন নরসুন্দর স্বীকার করিয়া নরপতির নিকটে গমন করিল এবং উক্ত নৃপতিকে ইন্দ্রিয়ভোগের উত্তম সুযোগ দেখাইয়া নিশিযোগে কামরূপা নদীতীরস্থ উদ্যানে লইয়া যাইল এবং পূর্ব্বকল্পিত প্রমাণ উদ্যান মধ্যে যে সকল কৃত্রিম রমণী ছিল তাহাদিগকে দর্শন করত রাজা হর্ষে মোহিত হইল অনন্তর লম্পট রাজা গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যেমন শয্যায় বসিবেন অমনি কণ্টকিত কূপে পতিত হইলেন তৎক্ষণাৎ সকলে দগ্ধ মৃত্তিকা দ্বারা গর্ত্তমুখ পরিপূর্ণ করিয়া স্বং বাসস্থানে প্রস্থান করিল অতএব তোমরা বিবেচনা করিবে যে উগ্রপ্রতাপ নৃপতি পৃথিবীকে সমুদ্রগড়ে বেষ্টিত দুর্গস্বরূপ করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্যেশ্বর হইয়াছিলেন এবং যাঁহার নাম শ্রবণে তাবন্মহী

পান কম্পিতকলেবর হইতেন শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের বশ হইবায় সেই নৃপতি সামান্য লোকের হস্তে পরাভব হইয়া কণ্টকা- কীর্ণ কূপে পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন অতএব মানব গণের নিতান্ত কর্ত্তব্য ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া চির কাল পরমসুখ ভোগ করেন এবং সকলের নিকট আ[illegible] হন।

নম্রতা।

পরমেশ্বর সাংসারিক ব্যাপার নির্ব্বাহার্থ যে সকল গুণ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার মধ্যে নম্রতাগুণ অতি প্রশংসিত মনুষ্য নম্রস্বভাব না হইলে পৃথিবীর মধ্যে কাহার স্নেহ পাত্র হইতে পারে না দেখ পিতা মাতা ইত্যাদি পরিবার সকল যাহারা সাংসারিক নিয়মে স্বাভাবিক মায়াতে বদ্ধ থাকেন তাঁহারাও নম্রস্বভাব শূন্য ব্যক্তির উপর বিরক্ত হয়েন যদি বল ধনী কিম্বা অধিক উপার্জ্জনশীল ব্যক্তিরা উগ্রস্বভাব হইলেও পরিবারেরা এবং অন্য লোকেরা আজ্ঞাবাহক হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি স্নেহের ব্যবহার করিয়া থাকে ইহা যথার্থ বটে কিন্তু সূক্ষ্মবিবেনা করিলেই বোধ হইবে প্রতিপালকের প্রতি পরিবারাদির যেরূপ স্নেহ করা উচিত, উগ্রস্বভাব ধনী উপার্জ্জকের প্রতি প্রতি পাল্যেরা সে প্রকার আন্তরিক স্নেহ ভাবে আজ্ঞা প্রতি পালন করে না শুদ্ধ দেহনির্ব্বাহার্থ অগত্যাবহিঃস্নেহ প্রকাশ করিয়া প্রতিপালকের সন্তোষ জন্মায় নতুবা তাহাকে

বিরক্তই থাকে কিন্তু নম্রজন সকল নির্দ্ধন হইলেও তাঁহার সর্ব্বসাধারণের প্রিয়পাত্র হন এবং সকল ব্যক্তিই তাঁহার ভাল করিবার চেষ্টা করে এবং তাঁহার কোন বিপদ ঘটিলে সকল ব্যক্তিই তাঁহার বিপদুদ্ধারের নিমিত্ত চেষ্টা পায় আর কাহারও সহিত তাঁহার শত্রুতা থাকে না ইহার এক দৃষ্টান্ত পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে বোধ করি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে তাহা উপমার অযোগ্য হইবেক না।

মল্লগর্ব্ব নামক রাজ্যে শ্রীদেবেরার নামক এক নৃপতি রাজ্য করিতেন তিনি অতি সচ্চরিত্র ছিলেন সকল ব্যক্তির সহিত তাঁহার মিত্রতা ছিল এবং তত্রস্থ প্রজা সমস্তকে সমভাবে প্রতিপালন করিতেন কিছু কাল গৌণে তাঁহার দুই পুত্র জন্মিল অগ্রজাত রামদেব দ্বিতীয় বামদেব, নৃপতি বর্ত্তমানেই তাঁহারা বিবিধ বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইলেন কিন্তু উত্তম শিক্ষাতেও রামদেবের উগ্র স্বভাব পরিত্যাগ হইল না তিনি অহঙ্কারে পরিপূর্ণ থাকিতেন তন্নিমিত্ত অনেককেই তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিতেন, যদিও রাজশাসনীয় ব্যবস্থা পুস্তকে লিখিত আছে রাজার মরণানন্তর জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহাসন পাইতে পারেন তথাপি রামদেব সিংহাসনাধিকার বিষয়ে বৃদ্ধ মহারাজার নিয়তই সংশয় ছিল, তিনি স্পষ্টই বলিলেন রামদেব কোমল স্বভাব হইলেন না আমার লোকান্তর হইলে তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্তি বিষয়ে মল্লগর্ব্ব দেশীয়

লোকেরা কদাচ সম্মত হইবে না এইরূপে বহুকাল পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিলেন পরে শ্রীদেব রায়ের মৃত্যু হইল রাজকীয় ব্যবস্থা ক্রমে রামদেব সিংহাসনারূঢ় হইলেন এবং রাজমন্ত্রিরা ও মল্লগর্ত্ত দেশীয় সাধারণ লোকেরা তাঁহাকে যথাযোগ্য সমাদর পূর্ব্বক রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন কিন্তু রামদেব স্বভাবতই নম্র নহেন বিশেষত রাজ্যেশ্বর হইবাতে যে উগ্র স্বভাব গোপনীয় ছিল তাহা প্রকাশিত হইয়া ক্রমিক বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তাহাতে সাধারণ লোকের মধ্যে অভিনব রাজার গৌরবের ক্ষয় উপস্থিত হইল বিশেষত রামদেবের অন্যায় কুব্যবহারেতে রাজ পরিবারেরাও বিরক্ত হইতে লাগিলেন, কনিষ্ঠ বামদেব অতি কোমল স্বভাব, ছিলেন তাঁহার গুণে সাধারণ লোক ও রাজ পরিবারেরা তাঁহাকেই রাজার ন্যায় মান্য করিতেন রামদেব তাহা দেখিয়া তাঁহাকে রাজবাটীর বহির্গত করিয়া দিলেন তাহাতে রাজধানী হইতে বিংশতি ক্রোশ দূরে বামনপুরে বামদেব এক ক্ষুদ্র বাটী নির্ম্মাণ করিলেন এবং সামান্য লোকের ন্যায় তথায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন কিন্তু সদ্ব্যবহার ও নম্র স্বভাব হেতুক তিনি সর্ব্বলোকের যে রূপ স্নেহপাত্র হইয়াছিলেন তাহার ন্যূনতা হইল না বরঞ্চ তাঁহার দুর্গতি দর্শন করিয়া মল্লগর্ত্ত দেশীয় প্রধান প্রধান প্রজা সকল বামদেবের নিকট নিরন্তর যাতায়াত করিতে

কাগিস এবং রাজমন্ত্রীও সৈন্যাধ্যক্ষেরাও সময় বিশেষে যাইয়া রামদেবের বিরুদ্ধে অনেক পরামর্শ দিত কিন্তু তিনি কদাচ জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে অনিষ্টাচার করিতে চেষ্টিত হইতেন না বরঞ্চ যাহাতে অগ্রজ ভ্রাতা অগ্রগণ্য হইয়া রাজশাসন করিতে পারেন সেই বিষয়েতেই তাঁহার আত্যন্তিক মনোযোগ ছিল, তথাচ রামদেব যখন শুনিলেন বামদেব বামনপুরেও লোকানুরাগ প্রাপ্ত হইতেছে এবং সাধারণ লোকেরা তাঁহার নিকট গমনাগমন করিতেছে তখন কনিষ্ঠের চেষ্টা বিষয়ে দৃষ্টিপাত না করিয়া একেবারেই কনিষ্ঠকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন এবং সেনাপতি সকলকে প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা দিয়া তৎক্ষণাৎ স্বয়ং ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন, এই সময়ে রাজ পরিবার এবং মন্ত্রী ও সেনাপতি সকল পরস্পার পরামর্শ করিলেন, যে এই নির্দ্দয় ভূপতি কদাচ রাজ্য শাসন কর্ত্তার যোগ্য নহেন অতএব আমরা ইহার অনুকূল না হইয়া প্রতিকূলে বামদেবের সাহায্য করত বামদেবকেই রাজ্যাভিষিক্ত করিব, ইহা নিশ্চয় করিয়া তাবৎ লোক বামনপুরে বামদেবের নিকট গমন করিলেন এবং অব্যবস্থিত রামদেবের অন্যায় সঙ্কল্পে একটা সামান্য যুদ্ধ ঘাটিল তাহাতে রামদেব পঞ্চত্ব পাইলেন অনন্তর সর্ব্বলোক এক বাক্য হইলেন এবং বামদেবকে রাজ্যেশ্বর করিলেন অতএব নম্রতা গুণ পৃথিবীর কার্য্য

নির্ব্বাহার্থে যে রূপ গুণ দায়ক তাহা রামদেবের সিংহাসন প্রাপ্তি বিষয়েতেই প্রকাশ পাইয়াছে।

দয়া।

অন্যের দুঃখ হরণ বিষয়েতে যে ইচ্ছা পণ্ডিতেরা তাহাকেই দয়া কহেন দয়া হেতুক সাধু লোকেরা পরের দুঃখ দর্শন করিলে তাহার উপশমার্থ নিয়ত যত্নশীল হয়েন অজ্ঞান লোক সকল সে রূপ হয় না তাহার কারণ এই যে দয়া পৃথিবীর মধ্যে কি পর্য্যন্ত সুখ সম্পাদের আমূল হয় অজ্ঞান লোকেরা সামান্য বিবেচনা শক্তি দ্বারা তাহা জানিতে পারে না, পণ্ডিত লোকেরা অখণ্ড তর্কদ্বারা বিবেচনা করিতে পারেন অতএব জ্ঞানি লোকেরা অন্যের দুঃখ পরিহার জন্য দয়া বিতরণ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েন এবং সেই দয়া দ্বারা যে ইষ্ট লাভ হইয়াছে দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাও দর্শন করাইতেছি।

চন্দ্রপ্রভা নদী তীরে জয়দত্ত নামে এক নৃপতি ছিলেন তিনি আপন রাজত্বকালে শান্তিতান্ত্র দ্বারা তাবৎ পৃথ্বী পালকে বশীভূত করিয়া সসাগরা পৃথিবীর শাসনকারী হইলেন, কিন্তু রাজনীত্যনুসারে প্রজাপালন করিতে জানিতেন না বিশেষতঃ প্রজার সুখ বিষয়ে তাঁহার আত্যন্তিক দ্বেষ ছিল যদি কোন প্রজা বাণিজ্য বা রাজকার্য্য দ্বারা সম্পত্তি সঞ্চয় করিত তবে জয় দত্ত শ্রবণ মাত্রই রাগিয়া কোন ছল করিয়া তাহাকে কারাগারে

পাঠাইতেন এবং তৎক্ষণাৎ ঐ প্রজার কারবন্ধন আনিয়া কারাকোষে রাখিতেন এতদ্ভিন্ন ইন্দ্রিয় সুখ জন্য ভদ্রলোক দিগের পরিবারাদির উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিতেন তাহাকে সাধারণ প্রজা এবং প্রতিবাসি রাজারা জয়দত্ত রাজাকে সর্ব্বক্ষণ রাগচক্ষে দেখিতেন কিন্তু করুণাসিন্ধু নামে যিনি তাঁহার মন্ত্রিত্ব করিতেন তিনি যথার্থই করুণা সিন্ধু ছিলেন ভূপতি যে সকল প্রজাকে কারাগারে বদ্ধ করিতেন মন্ত্রিবর তাহাদিগের প্রতি দয়া করিয়া স্বচ্ছন্দে রাখিতেন এবং তাহাদিগের বাসার্থ মনোহর অট্টালিকা করিয়া দিতেন তাহাতে কারাবাসি লোকেরা প্রতিদিন মন্ত্রিকে রাশি রাশি আশীর্ব্বাদ করিত এবং সেনা সকলের প্রতি করুণাসিন্ধু সদ্বিবেচনা হেতু সর্ব্বদা পারি তোষিক দিতেন তাহাতে মন্ত্রির উপর তাহারা নিয়ত সন্তুষ্ট থাকিত এতদ্ভিন্ন জয়দত্ত হইতে যদ্যপি কোন প্রজার উপর অত্যাচার করিবার হুকুম হইলে মন্ত্রিবর সেই প্রজাকে গুপ্তভাবে দেশে দেশান্তর করিয়া দিতেন তাহাতে তাবৎ প্রজারা মন্ত্রিকে সর্ব্বদা ধন্যবাদ করিতেন কিন্তু রাজার কুব্যবহারে তাবদ্ব্যক্তিই বিরক্ত হইল এক সময়ে জয়দত্ত রাজা রাজধানী ভ্রমণার্থ বহির্গত হইলেন প্রথমতই কারাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন কারাগার মনোহর অট্টালিকাতে সুশোভিত হইয়াছে এবং তিনি

যাহারদিগকে শৃঙ্খল বন্ধনে রাখিতে অনুজ্ঞা করিয়া-ছিলেন তাহারা সেই অট্টালিকাতে বিনা বন্ধনে বসতি করিতেছে, তদ্দৃষ্টে রাজাকে কারণ জিজ্ঞাসিতে কারারক্ষক সে উত্তর করিল, মহীপাল, দয়াশীল বিচক্ষণ মন্ত্রী মহাশয় কারাগারস্থ দুরবস্থ লোকদিগের বাসার্থ অট্টা-লিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং শৃঙ্খলবদ্ধ ব্যক্তিরা যে মুক্ত আছে তাহাও করুণাসিন্ধুর করুণা দৃষ্টিতে হইয়াছে, এইকথা শুনিয়া অভাজন রাজা রক্তলোচন হইয়া সমীপস্থ প্রহরিগণকে আদেশ করিলেন ওরে অনুচর গণ করুণাসিন্ধু মন্ত্রী গর্ব্বে পরিপূর্ণ হইয়াছে আমার আজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়াছে অতএব আমি এই দণ্ডে তাহার ছিন্ন মুণ্ড দর্শন করিয়া ক্ষান্ত হইব তোমরা অবিলম্বে তাহার পুরী প্রবেশ করিয়া চুলে ধরিয়া তাহাকে আনয়ন কর অব্যবস্থিত রাজার এই রূপ কোপ মিশ্রিত বাক্য শ্রবণে অনুচর গণের বুদ্ধি লোপ হইল এবং একব্যক্তি গুপ্তভাবে যাইয়া করুণাসিন্ধুকে উক্ত সম্বাদ জানাইল তাহাতে কম্পিতকলেবর মন্ত্রিবর পুরদ্বার সকল রুদ্ধ করিয়া অন্তঃপুরে পরিত্রাণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, এখন জয়দত্ত উন্মত্ত হইয়া মন্ত্রির মুণ্ড ছেদার্থ আজ্ঞা দিলেন তৎসময়ে রাজধানীর মধ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল এবং সেই গোল শ্রবণে চতুর্দ্দিক হইতে লোক সকল আইল তাহারা রাজ বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ মন্ত্রির পুর দ্বারে দণ্ডায়মান

থাকিল এতদ্ভিন্ন কাম্যবদ্ধ লোক সকল যাহারা করুণা সিন্ধুর কৃপাদৃষ্টিতে সুখী হইয়াছিল তাহারা সকলে এক বাক্য হইয়া রাজার বিনাশার্থ উদ্যত্ত হইল, এপর্য্যন্ত ও জয়দত্তের বিশ্বাস ছিল সৈন্য সৈন্যাধ্যক্ষগণ তাহার সপক্ষ হইবে কিন্তু যুদ্ধারম্ভ কালীন দেখিলেন যে সর্ব্ব সাধারণ লোকই বিপক্ষ হইয়াছে তাঁহার পক্ষে অস্ত্রধারী কেহই নাই সুতরাং রাজা সাধারণ লোকের অস্ত্রেতে জীবন সমর্পণ করিলেন অনন্তর দেশবাসি প্রজারা ও সৈন্যাধ্যক্ষেরা করুণাসিন্ধুকে রাজ্যেশ্বর করিয়া সকলে তাহার অধীন হইলেন এস্থলে বিবেচনাকরা কর্ত্তব্য যে করুণাসিন্ধু মন্ত্রিবর উৎকৃষ্ট মন্ত্রণা দ্বারা দয়া বিতরণ করিয়াই রাজ্যেশ্বর হইলেন অতএব পরামণ্ডলে দেহ যাত্রা নির্ব্বাহার্থ অন্যের দুঃখোপশম জন্য দয়া বিতরণ করা মনুষ্যের কি পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় হয় তাহা বলা যায় না।

নির্দ্দয়তা।

জীব সকল যদ্যপি বহুবিধ সদ্‌গুণ বিশিষ্ট হয়েন তথাচ নির্দ্দয়তারূপ দোষের আধার হইলে সেই দোষ সর্ব্বগুণকে আচ্ছন্ন করিয়া জীবের উচ্ছন্নের কারণ হয় যে হেতু নির্দয় মনুষ্যের প্রতি কেহ স্নেহকরে না এবং নির্দয়লোক যদ্যপি অশেষ প্রকার সৎকার্য্য করেন তথাপি শুদ্ধ এক নির্দয় তাই সে সকলকে বৃথা করিয়া দেয় দেখ মনুষ্যাদি জীব জন্তুর ভূমণ্ডল সর্ব্বত্র সমকর নিশাকর গগণ মণ্ডলে উদয়

হইয়া ধরা মণ্ডল উজ্জ্বল করিতেছেন এবং তাঁহার শীত রশ্মি দ্বারা শস্য ও মনুষ্যাদির অশেষ উপকার হইতেছে তথাচ তিনি এক শশচিহ্ন স্বরূপ দোষ সহযোগে কলঙ্কাস্পদ হইয়াছেন এবং লোকেও প্রকাশ আছে যে শতশত ব্যক্তি নানা প্রকার উত্তমগুণে গুণময় ছিলেন কিন্তু এক নিদয়ত্ব রূপ নিন্দিত গুণে সকলের নিন্দার ভাজন ও ক্রোধের পাত্র হইয়াছেন।

ইহার উদাহরণ। ইন্দ্রদ্বীপ রাজ্যে ইন্দুপ্রিয় নামক ভূপতি ছিলেন তিনি দেশীয় প্রজা সকলের শাসন করিতেন উক্ত রাজ্যেতে ভূমির উপর কর নির্দ্ধারিত ছিল না প্রজার পারিশ্রমিক বেতনের দশাংশের একাংশ রাজা পাইতেন ইহাতে প্রজারা পরিশ্রম দ্বারা সম্বৎসরে যাহা উপার্জ্জন করিত সম্বৎসরমধ্যে বারদ্বয়ে তাহার দশাংশের একাংশ রাজার নিকট দিতে হইত এই নিয়ম ইন্দ্রদ্বীপে ইন্দুপ্রিয় নৃপতির পুরুষানুক্রমে প্রচলিত ছিল কিন্তু উক্ত ভূপতির শাসন সময়ে প্রজারা বিবেচনা করিলেন রাজস্ব গ্রহণীয় উক্ত নিয়ম অন্যায় হইয়াছে যদি কোন প্রজা বৎসর মধ্যে যথা সাধ্য বাণিজ্যাদি দ্বারা লক্ষমুদ্রা উপার্জ্জন করেন তবে তাহার দশাংশের একাংশ রাজকর দিতে হইলে গুরুতর কর প্রদান করা হয় অতএব এক সময়ে তাবৎ প্রজা নৃপসদনে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন হে মহারাজাধিরাজ আমারদিগের শিরে কর বহন রূপ

যে গুরুভার দিয়াছেন তাহাতে আমরা অশক্ত হইয়াছি
অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রাচীন ব্যবস্থা পরিবর্ত্ত করিতে
হইবে তাহাতে রাজা উত্তর করিলেন ইন্দ্রদ্বীপ রাজ্যেতে
কর গ্রহণের যে ব্যবস্থা চির প্রচলিত হইয়াছে আমি
তাহার অন্যথা করিতে পারি না অতএব তোমরা যেরূপ
রাজস্ব পূর্ব্বে দিতেছিলে এক্ষণকালেও তাহাই দিতে হই-
বেক কিন্তু নৃপতির এই কঠিন প্রতিজ্ঞাতে প্রজা সকল
কদাচ সম্মত হইলেন না অতএব রাজ্যের মধ্যে ভয়ানক
গোলযোগ আরম্ভ হইল এবং নির্দয় রাজা প্রজার উপর
বিবিধ প্রকার অত্যাচার করিতে লাগিলেন গ্রামে২ অগ্নি
দিয়া প্রজা সকলকে ধন প্রাণে বিনাশ করিয়া ফেলি-
লেন এইরূপে রাজ্যের মধ্যে সঙ্কট উপস্থিত হইল
এবং বহুতর প্রজা পুত্র কলত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক
পলায়ন করত উর্ব্ব দ্বীপে উর্ব্বেশ্বর মহীশ্বর সমীপে
আত্ম সমর্পণ করিলেন, যৎকালীন ইন্দ্রদ্বীপস্থ লোক
সকল উর্ব্বদ্বীপে সমাগত হইবায় লোকারণ্য হইল
তখন উর্ব্বেশ্বর [illegible] হইলেন এবং পণ্ডিত সমাজে
বিরাজমান রাজমন্ত্রিকে উপবিষ্ট হইয়া কহিলেন এ কি
আশ্চর্য্য, ইন্দ্রদ্বীপের রাজা নিরন্তর পণ্ডিতসহ সহবাস করেন
এবং তাঁহার অতি পবিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়াছি আর
নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া স্বয়ং পণ্ডিত হইয়াছেন এত
সদ্গুণ সত্ত্বে কেন দোষ প্রকাশ হইতেছে তাহাতে পরি-

তেরা কহিলেন হে রাজ্যেশ্বর আমরাও জানি ইন্দ্রপ্রিয় রাজা অশেষ বিষয়ে গুণভূষণ বটেন কিন্তু এক নির্দ্দয়তা দোষে নির্গুণ হইয়াছেন, ধর্ম্মদৃষ্টিব্যতীত যে নৃপতি রাজ্য শাসন করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার সিংহাসন ধরণী ধারণ করিতে পারেন না, অতিশয় যুদ্ধবীর যে রাজা সকল তাঁহারাও ধর্ম্মবল ত্যাগ করিয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন, রাজাগণের সিংহাসনারোহণ কেবল ধর্ম্ম নিমিত্তক অন্য নিমিত্তক নহে, সত্যযুগে ধর্ম্ম প্রতিপালন প্রযুক্ত পরমেশ্বর একাধিক রাজা সৃষ্টি করেন নাই অনন্তর অধর্ম্ম সঞ্চার হইবাতে অধর্ম্ম বারণ ও ধর্ম্ম স্থাপন কারণ পৃথিবী রক্ষার্থ পরমেশ্বর কালবিশেষে পুরুষ বিশেষকে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত রাজা করিয়া আসিতেছেন, পৃথিবীর নির্ম্মাণ কর্ত্তা পরমেশ্বর কাহার নিকট পৃথিবী দান বা বিক্রয় করেন নাই তাঁহার ইচ্ছানুসারে ব্যক্তি সকল রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন অতএব যখন যাঁহার প্রতি পৃথিবীরক্ষার্থ ভারার্পণ হয় তখন তাঁহার উচিত দুষ্টদমন শিষ্ট পালনাদি করেন এবং ধর্ম্ম রক্ষণপূর্ব্বক নিয়মিত কর গ্রহণ করিয়া প্রজাগণকে সন্তুষ্ট রাখেন কিন্তু ইন্দ্রপ্রিয় রাজা সৃষ্টি কর্ত্তার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন অতএব আমারদিগের বোধ হয় পরমেশ্বর তৎ পরিবর্ত্তে তৎ সিংহাসনে ব্যক্তি বিশেষকে তথায় অভিষিক্ত করিবেন পণ্ডিতগণের এই প্রকার বচন শ্রবণে উদয়েশ্বর মহীপাল উত্তর করিলেন পর-

যে নাম ইন্দ্রপ্রিয় রাজাকে সিংহাসন ভ্রষ্ট করণার্থ ইন্দ্রদ্বীপস্থ প্রজা সকলকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে আমি যদ্যপি খিদ্যমান প্রজাদিগের এই আর্ত্তনাদ অবজ্ঞা করি তবে পরমেশ্বরসমীপে অপরাধী হইব অত এব সুশিক্ষিত সৈন্য সহকারে অতি সত্বর ইন্দ্রদ্বীপে আমাকে গমন করিতে হইল, এই কথা বলিয়া উর্দ্ধেশ্বর নৃপতি তৎক্ষণাৎ রাজমন্ত্রিকে ডাকিলেন এবং অবিলম্বে দশলক্ষ সৈন্য প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, হে মন্ত্রি আমি ইন্দ্রপ্রিয় রাজার সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিতেছি তুমি আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত সাবধানপূর্ব্বক রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবে অনন্তর নৃপতি দশ লক্ষ সৈন্য এবং তদুপযুক্ত হস্ত্যশ্বাদি সহকারে কোলাহল শব্দে যাত্রা করত ইন্দ্রদ্বীপে উপস্থিত হইলেন এবং একেকালীন রাজধানীর চতুর্দ্দিগ আক্রমণ করিলেন তাহাতে ইন্দ্রপ্রিয় রাজার সহিত কিয়ৎকাল ঘোরতর যুদ্ধ হইবায় পক্ষদ্বয়ে লক্ষ যোদ্ধা রণক্ষেত্রে বিনাশ পাইল কিন্তু অবশেষে ইন্দ্রপ্রিয় নৃপতি পরাভূত হইয়া উর্দ্ধেশ্বর ভূপালের সৈন্য কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন উর্দ্ধেশ্বর মহারাজ তাঁহার প্রাণ সংহার না করিয়া তাঁহাকে আটক করিয়া রাখিলেন এবং ঐ ইন্দ্রপ্রিয় নৃপতির পুত্র দেবপ্রিয়কে ইন্দ্রদ্বীপ রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন কিন্তু তাঁহার সহিত এই নিয়ম রহিল যদ্যপি দেবপ্রিয় ধর্ম্ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক প্রজার অনিষ্টাচার করেন তবে তাঁহাকে

রাজ্যচ্যুত করিবেন এবং যে সকল প্রজারা ছিন্নভিন্ন হইয়া দেশ দেশান্তর প্রস্থান করিয়াছিল তাহাদিগকে আনয়ন পূর্ব্বক যথা স্থানে সংস্থাপন করিয়া উর্দ্ধেশ্বর ভূপাল স্বদেশে গমন করিলেন।

দান।

সর্ব্বসাধারণের হিত বিষয়ে দান করিলে যাদৃশ উপকার জন্মে পৃথিবীর মধ্যে তত্তুল্য হিতজনক কর্ম্ম কিছুই প্রায় সম্ভব হয় না, যদি কোন লোক বিপদে ঠেকে কিম্বা অন্ন বস্ত্রাদির অভাবে কষ্ট পায় তবে দানদ্বারা তাঁহারদিগের দুঃখমোচন, এবং জলাশয়, বিদ্যালয়, পথ নির্ম্মাণ অতিথি শালা স্থাপন ইত্যাদি বিবিধ কার্য্যেতে ধনি লোকেরা যদি দানদ্বারা সাধারণের উপকার করেন তবে সকল লোক তাঁহাদিগের বশীভূত থাকে ইহার পর এদিকে অধিক সুখ কি আছে এবং সেই সকল লোক হইতে অনায়াসে দুঃসাধ্য কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ হইতে পারে, আর জ্ঞানি লোকেরা বলেন যাঁহারা প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির চেষ্টা রাখেন তাঁহারা কায়মনো বাক্যে সাধারণ কার্য্যে, দান বিষয়ে মনোযোগ করুন তাহা হইলে প্রজারা সকল সন্তুষ্ট হইয়া দাতাগণকে প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং দান জন্য যশোরাশি ধরামণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়া দয়াশীল দান কর্ত্তার নাম সর্ব্বাগ্রে গণনীয় হইবে ইহার দৃষ্টান্ত স্থল পশ্চাৎ উল্লেখ করা যাইতেছে ইহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে বোধ

যে দানশীল ব্যক্তি সকল দাতৃতা স্বরূপ গুণদ্বারা কি পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এক সময়ে মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য পণ্ডিত সমাজে উপবিষ্ট হইলে মহাকবি কালিদাস গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, হে বিক্রমাদিত্য ভূপতে, আপনকার যশোরাশি, কুশদ্বীপ নিবাসি ভীমসেন রাজার দান জন্য নিশাকর কর তুল্য যে যশ মনুষ্যদিগের বদন গগন হইতে ভূতলে প্রকাশ পাইতেছে তাহাকে ম্লান করুক, মহারাজ কালিদাসের আশীর্ব্বাদ শ্রবণে অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে কালি- দাস তুমি কুশদ্বীপস্থ ভীমসেন রাজ্যেশ্বরের যেরূপ যশো বর্ণন করিলা আমি তদ্দর্শনার্থ কুশদ্বীপ রাজ্যে অগৌণে গমন করিব তাহাতে যদি পরীক্ষার দ্বারা উক্ত বিষয় প্রত্যক্ষ জানিতে পারি তবে পূর্ব্বোক্ত রাজার যশো বর্ণনের উপ যুক্ত পারিতোষিক পাইবে নতুবা পণ্ডিতসমাজে অলীক বাক্য প্রয়োগের দোষ মোচনার্থ উচিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক, রাজা বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে এই রূপ বলিয়া অমাত্যের প্রতি রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধারণ সম- র্পণ করত কুশদ্বীপে যাত্রা করিলেন, নৃপতিরা দেশান্তর ভ্রমণে যেরূপ সমারোহে গমন করেন বিক্রমাদিত্য তাহা করিলেন না সাধারণ লোকের ন্যায় কালিদাস ও কতি-

পরিচারক লোক সহিত নৌকারোহণ করিয়া নাবিক সকলকে কহিলেন অবিশ্রান্তরূপে দিবারাত্রি নৌকা চালাইতে হইবেক নাবিকেরাও তদ্রূপ করিল অনন্তর এক দিবস সায়ংসময়ে কুশদ্বীপে উপস্থিত হইলেন, রজনী যোগে রাজার সহিত সাক্ষাৎকরণ পরামর্শ সিদ্ধ হইল না অতএব সেই রাত্রি অন্যত্র বাস করিলেন পরদিন প্রভাতে বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া কালিদাসকে সঙ্গে লইয়া রাজবাটীতে যাইলেন ভীমসেন মহীপাল তৎকালে বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিয়া যথাযোগ্য দানদ্বারা গ্রাহক সকলকে সন্তুষ্ট করিতেছিলেন ঐ দীনদয়ালু মহীপাল প্রতিদিন কোটিস্বর্ণ রাজস্ব পাইতেন কিন্তু তৎ সমুদয় দীনগণকে বিতরণ করিতেন বরং কোন২ দিন দীনগণের আধিক্য প্রযুক্ত রাণীর অঙ্গাভরণ পর্য্যন্তও দিতে হইত তথাপিও রাজার কিম্বা রাজমহিষীর বৈরক্তি মাত্র ছিল না আহ্লাদচিত্তে সম্পত্তি বিতরণ করিয়া তাবৎকে সন্তুষ্ট রাখিতেন, রাজা বিক্রমাদিত্য ক্ষণকাল এইপ্রকার নিরীক্ষণ করিয়া মন্দগমনে ভীমসেনের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন এবং দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, হে মহারাজাধিরাজ ভীমসেন, আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন আমি দীন ভিক্ষুক ভিক্ষার্থ আসিয়াছি যদি আমার প্রার্থনা সফল করেন তবে মনের অভিলাষ প্রকাশ করি, তাহাতে ভীমসেন ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিয়া করপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন হেগুরো

আপনকার অভিপ্রায় প্রকাশ করুন দাসের সাধ্যানুসারে ত্রুটি হইবেক না, ছদ্মবেশী রাজা উত্তর করিলেন আমার বাঞ্ছা হয় মহারাজ আমাকে কুশদ্বীপ রাজ্যের সিংহাসন প্রদান করিয়া আপনি চামর ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকেন, কাল্পনিক ভিক্ষুকের এই প্রার্থনা শ্রবণে উদারচরিত্র নৃপতি ক্ষণমাত্র প্রতীক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ বিক্রমাদিত্যকে সিংহাসনে বসাইলেন এবং রাজ ভূষণাদি দ্বারা তাঁহাকে ভূষিত করিয়া স্বয়ং চামর ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন অনন্তর বিক্রমা-দিত্য কহিলেন, হে ভীমসেন নরপতে যদি রাজ সিংহাসন আমাকে প্রদান করিলেন তবে রাণী ব্যতিরেকে কিরূপে শোভা পায় অতএব তদ্বিষয়ে তুমি কি বিবেচনা করিতেছ ভীমসেন উত্তর করিলেন আমি যৎকালে রাজ্য প্রদান করিয়াছি তৎকালীন রাণীও প্রদত্তা হইয়াছে তাহাতে জিজ্ঞাস্য কি আছে ইহাতে রাজা বিক্রমাদিত্য ভীমসেনের আশ্চর্য্য কার্য্য দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং কালিদাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, হে কালিদাস তুমি যাহা বর্ণনা করিয়াছ এইক্ষণে তাহাই প্রত্যক্ষ হইল পৃথিবীর সকল মহীপালদিগের যশ অপেক্ষা রাজা ভীমসেনের যশ জাজ্বল্যমান হইয়াছে এই বলিয়া ভূমিতে অবতরণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মময় মহীপতে ভীমসেন আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবেক,

আমি ব্রাহ্মণ নহি আর ভিক্ষার্থেও প্রার্থনা করি নাই তোমার দান বিষয়ক সংকল্প পরীক্ষার্থ ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছি কিন্তু আপনি যথার্থই দান করিয়াছেন অতএব আমি মহাশয়কে রাজসিংহাসন পুনর্দান করিলাম অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ করুন অনন্তর ভীমসেন ব্রাহ্মণবেশী বিক্রমাদিত্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া যথা যোগ্য সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে রাখিলেন এবং বিক্রমাদিত্য মহীপাল কিয়ৎকাল তথায় বাস করত ভীমসেনের নীতি ও ব্যবহার দর্শন করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক স্বদেশ যাত্রা করিলেন।

কৃপণতা।

সর্ব্বসাধারণের অপ্রিয় কেবল কৃপণ মনুষ্যই জগতে দৃশ্য হয়, তদতিরিক্ত আর কাহাকেও দেখা যায় না যে হেতুক অন্যান্য ব্যক্তিদিগের পরস্পরের উপকার সম্বন্ধ আছে অতএব মনের স্বাভাবিক শক্তিতে উপকারি ব্যক্তির প্রতিই স্নেহ জন্মায়, দেখ পিতা মাতা পুত্রের প্রতি স্নেহ করেন, কেন না সেই পুত্র হইতে আপনারদিগের উপকার হয় এবং স্ত্রীলোকের স্বামি হইতে প্রিয় কেহই নাই কারণ তাঁহা হইতে স্ত্রীর অনেক উপকার হইয়া থাকে অতএব নারীগণ স্বামির প্রতি স্নেহ করে এতদ্ভিন্ন প্রতিবাসি বা অপ্রতিবাসি লোক সকল যে ব্যক্তি যাহার নিকট উপকৃত হয় সে তাহার অনুগত হইয়া মৈত্রীভাবে

সদ্ব্যবহার করে কিন্তু কৃপণ ব্যক্তি কোন মনুষ্যের উপকার করে না সুতরাং তাহার প্রতি কেহই স্নেহ করেন না বরঞ্চ কৃপণের নাম শ্রবণে কর্ণে করাচ্ছাদন পূর্ব্বক সকলে তাহাকে নিন্দা করেন, ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তি কেবল ভদ্রসমাজে নিন্দার পাত্র হয় এই মাত্র নহে কৃপণত্ব দোষ প্রযুক্ত সদা সন্তোষেও থাকিতে পারে না কেন না তাহার নিকট কেহ গমনাগমন করেন না অতএব সাধুসঙ্গ সদালাপাদি দ্বারা সন্তোষ পূর্ব্বক যে কালক্ষেপ করিবে তাহাতেও বঞ্চিত হয় বিশেষতঃ আত্ম পরকে বঞ্চনা করিয়া যে কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করে দস্যু তস্কর দৈব ব্যাঘাত রাজদণ্ডাদি দ্বারা সেই ধন বিনাশ পাইলে অর্থশোকে লোকান্তর গত হয়, ইহার ভূরিং উদাহরণ আছে তাহার মধ্যে এক উদাহরণ দর্শন করাইতেছি।

মহারাজাধিরাজ বীরভদ্র যে সময়ে হস্তিনাতে সিংহাসন স্থাপন করিয়া রাজ্য শাসন করিতেন সেই সময়ে চিরঞ্জীব নামক তন্ত্রবায় তাঁহার অধিকারে বসতি করিত চিরঞ্জীব স্বকীয় পিতার লোকান্তর প্রাপ্তির পর পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত বিপুল সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং নিজোপার্জ্জনেও বহুতর ধন সঞ্চয় করিল কিন্তু তন্ত্রবায় অত্যন্ত কৃপণ ছিল স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি ও পৈতৃক বিভব সমস্ত স্বহস্তে রাখিয়া নিতান্ত দীন ভাবে কালক্ষেপ করিত, চিরঞ্জীবের পরিবারের মধ্যে কেহই দুই বেলা আহার করিতে

পাইত না শুদ্ধ শাক পাক কিম্বা অন্য সামান্য উপহার দ্বারা এক্কাহাঁর সকলেরি প্রাণধারণ করিতে হইত ইহাতে তন্তুবায়ের পরিবারেরা আত্যন্তিক বিরক্ত ছিল কিন্তু তাহারদিগের এমত ক্ষমতা ছিল না যে ধনাধিকারী চিরঞ্জীবের আজ্ঞা ব্যতীত কেহ এক কড়া কড় ব্যয় করিতে পারে তন্নিমিত্ত তাহার বাটীতে কুটুম্বাদি কেহই আসিত না, কদাচিৎ কোন কারণে দৈব বিপাকে কোন ব্যক্তি সমাগত হইলে কৃপণ তন্তুবায় বিবেচনা করিত যে ব্যঞ্জনাদি সহযোগে উত্তম আহার দিলে কুটুম্বাদির আগমন বৃদ্ধি হইবে অতএব খৎকুৎসিতরূপে তাহাদিগকে আহার দিত তাহাতে কুটুম্বেরা চিন্তা করিত যে তাহার বাটী হইতে বাহির হইলে রক্ষা পাইবে এইরূপে অতিথি বা অন্য লোক যাঁহারা এক দিবস চিরঞ্জীবের বাটীতে আসিতেন তাঁহারা পুনরায় সমাগত হইতেন না এবং উক্ত প্রকার ব্যবহারে উক্ত তন্তুবায় মহা কৃপণ বলিয়া পৃথিবীতে খ্যাত হইল। এক সময়ে বীরভদ্র মহারাজ পণ্ডিত সমাজে উপবিষ্ট হইয়া স্বাধিকারস্থ প্রজাদিগের নীতি ও ব্যবহার শ্রবণ করিতে বাসনা করিলেন তাহাতে গোবিন্দাচার্য্য নামক সুবিখ্যাত পণ্ডিত কহিলেন হে রাজেশ্বর আপনকার অধিকারস্থ চিরঞ্জীব নামক তন্তুবায়ের উপাখ্যান যদ্যপি শ্রবণ করেন তবে চমৎকার জ্ঞান হইবে, অনন্তর নৃপতি উক্ত প্রকার কৌতুক বাক্য শ্রবণার্থ কহি-

লেন হে গোবিন্দাচার্য্য চিরঞ্জীবের ব্যবহার কিরূপ তাহা বিস্তারিত করিয়া বল, পরে গোবিন্দাচার্য্য চিরঞ্জীবের আশ্চর্য্য ব্যবহার সকল মহারাজার সমীপে নিবেদন করিলেন এবং তাবদ্বৃত্তান্ত প্রকাশ হইলে রাজার আদেশ ক্রমে তাহাকে আনয়নার্থ রাজদূতেরা তৎক্ষণাৎ তাহার বাটীতে যাইয়া দেখিল তৎকালীন ঐ তন্তুবায় বহির্ব্বাটীতে বসিয়া স্বীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক চিন্তা করিতেছিল, অনন্তর রাজদূতেরা তাহাকে কহিল, তন্তুবায় হস্তিনাধিপতি আমারদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন অদ্য রাজসমীপে তোমাকে যাইতে হইবে, এই কথা শুনিয়া কৃপণাগ্রগণ্য তন্তুবায় আত্যন্তিক চিন্তিত হইল এবং বিবেচনা করিল আমি কোন অপরাধ করি নাই তবে মহীপাল কেন আমাকে ডাকিয়াছেন, নৃপতিরা কর্ণদ্বারা দেখেন অতএব কাহার নিকট কি শুনিয়াছেন বলিতে পারি না আমি অর্থগ্রাহক ব্রাহ্মণদিগের পরিতোষ করি নাই বোধ হয় তাহাতেই কোন ব্রাহ্মণ রাজসমীপে ঠকাম করিয়াছেন যাহা হউক রাজেশ্বরের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিলে সর্ব্বনাশ হইয়া উঠিবে অতএব রাজার নিকট অবশ্যই যাইতে হইবে, কিন্তু আমার অনাগমন কাল পর্য্যন্ত কাহাকে অর্থ প্রহরী নিযুক্ত রাখিব, পুত্রকলত্রাদি সকলেরি অর্থলোভ আছে আমার অসাক্ষাতে কে কি করিবে বলিতে পারি না, রাজার আজ্ঞাও লঙ্ঘন করা হই-

বেক না, তাহা হইলে বিপদে পড়িব এই ভাবনাতে তাহার উৎকট সঙ্কট উপস্থিত হইল কিন্তু মনে২ এক উপায় চিন্তা করিয়া গৃহিণীকে কহিলেন, প্রিয়তমে আমার গৃহে দুইটা কালসর্প ঢুকিয়াছে অতএব আমি দ্বার বন্ধ করিয়া সাপুড়িয়ার অন্বেষণার্থ গমন করিলাম যেন কেহ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে না তুমি অতি সাবধানে চৌকী দিবা এই কথা বলিয়া চিরঞ্জীব রাজ বাটীতে যাইল কিন্তু গমন কালীন তন্তুবায়ের স্ত্রী দেখিল রাজ দূতেরা তন্তুবায়কে লইয়া যাইতেছে অতএব তাহার মনে সন্দেহ জন্মিবায় পুত্রকে ডাকিয়া তাবদ্বৃত্তান্ত কহিল তাহাতে পুত্র বিবেচনা করিল রাজদূতেরা যে তাঁহাকে লইয়া যাইল ইহার কোন গুপ্ত কারণ থাকিবে ইহাতে যদি কোন বিপদ উপস্থিত হয় তবে তাবদ্ধন রাজা গ্রহণ করিবেন অতএব সর্পে দংশন করে করিবে সম্পত্তি ঐশ্বর্য্য সকল স্থানান্তর করিতে হইল এই বলিয়া দ্বারভঙ্গ করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তথায় সর্পাদি না দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাবৎ সম্পত্তি অন্যত্র মৃত্তিকার নীচে পুতিয়া রাখিল রাজদূত সমভিব্যাহারে ওদিগে চিরঞ্জীব রাজ সদনে উপস্থিত হইয়া নম্রভাবে নিবেদন করিল পৃথ্বীপতে, আমি অতি দীন প্রজা আমাকে কি নিমিত্ত ডাকিয়াছেন, আমি আপনকার কোন্ কর্ম্মের যোগ্য হইব রাজা কহিলেন চিরঞ্জীব তুমি কোন ব্যবসায়ে কালযাপন

করিতেছ তোমার শেষকাল নির্ব্বাহের উপযুক্ত কিঞ্চিৎ সম্পত্তি সঞ্চয় করিতে পারিয়াছ কি না. তাহাতে চিরঞ্জীব কহিল মহারাজ আমি দীন দরিদ্র পরিশ্রমে যাহা উপার্জ্জন করি তাহাতে উত্তম রূপে নিত্য ব্যয় নিষ্পত্তি হয় না দিবসান্তে শাকান্নাহারে সপরিবারে কালযাপন করি তাহাতে অর্থ সঞ্চয় কি রূপে হইবে মহারাজের সাক্ষাতে কহিতেছি পণ পরিমিত কপর্দক ও আমার সঙ্গতি নাই তাহাতে রাজা কহিলেন ভাল তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছ তোমার কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্গতি নাই কিন্তু যদ্যপি প্রকাশ হয় তোমার সম্পত্তি আছে তবে তাবদ্ধন আমার হইবে এইক্ষণে তুমি প্রস্থান কর ক্ষুদ্রাশয় তন্তুবায় বীরভদ্র মহারাজের আজ্ঞা মাত্র কৃতার্থ জানিয়া বিবেচনা করিল আমার ধন গোপনীয় রূপে রক্ষিত আছে রাজা কি প্রকারে জানিতে পারিবেন সম্প্রতি যে বিদায় পাইলাম এই মঙ্গলের বিষয় অনন্তর নৃপতিকে প্রণাম করিয়া শীঘ্র স্বভবনে গমন করিল চিরঞ্জীব নিশ্চয় জানিয়াছিল যখন রাজার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে তখন আর ধনের নিমিত্ত ভয় নাই কিন্তু স্বগৃহে আগমন করিয়া দ্বার খুলিয়া যখন দেখিল তাবৎ সম্পত্তি অপহৃত হইয়াছে তখন এককালে শোকসাগরে মগ্ন হইল এবং বাটীর ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া ভার্য্যাকে

জিজ্ঞাসা করিল ওরে পাপীয়সি দুশ্চারিণী আমি তোকে যাহা বলিয়াছিলাম সেইরূপ কি স্বামির আজ্ঞা প্রতি পালন করিয়াছিস্ আমার ধন কোথায় রাখিলি ত্বরায় বল স্ত্রী উত্তর করিল সে আবার কি কহিতেছ তুমি বলিয়া গিয়াছ ঘরের মধ্যে কালসর্প আসিয়াছে তাহাতে আমরা ভয়ে মরি ওদিগ মাড়াই নাই চিরকাল অন্নবস্ত্রের দুঃখে প্রাণে মরিয়াছি এখন আবার আপন ধন কোথায় রাখিয়া বুঝি আমার উপর দোষ দিতে আসিয়াছ আমি কিছু জানি না পরে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিবাতে পুত্র কহিল আমি প্রাতে বাহির হইয়াছিলাম এই আসিলাম তোমার ধন কি ছিল তাহাও জানি না ঘরের মধ্যেও কখন যাই নাই আপনি গোপন করিয়া কেন আমাকে মিথ্যা জিজ্ঞাসা করিতেছ, স্ত্রী পুত্রাদির এই প্রকার বাক্য শ্রবণমাত্র চিরঞ্জীব ক্ষিপ্তের ন্যায় হইল, এবং কিয়ৎকাল শোক চিত্তে উন্মত্ত হইয়া হাহাকার করত প্রাণ ত্যাগ করিল। অতএব কদাচ কৃপণতা করা কর্ত্তব্য নহে তাহা করিলে চিরঞ্জীবের দশাগ্রস্ত হইতে হয়।

পরহিতে রতি।

পর শব্দে অন্য হিত পদে উপকার, যে মনুষ্য সাধ্যানুসারে অন্যের উপকার করেন পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই পর হিতে রত কহেন, পরোপকারিতা স্বভাবসিদ্ধ মহদ্গুণ যেহেতু সাধুলোকেরা অন্যের শরীরে আঘাতের কিম্বা

অন্য প্রকার দুঃখের চিহ্ন দেখিলে আপনারা তাহাতে খেদিত হয়েন এবং অন্যের সুখ দেখিলেও তাহাতে আহ্লাদিত হইয়া থাকেন অতএব অন্যের সম্পদে যখন হর্ষ ও বিষাদে বিমর্ষ স্বাভাবিক দৃষ্ট হইতেছে তখন সাধ্যানুসারে পরের উপকার করাও স্বাভাবিক বটে এবং লৌকিক উদাহরণে ও দেখা যাইতেছে ধনি লোকেরা ধন দান দ্বারা অন্যের উপকার করেন এই কারণে উপকৃত ব্যক্তিরা বাধিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রত্যুপকার করিবার জন্য যত্ন করেন, আর যাহারা অন্যের উপকার করণে রত নহে তাহারদিগের উপকার করে না, পরস্পারের উপকারিতারূপ যে মহৎ সম্বন্ধ ইহাতে অন্ধ হইয়া যাঁহারা অন্যের উপকার করণে বিমুখ হয়েন তাঁহারা স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত করেন কিন্তু জ্ঞানি লোকেরা ঐ নিয়মের বিপরীত হইলে পরমেশ্বর সমীপে অপরাধি হওনের ভয়ে প্রাণপণ যত্নে উপকার করেন সাধ্যানুসারে কদাচ ত্রুটি করেন না প্রাণ দিয়াও পরের উপকার করিয়াছেন তাহার এক দৃষ্টান্ত এই যে।

শ্বেতদ্বীপ নামক রাজ্যেতে কীর্ত্তি সঞ্চয় নামে এক সদাগর ছিলেন তাঁহার পিতা যাবজ্জীবন বাণিজ্য দ্বারা বহু সম্পত্তি সঞ্চয় করত মরণ কালীন উপযুক্ত সন্তানকে কহিলেন; ওরে কীর্ত্তি সঞ্চয়, আমি বহুকষ্টে ধন সঞ্চয় করিয়াছি তাহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট, ধনোপার্জ্জন

বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবেক না আমি জীবনে জীবের উপকারার্থ অর্থ সামর্থ্য দ্বারা কোন প্রকারে যত্ন করিতে অবকাশ পাই নাই অতএব প্রাণ বিয়োগ সময়ে তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি তুমি আমার আজ্ঞাকে অবজ্ঞা না করিয়া কেবল পৃথিবীর উপকার বিষয়ে মনোযোগ করিবা আর আমার সঞ্চিত সম্পত্তির এক অংশ তোমার জীবন প্রতি-পালনার্থ রাখিবে অবশিষ্ট অংশ দয়া মনুষ্যাদির উপকারার্থে প্রদান করিবে বৃদ্ধ সদাগর এই রূপ সদুপদেশ বাক্যে সন্তানকে শিক্ষা দিয়া চক্ষু স্থির করিলেন পরে ঐ সন্তান পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপনানন্তর পিতার আজ্ঞা প্রতিপালনে নিযুক্ত হইলেন তিনি প্রথমতঃ রাজ্যের মধ্যে এই ঘোষণা প্রকাশ করিলেন যে কীর্ত্তি সঞ্চয় সদাগরের দ্বারা যদি কেহ কোন উপকার স্বীকার করেন তবে অ-বিলম্বে তাঁহার নিকট জ্ঞাত করিলে সদাগর সাধ্যানুসারে ত্রুটি করিবেন না, অনন্তর উক্ত প্রকার ঘোষণা শ্রবণে উপকারার্থিরা প্রত্যহ পিপীলিকা শ্রেণির ন্যায় সমাগত হইয়া সদাগরের নিকট যথা যোগ্য উপকার প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এই রূপে প্রতিদিন সাধ্যানুযায়ি উপকার করাতে কীর্ত্তি সঞ্চয় সদাগর যশোরাশি সঞ্চয় করিয়া জন মধ্যে প্রতিষ্ঠিত মহাজন হইলেন অনন্তর সদাগর চিন্তা করিলেন পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন জন্য যাহা উচিত তাহা নিযুক্ত কর্ম্মকারক লোক দ্বারাই সমাধা

হইবে আমি এপর্য্যন্ত কোন দেশ ভ্রমণ করি নাই অতএব ইত্যবকাশে কিয়ৎকাল দেশান্তর ভ্রমণ করিলে উত্তম হয়, পরে বিবিধ শাস্ত্রদর্শি মহাজ্ঞানি পুরোহিতকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সমীপে আত্ম নিবেদন প্রকাশ করিবাতে পুরোহিত কহিলেন, মহাশয় উত্তম পরামর্শ করিয়াছেন যদি আপনি দেশান্তর দর্শনে গমন করেন তবে আমিও আপনার সহিত যাত্রা করিতে প্রস্তুত আছি। পুরোহিতের বাক্য শ্রবণে আনন্দিত সদাগর সত্বর হইয়া সুপরীক্ষিত বিশ্বাসপাত্র প্রধান কর্ম্ম কর্ত্তাকে ডাকিয়া কহিলেন, হে বৎস, আমি কিয়ৎকাল বিদেশ ভ্রমণার্থ মানস করিয়াছি আমার তাবদ্বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ পূর্ব্বক নিয়মিত কার্য্য সকল তোমাকে নির্ব্বাহ করিতে হইবেক তাহাতে প্রধান কর্ম্মকারক প্রণত হইয়া উত্তর করিলেন, হে প্রভো, আপনি যে অনুগৃহীত দাসকে বিশ্বাস করিয়া তাবদ্বিষয়ের ভারার্পণ করিতেছেন ইহাতে অধীন ভৃত্য কৃতার্থ হইল কিন্তু বহুকাল বিলম্ব না করিয়া যাহাতে অবিলম্বে প্রত্যাগমন হয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা করিবেন অনন্তর সদাগর অনুচর লোক ও পণ্ডিত পুরোহিত সহ যাত্রা করিলেন এবং সদাগরের স্বর্ণমুখী তরণি সত্বরগামিনী হইয়া প্রথমতঃ উজ্জয়িনী দেশাভিমুখে গমন করিতে লাগিল এই রূপে ক্রমিক মাসদ্বয় গমনের পর সদাগর সমুদ্র ছাড়িয়া হারসন্তা নদীতে উপস্থিত হইলেন এবং চতুর্দ্দিগে হারাকারে বেষ্টিত

হারলতা নদীতে অত্যুজ্জ্বল উজ্জয়িনী রাজ্য দেখিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিলেন উজ্জয়িনী দেশীয় রাজা চন্দ্রধ্বজ চন্দ্রপুর নামক রাজধানীতে বসতি করিতেন, কীর্ত্তি সঞ্চয় সদাগর পুরোহিত সহিত এক দিবস রাজধানীতে ভ্রমণ করিলেন তাহাতে দেখিলেন রাজধানী সুশোভিতা বটে কিন্তু রাজার গুণগান তাদৃশ শুনিতে পাইলেন না ঐ রাজা রাজ্য শাসনবিষয়ে অত্যন্ত অনুপযুক্ত ছিলেন শুদ্ধ মহাবলপরাক্রান্ত বলিয়া প্রজারা তাঁহাকে ভয় করিত যে সকল বিষয়ে উক্ত রাজা প্রজার প্রতি অত্যাচার করিতেন তৎসর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অন্যায় এই ছিল যে তিনি রাজধানীর মধ্যে ভীমচণ্ডী নামে এক দেবী স্থাপন করিয়াছিলেন প্রতিমাসে নিয়মিত রাত্রিতে নরমুণ্ড দ্বারা চণ্ডীপূজা করিতেন তাহাতে রাজার অনুমতি ছিল ভীমচণ্ডীর মণ্ডপ সমীপে বলিদানার্থ দূতেরা পালা অনুসারে এক২ প্রজার পরিবার হইতে মাসে মাসে এক এক ব্যক্তি আনিত কিন্তু রাজা এই মাত্র তাঁহার সচ্চরিত্রের ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে প্রজারা যদি অন্য কাহাকে আনিয়া দিত তবে সেই ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতেন, দৈবায়ত্ত কীর্ত্তি সঞ্চয় সদাগর যৎকালীন রাজধানীতে ভ্রমণ করিতেছিলেন তৎসময়ে সমীপস্থ এক বাটীতে রোদন শব্দ শুনিলেন এবং সমীপবাসি লোকদিগকেও হাহাকার করিতে দেখিলেন তাহাতে সদাগর সমী

পন্থ এক বণিকের গৃহে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে বণিক তাবদ্ব্যক্তিকেই খিদ্যমান ও রোরুদ্যমান দেখিতেছি ইহার কারণ কি, বণিক উত্তর করিল মহাশয় কি এদেশের লোক নহেন বোধ হয় নূতন আসিয়াছেন, সদাগর কহিলেন হাঁ তাহাই বটে আমি এই প্রথম উজ্জয়িনীতে আসিয়া ভ্রমণ করিতেছি, তাহাতে বণিক বলিল মহাশয় আমারদিগের দুঃখের কথা কি জিজ্ঞাসা করেন যদি পান্থ যে বাটীতে ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন সেইখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই তাবদ্বিবরণ জানিতে পারিবেন সদাগর বণিকের উত্তর প্রাপ্ত হইয়া তথায় যাইলেন এবং রোদনের বিবরণ শুনিয়া অতি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন, পশ্চাৎ দেখিলেন রাজদূতেরা চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে এক বালককে বলিদান করণার্থ রাখিয়াছে তাহার জনক জননী চলৎশক্তিরহিত নয়নবিহীন প্রাচীন, তাঁহারদিগের আহার আহরণার্থ শুদ্ধ ঐ বালক মাত্র আছে তাহা দেখিয়া সদাগর খিদ্যমান হইয়া পুরোহিতকে কহিলেন ঐ এক প্রাণির বিনাশে নিরাশ্রয় বহু প্রাণির প্রাণ শেষ হইবেক কিন্তু যদি আমি তাহার প্রাণ বিনিময়ে আপনার প্রাণ অর্পণ স্বীকার করিয়া চণ্ডীমণ্ডপ সমীপে স্বীয় মুণ্ডদান করি তবে এই সকল দীন প্রাণিরা নৃপদণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাইবে, আর এক প্রাণ বিনিময়ে বহু জীবের জীবন রক্ষা হইবে ইহাতে পরমেশ্বর প্রসন্ন হইবেন ইহা অপেক্ষা

আমার প্রার্থনীয় পরোপকার কিছুই নাই কীর্ত্তি সঞ্চয় সদা গর পুরোহিতকে এই বাক্য বলিয়া পরমেশ্বরকে সাক্ষি করিয়া ধৃত ব্যক্তির জনকাদিকে কহিলেন, ওহে শোকা কুল প্রাণি সকল, তোমরা ক্রন্দন সম্বরণ কর; রাজ দূতেরা তোমারদিগের জীবনরক্ষককে চণ্ডীর সাক্ষাতে বলিদানার্থ উপস্থিত করিয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে আমার মুণ্ড চণ্ডীকে দিয়া তোমারদিগের প্রিয়তমকে মুক্ত করিতেছি, এই কথা বলিয়া সদাগর তৎক্ষণাৎ চণ্ডীসমীপে গমন করিলেন এবং সদাগরের চমৎকৃত কাণ্ড দর্শনার্থ নাগরিক লোকে রাও মহাজনতারূপে চণ্ডী বাটীতে শ্রেণীপূর্ব্বক দণ্ডায় মান হইল অনন্তর কীর্ত্তিসঞ্চয় লোকারণ্যমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া রাজদূত সকলকে কহিলেন; ওরে অনুচরগণ মহা রাজের সঙ্কল্প পালনার্থ তোমরা যাহাকে উপস্থিত করি য়াছ তাহাকে ত্যাগকর তাহার বিনিময়ে আমি স্বয়ং সমাগত হইলাম আমাকে বলিদান কর পরে উক্ত ব্যক্তিকে এক শত স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ বলিকাষ্ঠে আপন গলদেশ যোজন করিয়া কহিলেন হে পরমেশ্বর যদি পরোপকার করণ প্রিয়কার্য্য হয় তবে আমি এই উপকারকে পৃথিবী মধ্যে দুর্লভ জ্ঞান করিয়া তোমার প্রীত্যর্থ প্রাণত্যাগ করিলাম অনন্তর ভীম চণ্ডীর পুরোহিত যথাযোগ্য অর্চ নাদ করিয়া সদাগরকে বলিদান করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ

কীর্ত্তি সঞ্চয়ের মুণ্ডদানে যশোনিকর শোকতুণ্ডাগ্রে উড্ডীয়মান হইয়া ধরা মণ্ডল ব্যাপ্ত হইল।

পরানিষ্ট।

পরমেশ্বর স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে মনুষ্যকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিয়াছেন কারণ তিনি কৃপা করিয়া মনুষ্যকে জ্ঞান চক্ষুঃ দিয়াছেন তাহাতে মনুষ্যেরা পরমেশ্বরীয়কার্য্যসকল বিবেচনাপূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারেন, লৌকিক উদাহরণে ও যুক্তিতে বোধ হইতেছে পরমেশ্বর মনুষ্যের প্রতি এই আজ্ঞা করিয়াছেন যে মনুষ্যেরা সদসদ্বিবেচনা পূর্ব্বক আত্ম পর সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি করিয়া পৃথিবীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন যদিও সাধ্যানুসারে পরের উপকার করিতে অসমর্থ হয়েন তথাচ কোন প্রকারে অন্যের অনিষ্ট করিবেন না পরের অনিষ্ট করিলে পরমেশ্বরের নিয়মের বৈপরীত্য করা হয় অতএব তাঁহার নিয়মের বৈপরীত্যকারি মনুষ্যকে অবশ্যই তিনি দণ্ড করেন, লোকেও এরূপ দৃষ্ট হইতেছে রাজ্যের শাসন কর্ত্তারা কোন অভিনব নিয়ম করিলে প্রজারা যদ্যপি সেই নিয়ম উপেক্ষা করেন তবে রাজদ্বারে দণ্ডযোগ্য হয়েন, সেইরূপ এই পৃথিবী পরমেশ্বরের কৃত রাজ্য ইহাতে রাজ্যেশ্বর পরমেশ্বর তাঁহার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে তিনি অবশ্য দণ্ড করিতে পারেন এবং লৌকিকেও বিলক্ষণ দেখা যাইতেছে

অন্যের অনিষ্ট করিলে ইষ্টলাভ হয় না বরং অনিষ্টই ঘটে যদি কেহ ক্রূরভাব প্রযুক্ত অন্যের অনিষ্ট করে তবে অন্যেরাও অনিষ্টকারিকে নষ্ট করিতে চেষ্টিত হয়েন, দেখ সর্প ক্রূর স্বভাব প্রযুক্ত লোকের অনিষ্ট করে বলিয়া লোকেরা দর্শন মাত্রই সর্পকে বিনষ্ট করেন এইরূপ অন্যের অনিষ্ট করিলে তাহাতে স্বীয়ানিষ্ট নিশ্চিত আছে তাহার এক লৌকিক দৃষ্টান্ত পশ্চাৎ লিখিতেছি তাহা বিবেচনা করিবে।

কল্যাণ সিংহ নামে এক দস্যুরাজ, মহাবলপরাক্রান্ত ছিল পৃথিবীর মধ্যে কাহাকেও ভয় করিত না পাঁচলক্ষ বলবান দস্যু তাহার অনুচর ছিল, তাহারা মৃত্তিকার নিম্নভাগে মনোহর পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় থাকিত সময় বিশেষে রাজাদিগের নিকট পত্র লিখিয়া পাঠাইত, যে আমার-দিগের কিঞ্চিৎ টাকার আবশ্যক হইয়াছে অতএব তুমি অমুক দিবস অমুক সময়ে অমুক স্থানে এত লক্ষ টাকা পাঠাইবে, ইহাতে যদি অন্যথা হয় তবে এক সময়ে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে ইত্যাদি প্রকার পত্র লিখিয়া যাঁহার নিকট পাঠাইত, তিনি পত্র প্রাপ্তিমাত্র ভয়ে কল্যাণের আজ্ঞানুসারে নিয়মিত সময়ে লক্ষিত স্থলে নির্দ্দিষ্ট টাকা পাঠাইয়া দিতেন, যদি কেহ সেই পত্র হেয়জ্ঞান করিতেন তবে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব খোয়াইতে হইত এবং দুর্জ্জনেরা রাজধানীর সর্ব্বত্র অগ্নি দিয়া ক্ষণমধ্যে

ছারখার করিয়া প্রস্থান করিত, কল্যাণ সিংহের এই সকল প্রকার নির্দ্দয়কার্য্যে সকল লোক অস্থির হইলেন কিন্তু মহাবলপরাক্রান্ত দস্যুদলকে পরাভব করিতেকেহই সমর্থ হইলেন না তাহারা যে স্থানে বাস করিত তাহার সন্ধান কেহ জানিতেন না, তাহারা কোন দিবস কোন সময়ে আসিয়া বহুগ্রাম লুঠ করিয়া তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইত বিশেষতঃ তাহারদিগের সময় নিশ্চয় ছিল না, দিবা রাত্রের মধ্যে যে সময়ে সুযোগ দেখিত সেই কালেই গ্রাম লুঠিয়া লইত অতএব তাহারদিগের সন্ধান পাওয়াই দুর্ঘট ছিল পরে সাধারণ লোকেরা এবং নৃপতিরা যখন অত্যন্ত উৎপাতগ্রস্ত হইলেন তখন সকলে একত্র হইয়া দস্যু-দিগের বাসস্থান সন্ধান করিতে লাগিলেন কিন্তু অশেষ প্রকারে চেষ্টা করিয়া দেখিলেন কোন প্রকারেই সন্ধান পাইলেন না. ইতিমধ্যে বর্ষাকাল উপস্থিত হইল কিন্তু দৈবায়ত্ত্ব সেই বর্ষাকালে কল্যাণের অগ্রহত্তস হইল এবং সমরসিংহ নৃপতির নিকট দশলক্ষ টাকার নিমিত্ত উক্ত রীত্যনুসারে পত্র প্রেরণ করিল, কল্যাণের পত্র পাঠাইবার এই এক নিয়ম ছিল যে তাহার লোকেরা প্রকাশ হইয়া কাহার হস্তে পত্র দিত না, গোপনভাবে আসিয়া কোন প্রকাশ্য স্থানে পত্র রাখিয়া যাইত পরে যাঁহার নামে শিরনামা দেওয়া থাকিত তিনি পাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে টাকা পাঠাইয়া দিতেন, সমরসিংহ রাজা ও সেই রীত্যনুসারে

টাঙ্কিত পত্র সিংহাসনের নিকট প্রাপ্ত হইলেন এবং পাঠ করিয়া সহকারি ভূপালদিগের নিকট তৎক্ষণাৎ সম্বাদ পাঠাইলেন তাহাতে সর্ব্বসাধারণের পরামর্শে স্থির হইল কল্যাণ সিংহ যে স্থানে টাকা রাখিবার নিমিত্ত লিখিয়াছে তৎস্থানে অনুচর প্রেরণ করা যায় এবং অনুচরেরা গোপন ভাবে থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট কালে আদিষ্ট স্থলে কোন দিগ হইতে লোক আসিয়া কোন দিগে কোথায় গমন করে মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা সন্ধান করিয়া সমাচার দেয় পরে তাহাই হইল এবং সকলে সন্ধান পাইলেন যে কল্যাণ সিংহ বান্ধবগণ সহিত মৃত্তিকার নীচে বসতি করিতেছে অতএব সকল রাজারা সৈন্য সামন্ত সহকারে দেখিলেন সেই স্থানের চারিদিগে সুড়ঙ্গ আছে তাহার মুখ প্রস্তর ময় কপাটে রুদ্ধ সেই কপাট মুক্ত করিয়া দস্যুরা যাতায়াত করে পরে নৃপতিরা সুড়ঙ্গদ্বার ভঙ্গ করিয়া চারিদিগে পুরী মধ্যে বারুদ পূরিতে লাগিলেন এবং উত্তম রূপে বারুদ পূরিয়া অগ্নি দিলেন তাহাতে সঙ্গিগণ সহকারে কল্যাণ সিংহের সংহার হইল, ইহার তাৎপর্য্য এই যে পরানিষ্টকারি দুষ্ট লোকের কুত্রাপি নিস্তার নাই, পাঁচ লক্ষ অনুচরের অধিপতি হইয়া কল্যাণ সিংহ মৃত্তিকার নীচে বাস করিয়াছিল তথাচ পরিত্রাণ পাইল না, পরানিষ্ট জন্য দোষে দল বল সহিত বিনষ্ট হইল অতএব পরের অনিষ্টাচরণ কোন প্রকারেই কর্ত্তব্য নহে।

প্রতারণা বিষয়ক।

যে কোনরূপে পরের অন্যথা করণকে প্রতারণা কহা-যায় অর্থাৎ কোন যৎসামান্য বস্তুকে সুদৃশ্য রঙ্গাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া বহুমূল্য দ্রব্য বলিয়া যে বিক্রয়াদি করণ তাহার নাম প্রতারণা। সেই প্রতারণা দ্বিবিধা হয় প্রথমতঃ যথার্থ বাক্যপ্রয়োগ করিয়াও পরের ফলাপলাপ করণ অথচ আপন কার্য্যসাধন, যথা যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির নিকট যাইবার নিমিত্ত নিযুক্ত হয় আর সেই ব্যক্তি সেস্থানে না যায় কিন্তু নিযোক্তাকে কহে মহাশয় আমাকে যাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন তিনি ঘরে নাই আর যে ব্যক্তির নিকট যাইবার নিমিত্ত প্রথম ব্যক্তি নিযুক্ত হয় সেই ব্যক্তি যদি তৎকালে আপনার গৃহে না থাকে তবে নিযুক্ত ব্যক্তির বাক্য ফলেহ সত্য হইয়া উঠে এবং তাহার আপন কার্য্য সিদ্ধি অর্থাৎ বেতন প্রাপ্তিও হয় কেবল নিযোক্তার ফলাপলাপ হইয়া যায়।

দ্বিতীয়। মিথ্যা কথন দ্বারা অপরের ফলের বিনাশ করণ এবং স্বকার্য্য সাধন, যথা যদি কোনব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে অন্যের যথার্থ প্রাপ্য বস্তুর হানি হয়বে এবং মিথ্যাসাক্ষ্য দাতার আপনার অর্থলাভ হয়।

তৃতীয়। সাঙ্কেতিক ব্যাপার দ্বারা অপরের কার্য্য হানি করণ এবং আপনার ইষ্ট সাধন, যথা, যদি কোন বাটীতে দস্যুগণ আইসে এবং কোন ব্যক্তি কোন সাঙ্কেতিক

ব্যাপার দ্বারা অর্থাৎ কোন খড়গাকৃতি কাষ্ঠাদি দ্বারা সেই দস্যুগণকে নিবারণ করে তবে দস্যুগণের ইষ্ট বিনাশ এবং গৃহস্থের ইষ্ট সিদ্ধি হয় সাঙ্কেতিক ব্যাপারে যে প্রতারণা করণ ইহাতে কখন অনিষ্ট দূর হয় কখন বা অনিষ্ট ঘটিয়া উঠে, দেখ যে সাঙ্কেতিক ব্যাপারে দস্যু গণকে দূরকরা যাইতে পারে সেই সাঙ্কেতিক ব্যাপারেই মন্দ ঘটে অর্থাৎ যদি কোন মদ্যপায়ী ব্যক্তি কোন সচ্চরিত্র অমদ্যপ ব্যক্তিকে মদ্যপানার্থ যাইবার নিমিত্ত সঙ্কেত করে আর সেই সচ্চরিত্র ব্যক্তি তাহা না বুঝিতে পারিয়া তাহার সমভিব্যাহারে যায় তবে সঙ্কেত বোদ্ধা তৃতীয় ব্যক্তি সেই অমদ্যপ সচ্চরিত্র মান্যবর ব্যক্তিকে মদ্যপ বোধে অশ্রদ্ধা করে।

এই প্রতারণা কেবল মোহ দ্বারাই জন্মিয়া থাকে ইহাতে অপমানাস্পদ ও অবিশ্বাস পাত্র হইতে হয়, এই ত্রিবিধা প্রতারণার মধ্যে মিথ্যাকথন দ্বারা যে জন প্রতারণা করে সে ব্যক্তি অতি নিন্দনীয়, কারণ ইহাতে প্রতারণা ও মিথ্যাকথা এই উভয়ের যোগ আছে তাহাতে মিথ্যাকথা অবশ্য প্রকাশিতা হইয়া প্রবঞ্চকের অনিষ্ট করে। যেমন কর্মকার হইতে অস্ত্র জন্মিয়া সেই কর্ম্মকারকে ছেদন করে তাহার ন্যায় প্রতারকের প্রবঞ্চনা প্রকাশিতা হইয়া তাহারি হানি করে। আর প্রবঞ্চনায় রাজদণ্ড ও পরমে- [illegible] সমীপে অপরাধ জন্মে।

প্রতারণা বিষয়ে উদাহরণ তারাপুর বাসি তারাচন্দ্র নামক একব্যক্তি সতত প্রতারণারত পরাবত্ত প্রবঞ্চক ছিলেন তিনি এক অতি ধনী সাধু সমীপে সমাগমন পূর্ব্বক কহিলেন মহাশয়সমীপে আমার আগমনের কারণ এই যে পৃথিবী মধ্যে এক্ষণে প্রায় সকল মনুষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছে অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলাম কেবল মহাশয় সাধুমাত্র আছেন আর কেহ নাই ইহাতে আপনার ধর্ম্মরক্ষার্থ মহাশয়কে আশ্রয় করিলাম, এই কথা বলিয়া অতি সাবধানে সাধুসম আচারে ঐ সাধু সমীপে বাস করিতেন কিয়ৎকাল বিলম্বে তাহার প্রতি ঐ সাধুর শ্রদ্ধা জন্মিয়া তাহাকে সকল ধনাদি অর্পণ করিলেন প্রতারক প্রতিদিন কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া অতি গুপ্তস্থানে রাখিতেন কিন্তু প্রতিদিন সাধু সমীপে বিষয়ের আয় ব্যয় দেখাইয়া প্রতারক বলিতেন যে এতসংখ্যক মুদ্রা গোপনে রাখিয়াছি কিছু সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি। পরে কিয়ৎকাল বিলম্বে ঐ সাধু সমীপে অন্য এক প্রতারক আগত হইয়া সাধুর সতত প্রিয়কার্য্যাচরণ দ্বারা অতিশয় প্রিয় হইল কিন্তু এই প্রতারক প্রায় সকল কার্য্য সঙ্কেত দ্বারা সম্পন্ন করিত এইরূপে সাধুকে সংকেত পূর্ব্বক কহিত যে এই স্থান হইতে এত অর্থ স্থানান্তরে প্রেরিত হইবে তাহাতে সাধুর বোধ হইল যে দেশান্তরীয় বিষয় রক্ষার্থ অর্থ প্রেরিত হইবে ইহাতে তিনি অনুমতি

করিলেন অতএব ঐ প্রতারক আত্মপক্ষীয় লোকদ্বারা স্বীয় গৃহে অর্থ প্রেরণ করিল এবং পূর্ব্ব প্রতারকও গোপনীয় অর্থ আপনার বাটীতে পাঠাইতে লাগিল অনন্তর তৃতীয় এক প্রতারক আগত হইয়া সাধুর অনুবৃত্তি করিতে লাগিল এবং সেই সেবায় সাধু সন্তুষ্ট হইলেন তাহাতে অর্থ সম্বন্ধীয় যদি কোন কার্য্যের ভার ঐ প্রতারক পাইত তবে সকল অর্থ স্বীয়গৃহে পাঠাইয়া সাধুসমীপে বলিত যে অর্থ আনয়ন করিতে ছিলাম পথিমধ্যে কান্তারবাহিনী নদী পার হইতে অর্থ নৌকাসহ জলমগ্ন হইয়াছে কেবল আমি রক্ষা পাই য়াছি কখন বা কহিত পথিমধ্যে দস্যুতে অপহরণ করিয়াছে এইরূপ আচরণ করিতে২ কিছুকাল পরে প্রকাশ পাইলে সাধু রাজসমীপে ঐ প্রতারককে বদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিলে রাজা তাহাকে কারাগারে যাবদায়ু রাখিতে অনুমতি করিয়া অনুসন্ধান দ্বারা ঐ প্রতারকের বাটী নিশ্চিত করিয়া সাধুর ধন সাধুকে প্রদান করাইয়া অন্য বিষয় রাজদণ্ডে রাজা লইলেন ।, পরে সাধুর মন্ত্রী প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতারকের প্রতি সংশয় জন্মাইয়া দিলে তাহা দিগের প্রতারণার অনুসন্ধান না করিতে পারিয়া সাধু সন্দেহ প্রযুক্ত তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন এবং তাহারা স্বীয় ২ দেশে সমাগত হইল অনন্তর তাহাদি গের দেশীয় লোকেরা এই সকল বৃত্তান্ত শুনিলেন তাহাতে তাহাদিগের প্রতি কেহ বিশ্বাস করিতেন না ।

পরে ক্রমেং তাহাদিগের অর্থ রাজদণ্ডাদি দ্বারা বিনাশ পাইলে তাহারা অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে লাগিল।

অন্তঃকরণ নির্ম্মলতার উপায়।

অন্তঃকরণ শব্দে মন তাহাতে মল যোগ অসম্ভব কারণ মন নিরাকার সর্ব্বদা শুদ্ধ তাহাতে কোন বস্তু সংযুক্ত হইতে পারে না কিন্তু তাহার সংযোগ সর্ব্বত্র হয় যেমন পদ্মপত্রের উপর যদি জল থাকে তবে সেই জল তাহাতে সংলগ্ন হয় না তাহার ন্যায় মনে কোন বস্তু লগ্ন হয় না তবে যে তাহার নির্ম্মলতা অর্থাৎ মলশূন্যতা সে শুদ্ধ কার্য্য দ্বারা হয় প্রতারণা ও মিথ্যা চৌর্য্যাদি দুষ্কর্ম্মে রত যেব্যক্তি তাহার মনেতে মলের আরোপ করা যায় অর্থাৎ মলযুক্ত বলা যায় এবং দান দয়াদি উত্তম কার্য্যে রত যে জন তাহার মন নির্ম্মল যেমন শূন্যভাগ প্রায় সকল বস্তুতে আছে কিন্তু শূন্য ভাগকে কোন বস্তু স্পর্শ করিতে পারে না এবং সেই আকাশকে পিত্তাদি দোষ প্রযুক্ত পীত বর্ণাদি দেখা যায় তদ্রূপ মন সমল দৃষ্ট হয় সেই নির্ম্মলতার উপায় কেবল সৎসংসর্গ ও সদালাপ সৎক্রিয়া দয়া ক্ষমা ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা সভ্যতা বিদ্যা ইত্যাদি। অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইলে পরমেশ্বর সাক্ষাৎকার হয় যেমন নির্ম্মল আদর্শে প্রতিবিম্ব উত্তমরূপে দৃষ্ট হয় তাহার ন্যায় নির্ম্মল অন্তঃকরণে পরমেশ্বর দৃশ্য হন অর্থাৎ প্রকাশ

পান এবং জ্ঞান জন্মে, যেমন মৃৎপ্রস্তরাদিদ্বারা আচ্ছন্ন যে বীজ তাহার অঙ্কুরোদয় হইতে পারে না, কিন্তু আচ্ছন্ন না থাকিলে অঙ্কুর উদিত হইয়া প্রকাশ পায় তাহার ন্যায় মন মলের দ্বারা আচ্ছন্ন হইলে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ পায় না কিন্তু নির্ম্মল হইলে অতি সূক্ষ্মতম পদার্থ প্রকাশিত হয় এবং সকল সৎলোক সহ মিত্রতা জন্মে যেমন ঘটোপাধিস্থ শূন্যভাগ ঘট বিনাশে মহাশূন্যে মিলিত হয় তাহার ন্যায় অন্তঃকরণের কুকর্ম্মরূপ উপাধির বিনাশে মন নির্ম্মল হয়। আর মন নির্ম্মল হইলে ব্যক্তি সকল সকলের প্রিয় আহ্লাদ প্রদ হয় যেমন উত্তম পরিষ্কৃত স্থান ও দ্রব্য সকলের প্রিয় ও আহ্লাদ জনক হয় আর যেমন বিমল দিব্যচক্ষুর্দ্বারা অতি ক্ষুদ্র অক্ষর প্রভৃতি দৃষ্ট হয় সেই মত অতিসূক্ষ্ম সাধারণ বস্তু জ্ঞান গোচর হয়।

অন্তঃকরণ নির্ম্মলতার উপায়ের উদাহরণ। সূরশা দেশে কুন্তলক ও সুরস নামে দুই ভ্রাতা ছিলেন তাহার মধ্যে কুন্তলক অতি কুটিল সর্ব্বদা সকলের অনিষ্টকারী এবং কোন মনুষ্যের সহিত বন্ধুতা ও প্রীতি ছিল না আর সুরস দয়া প্রভৃতিতে যুক্ত অতি নির্ম্মলান্তঃকরণ ছিলেন কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে কুন্তলক দেখিলেন যে ভ্রাতা আপনার তুল্য নহেন ইহাতে কুন্তলক ভ্রাতার সহিত বিভক্ত হইলেন পরে কুন্তলক কেবল সর্ব্বদা পরানিষ্ট ও কলহ ইত্যাদিতে রত তাহাতে সকল ব্যক্তি সহ শত্রুতা হইবায়

তাহার সর্ব্বত্র অপমান ও সর্ব্বদা নানাদুঃখ ও অন্নাভাব হইল।

সুরস ক্রমেং জনগণ সমীপে অতি মান্যতাও জ্ঞানপ্রাপ্ত হইলেন এবং ক্রমশ তাঁহার দয়াদির আধিক্য হইতে লাগিল অতএব দেখ অন্তঃকরণ নির্ম্মলতাহেতু কি কি প্রাপ্ত না হইলেন, পরে কুন্তলক অন্নাভাবে সপরিবারে অতিক্ষীণ কলেবর মৃতপ্রায় হইয়া সুরসের শরণাগত হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন তথাপি স্বীয়ধর্ম্ম পরিত্যাগ করণে সমর্থ হইলেন না, হে বালকগণ তোমরা মনকে নির্ম্মল করণের চেষ্টা করহ বিশেষত ইহাতে মিত্রতা লাভ হয়।

মিত্রপ্রাপ্তি।

যেমন সুবর্ণ তাম্রাদি সহ মিলন হইলে আপনি দ্রব হইয়াও বন্ধু যে তাম্রাদি তাহাকে রক্ষা করে তদ্রূপ যে ব্যক্তি স্বার্থ উদ্দেশ না করিয়া কেবল পরার্থ ধন প্রাণ মান দান করেন তাঁহার নাম মিত্র কিন্তু সমদর্শী রীতি নীতিজ্ঞ সহিষ্ণুতা শক্তিযুক্ত সত্য জ্ঞানী পরমেশ্বর নিষ্ঠ যেজন তিনিই মিত্রের উপযুক্ত হয়েন। মিত্রের উপকার বাক্য মন কায় দ্বারা অবশ্য কর্ত্তব্য। সেই মিত্রের যে লাভ তাহার নাম মিত্র প্রাপ্তি। দান দয়া শীলতা নম্রতা স্নেহ ভক্তি প্রভৃতি কেহই মিত্রতারপ্রতি কারণ নহে কেবল অন্তঃকরণের স্বচ্ছলতা ও বিপদ কালেপরিত্রাণই প্রধান

কারণ, স্ত্রী ও পুত্রাদির প্রীতি কোন কালে হ্রাস পায় কিন্তু মিত্রের প্রীতি কদাচ প্রচলিতা হয় না যেমন দুগ্ধ ও শর্করা অবসান পর্য্যন্ত প্রণয় ত্যাগ করে না আর মিত্র অতি দূরে থাকিলেও আপদ হইতে রক্ষা করত আহ্লাদিত করেন যেমন চন্দ্র ও সূর্য্য অতি দূরে থাকিয়াও কুমুদ ও পদ্মের আহ্লাদ জন্মিয়া দেন। এবং সন্মিত্র সহ মিত্রতা নাশের প্রতি কারণ, মিত্রের অসাক্ষাতে কিম্বা সাক্ষাতে ছলপূর্ব্বক তাহার স্ত্রী দর্শন তুচ্ছতা ও কুটিলতা মিত্রধনে লোভ ইত্যাদি। খলাদির সহিত মিত্রতা করণে বহুদোষ অতএব তাহাদিগের সহিত কদাচ মিত্রতা করিবেক না দুষ্টখল প্রভৃতি উপকার স্মরণ করে না এবং স্বাভাবিক কুবুদ্ধি হেতু মিত্রের অনিষ্ট করে বরং বিকৃত হইবার সম্ভাবনা যেমন দুগ্ধ গোমূত্র সহ মিলনে তৎক্ষণাৎ বিকৃতিকে পায় আর দেখ অতি প্রখর কর দিবাকরের করে অতি কোমলা কমলিনী প্রফুল্লা হয় কিন্তু অতি সুকোমল কুৎসিত শিশির সহ মিলনে বিনাশ পায়। বরং সর্প ব্যাঘ্রাদি হইতে কদাচিৎ পরিত্রাণ পাওয়া যায় তথাপি খল দুষ্ট মিত্র হইলে তাহা হইতে প্রাণ রক্ষা পায় না যেমন বণিক্ তনয় খল সহ মিত্রতায় ধন ও প্রাণ হারাইলেন। আর এই এক আশ্চর্য্য যে অন্যান্য সমান ধর্ম্মাক্রান্ত যাহারা তাহাদিগের পরস্পর এমত প্রীতি হয় যে পরস্পরে প্রাণ দান করিতে পারে কিন্তু দুষ্ট ও খলাদির পরস্পর কখন

মিলন হয় না। এবং সকল ব্যক্তিরই উচিত যে সকল ব্যক্তি সহ মিত্রতা করেন মাতা পিতা ও মিত্র যেমন উপকারক প্রাণদাতা ধন ত্রাতা জন প্রতিপালয়িতা এমত আর কেহ নাই। স্বদেশে বা বিদেশে যাহার মিত্র নাই তাহার জীবন বিফল। আর দেখ সহোদর সহ কদাচিৎ চিত্তের বিচ্ছেদ জন্মে কিন্তু মিত্র সহ কদাচ অপ্রীতি হয় না। আর মিত্র হইতে ধন মান সুখ্যাতি সম্পত্তি জ্ঞান পরম জ্ঞান প্রাপ্তি প্রাণরক্ষা জাতিলজ্জা সকলি রক্ষা পায়। মিত্রের কোন দোষ বোধ হইলে কদাচ অন্যত্র প্রকাশ করিবে না কেবল সেই মিত্রকে কহিবে কেন না নিন্দা অসাক্ষাতে অন্য সহ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে বিশেষতঃ শ্রেষ্ঠ ধন, রাজার ও পিতা মাতার এবং মিত্রের অপমান ও নিন্দা গৃহ বিচ্ছেদ ও পরিজনের দোষ অতি যত্নে গোপন করিবে। দেখ মিত্রতায় চাণ্ডালোত্তম যেমত উদ্ধার হইল উদাহরণ দ্বারা তাহা দর্শান যাইতেছে।

শ্বেত গঙ্গাতীরে চণ্ডালোত্তম নামে একব্যক্তি ছিলেন তিনি সর্ব্বদা বনে২ ভ্রমণ করিতেন একদিবস সর্ব্বনামক এক ব্যক্তির সহিত তথায় তাঁহার সাক্ষাৎ হইল তাহাতে তিনি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাহাকে অতি আদরে আহ্বান করিলেন পরে সর্ব্ব তৎসমীপে সমাগত হইয়া পরস্পরে আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইলেন অনন্তর উভয়ের

রীতিবর্গ সন্দর্শনে উভয়ে প্রীত হইয়া পরস্পর মিত্রতা করিলেন পশ্চাৎ উভয়ে ফলাদি আহরণ পূর্ব্বক পরম আহ্লাদে আহার করিয়া তৃপ্তি পাইলেন এবং চণ্ডা-লোত্তম সর্ব্বের বাটী যাইয়া সেই দিবস সেইস্থানে রহি-লেন সর্ব্ব চণ্ডালোত্তমকে নানা সদুপদেশ দিলেন এবং যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে অধ্যয়নাদি করাইলেন তাহাতে চণ্ডালোত্তম ধর্ম্মিষ্ঠ ও জ্ঞানবান হইলেন এবং রাজসমীপে অতি মান্য হইয়া অনেক অর্থোপার্জ্জন করিলেন অতএব তাঁহার অতিশয় ধন ও সুখ ও সর্ব্বত্র মান্যতা হইল সর্ব্ব একদিবস চণ্ডালোত্তম গৃহে যাইলেন কিন্তু সেই দিবস নিশিযোগে কত গুলি দস্যু মিলিত হইয়া চণ্ডালোত্তমের বাটীতে প্রবেশ করিলে সর্ব্ব তাহা জানিতে পারিয়া চণ্ডালোত্তম ও তাহার পরিবার গণকে অন্তঃপুর দ্বার দিয়া অতি গুপ্তস্থানে লইয়া যাইলেন পুনর্ব্বার চণ্ডালোত্তমের গৃহে আসিলেন এবং যাবদীয় রত্ন ও ধন লইয়া বন্ধন পূর্ব্বক কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু সামান্য বস্তু রক্ষার্থ সর্ব্ব যত্ন পাইতেছিলেন এমত সময়ে দস্যুগণ অন্তঃ পুরে প্রবেশ পূর্ব্বক সর্ব্বকে ধরিল তাহাতে সর্ব্ব বলিল অহে ভ্রাতৃগণ আমাকে তোমরা কিনিমিত্ত ধরিয়াছ আমি চোর চুরি করিতে আসিয়াছি দেখ গৃহস্থের সমস্ত বস্তু লইয়া যাইতেছি তাহাতে তাহারা বিবেচনা করিল যে এই ব্যক্তি চণ্ডালোত্তমের পরিজনমধ্যে কেহ নহে

ইহাতে তাহাকে আঘাত পূর্ব্বক ছাড়িয়া দিল কিন্তু সর্ব্ব দস্যুদিগকে কহিলেন আমি সামান্য চোর অতএব তোমরা যদি কৃপা কর তবে সামান্য বস্তু লইয়া প্রস্থান করি আর বোধ হয় তোমাদিগের ভয়ে গৃহস্থেরা পূর্ব্বেই প্রস্থান করিয়াছে অপহরণের এমত সময় আর পাওয়া যাইবেক না এবং তোমরা দস্যুগণ অতএব তোমরা বিশেষ বস্তু লইয়া যাও অনন্তর সামান্য বস্তু লইয়া এক পুষ্করিণী মধ্যে রাখিয়া সর্ব্ব লুকাইত হইলেন কিন্তু দস্যুগণ গৃহাদি অন্বেষণে কিছুই পাইল না শূদ্ধ বার্টীর ইতস্তত স্থানে গৃহস্থদিগকে অন্বেষণ করিতে২ নিশা অবশেষ হইল সুতরাং দস্যুগণ প্রস্থান করিল অনন্তর সর্ব্ব চণ্ডালোত্তমকে সপরিবারে গৃহে আনিলেন এবং সকল রত্ন ধন ও সামান্য বস্তু দেখাইয়া দিলেন। দেখ সর্ব্ব এতকষ্ট পাইয়াও চণ্ডালোত্তমকে উদ্ধার করিলেন।

মিত্র বিশেষ কথন।

মিত্র দ্বিবিধ সৎ, অসৎ, প্রয়োজনিক, স্বার্থ উদ্দেশ শূন্য কেবল প্রীতি হেতু সৎকার্য্যে প্রবৃত্তিদায়ক সদন্বেষণ কারী যে ব্যক্তি প্রাণদান করিয়া ও মিত্র কার্য্যের উদ্ধারক হয়েন তাঁহাকে সন্মিত্র কহাযায় যেমন অসার কদলীবৃক্ষ ফলযোগে নম্রতা পায় তাহার ন্যায় সন্মিত্র সংযোগে অতি অসার কুকর্ম্মাচারি নির্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিও নম্র হয়। এবং ফল বিশেষ সম্বন্ধে নির্ম্মলতা ও হিম

যোগে যেমত জলের মধুরতা জন্মে সেইরূপ সন্মিত্র সহ মিলনে অত্যন্ত কঠিনহৃদয় ব্যক্তিও নির্ম্মল হয় এবং অতি কঠোরভাষীও মধুর বাক্যযুক্ত হয়। দেখ যেমন সূর্য্যকর সম্বন্ধে পৃথিবীস্থ তাবৎ বস্তু প্রকাশিত হয় সেই প্রকার সন্মিত্র সংসর্গী অতি মূঢ় ব্যক্তিরও যাবতীয় পদার্থ দৃষ্টি গোচর হয় আর প্রাণনাশক পীড়া যেমন ঔষধ বিশেষ দ্বারা শমতা পায় তদ্রূপ কোন প্রাণঘাতক ব্যাপার উপস্থিত হইলেও সন্মিত্র দ্বারা তাহার শান্তি জন্মে। যেমন বিদ্যাযুক্ত জন স্বীয় অর্থব্যয় ও পরিশ্রম দ্বারা অন্যের বিদ্যা জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করে তাহার ন্যায় সন্মিত্র আত্ম কায়িক আর্থিক চেষ্টা দ্বারা মিত্রের সম্পত্তি করিয়া দেন দেখ অদ্যাপি যদি এক রাজার রাজান্তর সহ মৈত্রীভাব থাকে আর সেই মিত্র রাজা বিপদে পড়ে তবে পূর্ব্বোক্ত রাজা স্বীয় সৈন্য ও অর্থদ্বারা শত্রুবধ পূর্ব্বক মিত্র রাজাকে রাজ্য প্রদান করেন।

স্বার্থ উদ্দেশ থাকুক কিম্বা নাই থাকুক মিত্রের হিতাকাঙ্ক্ষা যেজন না করে এবং অনিষ্ট দর্শন বা চিন্তন অথবা আচরণ করে এবং মিত্রকৃত উপকার অমান্যকরে যে ব্যক্তি তাহাকে অসন্মিত্র কহা যায় এবং তাহা হইতে সতত অনিষ্ট জন্মে সিংহ ব্যাঘ্রাদি হইতে যেমন ভয় জন্মে অসন্মিত্রকে ততোধিক ভয় করিতে হয়, কারণ সিংহ ব্যাঘ্রাদি শুদ্ধ দুর্গবর্ম্ম পাইলে ভক্ষণ করে কিন্তু

কুমিত্র যাবতীয় রীতি নীতি পথ জ্ঞাতা অতএব অনায়াসে সর্ব্বদা বিনষ্ট করিতে পারে যেমন সপ শাবককে পোষণ করিলে সে সপ প্রাণ নাশ করে তাহার ন্যায় কুমিত্র প্রাণ নাশক হয় এবং যদ্রূপ মূষিক কারণ বিনা শয্যাদি ছেদন করে তাহার ন্যায় প্রয়োজন ব্যতিরেকে কুমিত্র ইষ্ট ধ্বংস করেন এবং যেমন মেষ শৃঙ্গ সংযোগে হীরক চূর্ণ হয় তাহার ন্যায় কুমিত্র যোগে অর্থ বিনাশ পায় এবং সর্ব্বদা কুৎসিত বিষয় চিন্তনে যে প্রকার বুদ্ধির স্থূলতা জন্মে তাহার ন্যায় কুমিত্র সহবাস করিবায় বুদ্ধি স্থূল হইলে আত্ম হিতাহিত কিছুই দর্শন করিতে পারা যায় না যেমন অস্পৃশ্য বস্তু সংযুক্ত হইলে উত্তম দ্রব্য অগ্রাহ্য হয় তাহার ন্যায় কুমিত্র সংযোগ হইলে ব্যক্তি সকল সর্ব্বজন সমীপে সর্ব্বদা অগ্রাহ্য থাকে, যেমন দারিদ্র্যাদি প্রবলতর একেং দোষ সকল গুণকে বিনষ্ট করে এবং যেমন বহুতর অত্যুত্তম বহুমূল্য সামগ্রী অস্পৃশ্য কিঞ্চিদ্দ্রব্য যোগে বিনষ্ট হয় আর যেমন দুগ্ধ হ্রদে বিন্দু পরিমিত গোমূত্র সম্বন্ধ হইলে যাবতীয় দুগ্ধ বিনাশ পায় তাহার ন্যায় কুমিত্র সহ সম্বন্ধে বহুতর গুণ যুক্ত জনকে অপকৃষ্টত্ব পাওয়ায়। যেমন এক বৃক্ষোপরি কুবৃক্ষ অথবা কুলতা হইলে সেই বৃক্ষকে নষ্ট করে তাহার ন্যায় কুমিত্র সদ্ব্যক্তির প্রাণ নাশ করে, যেমন

শোভাঞ্জন বৃক্ষ যাবদীয় বৃক্ষের রস শুষিয়া লয় তাহার ন্যায় এক কুমিত্র সকল সার রস গ্রহণ করে। আর যেমন তৈল সকল বস্তুর গন্ধকে অপহরণ করে তাহার ন্যায় কুমিত্র তাবৎ সুখ্যাতিকে অপহরণ করে। বায়ু আদি পীড়ায় যেমন অতি বিজ্ঞ কার্য্যক্ষম মনুষ্য সর্ব্বকার্য্য বহিষ্কৃত হয় তাহার ন্যায় কুমিত্র যোগে অতি কার্য্যদক্ষ মনুষ্য সকলও কর্ম্মের অযোগ্য হয়েন আর যে প্রকার মদ্যোদি পানে মত্ত হইলে কুকর্ম্মাচারী হয় সেইরূপ ব্যক্তি সকল কুমিত্রের কুমন্ত্রণায় মত্ত হইয়া কুকর্ম্মাচরণ করে।

যেজন অর্থপ্রাপ্তির জন্য মিত্রতা করে তাহাকে প্রায়োজনিক মিত্র কহা যায় এই মিত্র দ্বারা কোন উপকার জন্মে না ইনি কেবল মিত্রপদে কথিত হয়েন মিত্র ধর্ম্ম ইহাতে কিছুই থাকে না যাবৎকাল অর্থ প্রাপ্তি হয় তাবৎ মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করেন তাহা ক বরং লোভী মিত্র বলা যায় কিন্তু লোভী মিত্রের পরম রিপু লোভদ্বারা কদাচ মিত্রতা ধর্ম্ম রক্ষা পায় না লোভী ও শঠ ও কুকর্ম্মী মিত্র হইতে কদাচ মঙ্গল হয় না অতএব ঐ সকল মিত্রকে পরিত্যাগ করিবেক যদ্যপি ইহারা কদাচিৎ মহোপকার করে তথাপি তাহাদিগের সহিত মিত্রতা করিবে না তবে উপকার মাত্র মান্য করিবে যেমন লোভী কুকুর ভ্রমণ করিতেই গৃহস্থ কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হইলে তাহার গৃহমধ্যে গমন করিয়া

সকল বস্তুকে বিনষ্ট করে তাহার ন্যায় লোভী মিত্র হইতে হয় আর যেমন বিষযুক্ত সর্প কোনরূপে পন্থা পাইলে পোষককে দংশন করে তাহার ন্যায় পন্থা পাই- লেই শঠ মিত্র হঠাৎ অনিষ্ট করে। আর কুকর্ম্মাচারী মিত্রের অসাধ্য কি আছে অতএব লোভী মিত্র কেবল অর্থাদি আকাঙ্ক্ষা করে কিন্তু তাহা হইতে কোন মিত্র কার্য্য হইতে পারে না।

এতদ্ভিন্ন যে কোন কার্য্যে উপকার কারী যে মনুষ্য তাহাকে মিত্র বলা যায় কিন্তু তত্তৎ কার্য্য বিশেষে মিত্রের সেইং নাম হয় যেমন পরমেশ্বর বিষয়ক কার্য্যে কোন উপকার করিলে তাহাকে পরমার্থ মিত্র বলা যায় এবং বিষয় বিষয়ে উপকারী যে জন তাহাকে বিষয় মিত্র কহা যায় পথিমধ্যে কোন বিষয়ে উপকারক ব্যক্তিকে পথি মিত্র বলে ইত্যাদি নানা প্রকার মিত্র হয় ইহাতে কুকু- রাদিতেও মিত্রতা থাকে এবং অর্থ ফুরাইলেই প্রায়োজ- নিক মিত্রের সহিত কদাচ মিত্রতা থাকিতে পারে না। কিন্তু সেই মিত্র সকল সৎ কিম্বা অসৎ অথবা শঠ বা লোভী যেরূপ হউন না কেন তাহাদিগের মিত্র কার্য্যের উপকার অবশ্য মানিতে হয় যদ্যপি মান্যতা না করা যায় তবে উপহাস এবং নিন্দা ও তুচ্ছতা পাইতে হয় আর কদাচ কেহ উপকার করে না বরং এক প্রকার কৃতঘ্ন মধ্যে গণ্য হওয়া যায় কেন না কৃত উপকারকে যে ব্যক্তি

অস্বীকার করে সেই ব্যক্তিই কৃতঘ্ন হয় অন্যান্য কৃতঘ্ন অপেক্ষা এই কৃতঘ্ন অতি নিন্দনীয়।

মিত্র বিষয়ের ইতিহাস। জ্ঞানী, শিল্প শাস্ত্রজ্ঞ, বিষয়ী মূর্খ ইত্যাদি নানা প্রকার মনুষ্যের মধ্যে সকলেরি মিত্রের আবশ্যক, কেন না তাহা ব্যতিরেকে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় নাই দেখ জ্ঞানী অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ মনুষ্যের পরমেশ্বর সহ মিত্রতা, কিন্তু প্রথমতঃ জ্ঞানির সহিত মিত্রতা করিতে হয় কারণ জ্ঞানি সহ মিত্রতা ব্যতিরেকে পরমেশ্বর জানি বার পন্থা দেখিতে পাওয়া যায় না যেমন উপরি গৃহ গমনোদ্যত জন তাহার সোপান ও দ্বার জ্ঞান ব্যতিরেকে তথায় যাইতে পারে না এবং সন্তার দ্বার পারার্থি যেমন সন্তার দানোপদেশ না পাইয়া নদী সন্তরণ দ্বারা পার গমন করণে সমর্থ হয় না তাহার ন্যায় জ্ঞান পথ প্রদর্শন কারক ব্যক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে জ্ঞান জন্মে না আর জ্ঞান বিনা পরমেশ্বরকে জানা যায় না কারণ পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়ের অগোচর অর্থাৎ চক্ষুরাদি দ্বারা তাঁহার দর্শনাদি হয় না তাঁহাকে কেবল জ্ঞান দ্বারা দেখা যায় যেমন যে লোক কোন দেশান্তর সন্দর্শন করে নাই সে শাস্ত্রাদি জ্ঞান দ্বারা সেই সকল দেশ দৃশ্যের ন্যায় বোধ করিতে পারে কিন্তু মূর্খ ব্যক্তি তাহা জানিতে পারেনা সেই প্রকার জ্ঞানীরা ব্যক্তিরা পরমেশ্বরকে জানিতে পারে, তাঁহাকে জানিলে মিত্রতা হয় কারণ পরমেশ্বর পরম মিত্রের কার্য্য

করেন কেন না মনুষ্যদিগের যৎকিঞ্চিৎ ক্ষনিক সুখার্থ যে সাহায্য করে তাহার সহিত মিত্রতা হয়, আর পরমেশ্বর চিরকালীন পরম সুখ প্রদান করেন অতএব তাঁহার পর পরম মিত্র অপর কে আছেন; এবং পরম সুখের প্রধান কারণ জ্ঞানের গুরু আর মাতাপিতাও পরম মিত্র, কারণ এই দেহ ব্যতিরেকে কদাচ জ্ঞান হইতে পারে না অতএব ইহার কারণ মাতাপিতা এবং তাঁহারা এই শরীর রক্ষা ও বর্দ্ধিত করেন। শিল্প শাস্ত্রাদি জ্ঞানের যে গুরু তিনিও মিত্র কারণ সেই জ্ঞান দ্বারা অর্থোপার্জন হয় ও তদ্দ্বারা প্রাণরক্ষা ও মান ও জ্ঞানাদি হয়। বিষয় বিষয়ে উপকারি যেমন তিনি বৈষয়িক মিত্র ইহাঁকে সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা করেন কারণ সংসারি বিষয়িদিগের সর্ব্বদা সহস্র আপদ অতএব তচ্ছান্তি কারক যেমন মিত্র এমত অন্য কেহ নাই জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি উপকারী হইলে তাহাকে মূর্খ মিত্র কহা যায় মূর্খ মিত্র হইতেও উপকার কদাচিৎ হয়। যেমন চক্ষুর দর্শন যোগ্য ভাগ পক্ষ্মাদি দ্বারা রক্ষা পায় তাহার ন্যায় মিত্র দ্বারা সর্ব্বদা সকল কার্য্যে রক্ষা হয় আর যেরূপ পক্ষ্মাদি ব্যতিরেকে নয়ন গোলকাদির নাশ সম্ভাবনা তাহার ন্যায় মিত্র ব্যতিরেকে বিনাশ হইতে পারে আর প্রাণের মিত্র যেমন দেহ সেই রূপ অন্য মিত্রকে জানিবে।

শুক শকুনি কূর্ম্ম মূষিক মৃগ শৃগাল এই ছয় পশু পরস্পর পরম মিত্রতায় এক বনে সর্ব্বদা পরম সুখে কাল যাপন করিত তন্মধ্যে শৃগাল অতিলোভী ছিল সর্ব্বদা অন্তরে এমত ইচ্ছা করিত যে ঐ সকল বন্ধুদিগকে ভক্ষণ করিবে কিন্তু কেবল তাহার সহিত ইহারদিগের মিত্রতা ছিল বলিয়া খাইতে পারিত না উহাদিগের সহিত মিত্রতা হইবার কারণ এই যে এক দিবস মৃগ অতি পীড়িত হইয়াছিল গমনাসমর্থ হওয়াতে শৃগাল স্থানান্তর হইতে খাদ্য আনয়ন পূর্ব্বক তাহাকে ভোজন করাইয়াছিল সুতরাং মৃগের সাধু স্বভাব প্রযুক্ত তাহার সহিত মিত্রতা হইল পরে যখন মৃগ হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ হইল তখন শৃগাল তাহাকে আহার করিবার মানসে কহিল যে হংস সরোবর তীরে এক কলাই ক্ষেত্র আছে তাহাতে অতি সুকোমল নবীন২ কলায় বৃক্ষ হইয়াছে তদ্ভক্ষণে অতি সুখোদয় হইবেক অতএব চল সেই কলাই ক্ষেত্রে গমন করি ইহা বলিয়া উভয়ে কলাই ক্ষেত্রে যাইল এবং শৃগাল বিবেচনা করিল ক্ষেত্রপতি এই ক্ষেত্রে কলায় রক্ষার্থ জাল পাতিয়াছে অতএব ইহাতে হরিণ গমন মাত্রে পতিত হইবে আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভক্ষণ করিব এই অভিপ্রায়ে শৃগাল অতি ত্বরাযুক্ত হইয়া মৃগকে সেই ক্ষেত্রে পাঠাইল এবং মৃগ যাইবা মাত্র জালে পড়িয়াগেল এবং শৃগাল বন্ধুকে কহিল মিত্র রক্ষাকর২ তাহাতে শৃগাল হৃষ্টচিত্ত হইয়া তথায় আসিয়া জালের

রজ্জু এমত রূপে আকর্ষণ করিল যে তাহাতে মৃগ দৃঢ়তর রূপে বদ্ধ হইল ইতিমধ্যে মিত্র শকুনি ও শুক এই উভয়ে দেখিল মৃগ ও শৃগাল ঐস্থানে নাই অতএব তাহারা অনুমান করিল শৃগাল সাধু মৃগকে ভক্ষণাশয়ে কোন নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া থাকিবে এই বিবেচনায় তাহারা উভয়ে নিরীক্ষণ করত ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং দেখিল যে হংস সরোবর তীরস্থ ক্ষেত্রোপরি জাল বদ্ধ মৃগকে ভক্ষণ করণার্থ শৃগাল গমন করিতেছে অনন্তর গগনস্থ উভয়ে স্থির করিল যে দুই জনের মধ্যে একজন চঞ্চুদ্বারা শৃগালকে আঘাত করিবে এবং একজন মূষিকরাজ মিত্র সমীপে যাইয়া তাহাকে আনিবে কেন না মূষিক আসিয়া দন্তদ্বারা জাল ছেদন করিলে মৃগ মিত্র প্রাণদান পাইবে এই পরামর্শ করিয়া শুক মূষিকরাজ সমীপে গমন করিল শকুনি স্বীয় চঞ্চুদ্বারা শৃগালকে আঘাত করিতে লাগিল ইতিমধ্যে শুক মূষিকরাজকে সেই স্থানে আনয়ন করিলে মূষিক রাজ দন্তদ্বারা জাল ছেদন করিতে আরম্ভ করিল তদ্দৃষ্টে শৃগাল বিবেচনা করিল মৃগকে ভক্ষণ করিতে পারিল না অতএব বিবেচনা করিল যদ্যপি সেই ক্ষেত্র সমীপে রব করে তবে ক্ষেত্রপতি জ্ঞাতাহইয়া মৃগকে বধ করিবে তাহাতে শৃগাল অস্থিচর্ম্মাদি অবশ্যই কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিতে পাইবে এই বিবেচনায় শৃগাল শকুনি চঞ্চুদ্বারা ক্ষতগাত্র হইয়া উচ্চৈস্বরে ক্ষেত্র সমীপে রব করিতে লাগিল তাহাতে

ক্ষেত্রপতি জ্ঞাতা হইল এবং মৃগকে নষ্ট করিবার নিমিত্তে যষ্টি লইয়া আসিতেছিল ইতিমধ্যে মূষিকরাজ মৃগকে জাল বন্ধন হইতে মুক্ত করিল মৃগও অতিবেগে লম্ফ প্রদান করিয়া বনে পলাইল মূষিকরাজও পলায়ন পরা য়ণ হইল পথিমধ্যে মৃগ মূষিক শুক শকুনি মিলিত হইয়া মৃগকে তিরস্কার করিতে লাগিল অনন্তর কিঞ্চি দ্দূরে দেখিল কূর্ম্ম মিত্রকে একব্যাধ জালে বদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছে তাহাতে তাহারা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পরামর্শ করিল যে মৃগ মৃতপ্রায় হইয়া এই সরোবর তীরে পড়িয়া থাকুক এবং শকুনি চঞ্চুদ্বারা আঘাত করুক তদ্দর্শনে ব্যাধ মৃগকে ধৃত করণার্থে যাইবে এমত সময়ে মূষিকরাজ জাল ছেদন করিবে তাহা হইলে কূর্ম্ম অনায়াসে পলাইতে পারিবেক এই মন্ত্রণা পূর্ব্বক ঐরূপ আচরণ করাতে ব্যাধ কূর্ম্মসহ জাল এক বৃক্ষ মূলে রাখিল [illegible] মৃগকে ধৃত করণার্থে যাইল কিন্তু মূষিকরাজ জাল ছেদন করত কূর্ম্মকে মুক্ত করিয়া সঙ্কেত করিবা মাত্র মৃগ লম্ফ প্রদান করিয়া পলাইল অনন্তর ব্যাধ বৃক্ষমূলে আসিয়া ছিন্ন অথচ কূর্ম্মশূন্য জাল দেখিল এবং অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল অতিশয় লোভে সঞ্চিত বিনাশও প্রাণ নাশ হয় তথাপি এই উত্তম যে কেবল সঞ্চিত বস্তু ধ্বংশ হইল কিন্তু প্রাণ বিনাশ হইল না, পরে

বিমর্ষে ব্যাধ গৃহে গমন করিল মৃগাদি সকলেও স্বীয়২ স্থানে স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতে লাগিল।

বন্ধুবিচ্ছেদ।

মৃগাদি সুখে কিছু কাল থাকে ইতিমধ্যে অবিশ্বাসি সেই শৃগাল বিবেচনা করিল যাহা হউক আমার এত প্রয়াস বৃথা হইল কিন্তু পুনর্ব্বার মৃগকে ভক্ষণ করণার্থ যত্ন করিব এই স্থির করিয়া পথিমধ্যে একদিবস শকুনি সহ সাক্ষাৎ করিয়া কহিল মিত্র এক্ষণে এইরূপ বিপরীত হইল যে মিত্রের উপকার করিলে দোষী হয় অতি লোভাকৃষ্ট মৃগ কলাই ভক্ষণার্থ গমনে বদ্ধ হইলে তাহার মোচন কারণ আমি অন্বেষণ করিতে ছিলাম তাহাতে তোমরা বিপরীত ভাবিলে তাহা হইতে পারে কারণ কালে এই সকল হইবে যে রাজা অবিচারী মিত্রে অবিশ্বাস, উপকারে দোষো-ল্লাস সন্যাসির ধন, গৃহস্থ দরিদ্র, কাকে আদর শুক কো-কিলাদিতে অনাদর সাধ্বী স্ত্রী পরিত্যাগ পরস্ত্রীতে মন পরধনহরণে ইচ্ছা গুণিজনকে তুচ্ছতা মূর্খকে সম্মান, সাহস হীন ব্যক্তি যোদ্ধা, ও স্ত্রী বিচার পতি, পতি গৃহকর্ম্ম পর, ইত্যাদি, যাহা হউক তুমি আমার মিত্র অতএব তোমার হিত কথা কহিতে হয় তুমি মৃগকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না কারণ মত্ত উন্মত্ত ব্যভিচারিণী স্ত্রী শৃঙ্গী দংষ্ট্রী নৃপ হিংস্র খল প্রভৃতিকে কদাচ বিশ্বাস করা উচিত নহে

মৃগ সর্ব্বদা চেষ্টা করে শৃঙ্গদ্বারা তোমাকে বধ করিবে অতএব তুমি সাবধান হইও আর বধার্থী ব্যক্তিকে অবশ্য বধ করা কর্ত্তব্য ইহাতে দোষভাগী হইতে হইবে না অতএব শাস্ত্রে বর্ণিত আছে অগ্নি ও বিষ দানে এবং অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা প্রাণ নাশ করণে উদ্যত এবং ক্ষেত্র ও স্ত্রী ও সর্ব্বস্ব অপহারী যে জন তাহাকে আততায়ি বলা যায় আর তাহার বধে কোন দোষ নাই কিন্তু ইহাও কথিত আছে যে অগ্রে শমতাদ্বারা পরে কিঞ্চিৎ অর্থদানে অনন্তর পরিবার সহ বিচ্ছেদে শত্রুকে শমতা করিবে এই সকল প্রত্যেক উপায়ে শাম্য না হইলে যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইবে কিন্তু এই সকল নিয়ম বধে উদ্যত ব্যক্তির উপর নহে অতএব তুমি যুদ্ধে উদ্‌যোগ করহ তাহাতে শঙ্গনি বলিল, না মিত্র সৎসহ মৈত্রীভাব কদাচ চলিত হয় না তথাপি আমরা শুক মিত্রসহ পরামর্শ করি মৃগের ও ভাব দেখি পরে বিবেচনা করিব তাহাতে শৃগাল কহিল আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হইবে না কিন্তু তুমি যৎকালীন মৃগসমীপে গমন করিবে তখন চঞ্চু বিস্তার পূর্ব্বক সাবধানে যাইবে নতুবা বিপদে ঠেকিবে অনন্তর শৃগাল মৃগসহ সাক্ষাৎ করিয়া কহিল মিত্র শঙ্গনি অতি খল যদ্যপি আমি তোমার হিংসা করিব এমন মনে থাকিত তবে যে দিবস তুমি শক্তিহীন পীড়িত ছিলে সেই দিবসেই হিংসা করিতে পারিতাম আর দেখ তৎকালীন তোমার আহার-

ভাবে হিংসা ব্যতিরেকেই প্রাণ নাশ হইত তবে যে আমি আহার দানে তোমার প্রাণ রক্ষা করি ইহার কারণ কি এবং সেই সময়ে বা শকুনি মিত্র কোথায় ছিল সে যাহা হউক তুমি উপকার মান্য কর কিম্বা না কর তাহাতে হানি নাই কিন্তু তোমার অনিষ্টে আমি অত্যন্ত ক্লেশ পাই সম্প্রতি শ্রবণ করিলাম শকুনি ও শূক ইহারা উভয়ে চঞ্চু দ্বারা তোমাকে বধ করিয়া মাংস ভোজন করিবে অত এব তুমি তাহাদিগের সমীপে সর্ব্বদা শৃঙ্গ বিস্তার করিয়া থাকিবে যাহাতে বধ না করিতে পারে এবং ইহা প্রসিদ্ধ আছে শকুনি পক্ষিগণমধ্যে অতি খল বিশেষত অতি লোভী মাংসাশী তাহাকে বিশ্বাস করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে এই কথা কহিয়া শৃগাল প্রস্থান করিল পশ্চাৎ শকুনি সহ মৃগের সাক্ষাৎ হইল তাহাতে মৃগ দেখিল শকুনি চঞ্চু বিস্তারে আগমন করিতেছে এবং শকুনিও মৃগকে বিস্তীর্ণ শৃঙ্গ দেখিল তাহাতে পরস্পর শৃগাল বাক্যে বিশ্বাস করিল এবং মৃগ মূষিক রাজ সমীপে যাইয়া তাবৎ বৃত্তান্ত বলিল তন্নিমিত্ত যুদ্ধের উদ্যোগে যাবতীয় মৃগ ও মূষিক ও কূর্ম্ম একত্র মিলিল এবং এক ব্যূহ নির্ম্মাণ করিল শকুনি ও অন্য২ শকুনি ও শূকে একত্র হইল তাহাতে শৃগালেরও সাহায্য রহিল অনন্তর যুদ্ধারম্ভ হইলে পর- স্পর ঘোরতর সংগ্রাম হইল কিন্তু কেহই পরাজয় হইল না এতদ্দর্শনে শৃগাল সজাতীয় কতগুলিকে মাংসভক্ষণ

স্রোত জন্মাইয়া আনয়ন করিল তদ্দৃষ্টে মৃগ মূষিক কূর্ম্মগণ পলাইল সুতরাং শকুনি তাহাদিগের আধিপত্য লইল।

মৃগাদির পুনঃ প্রীতি।

পরাভব পাইয়া মূষিক রাজ বিবেচনা করিল যে শৃগাল মৃগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া যুদ্ধ সময়ে শকুনির পক্ষ হইল অতএব কেবল শৃগালই আমাদিগের মিত্রতা ভঙ্গের কারণ হইয়াছে অতএব মূষিক রাজ শূকসমীপে যাইয়া শৃগালের মন্ত্রণা কহিল শূকও শকুনি প্রতি শৃগালের যে উপদেশ তাহা বলিল অনন্তর শূক কহিল সুহৃতের সহিত বিচ্ছেদ অতি-শয় অনিষ্টদায়ক সুহৃদ্ভেদে প্রাণ মান ধন রাজ্য সকল ধ্বংস হয় অতএব চল মৃগ মূষিক কূর্ম্ম মিত্র সমীপে যাইয়া তাহাদিগকে স্বীয় স্বীয় বিষয় প্রদান করিয়া পরস্পর আমোদে কালযাপন করি এবং যাহাতে দুষ্ট খল শৃগাল বিনষ্ট হয় তাহার উপায় দেখি এই পরামর্শ স্থির করিয়া পরদিন প্রভাতে শকুনি ও শূক মিলিত হইয়া মূষিকরাজ ও মৃগও কূর্ম্ম নিকটে যাইয়া তাহাদিগকে স্বীয়২ পদে বসাইল এবং পরস্পর আমোদ প্রমোদে আহারাদি হইল অনন্তর সকলে মিলিত হইয়া শৃগাল বধের মন্ত্রণা করিতে লাগিল তাহাতে মৃগ কহিল শুন মিত্র গণ শৃগাল সহ যুদ্ধ কর্ত্তব্য নহে কারণ আমরা শৃগাল হইতে দুর্ব্বল এবং তাহার খাদ্য এবং যদ্যপিও আমরা অল্পবল বা অধিকাল হই তথাপি শৃগাল অতিশয়

বুদ্ধিমান বুদ্ধিদ্বারা যাহা হয় তাহা বলদ্বারা হয় না দেখ শৃগাল বুদ্ধিদ্বারা আমাদিগকে নানা আপদ গ্রস্ত করিলেক এবং সুহৃদ্ভেদ করাইয়া আপনি স্বচ্ছন্দে গৃহে গমন করিল সে যাহা হউক যুদ্ধে জয় ও পরাজয় অনিত্য যদ্যপি আমাদিগের পরাজয় হয় তবে এই বনমধ্যে আমাদিগের বসতি করা ভার হইবে আর যদ্যপি জয় হয় তথাপি উচিত নহে যে হেতু আমি যৎকালীন অত্যন্ত পীড়িত ছিলাম তৎসময়ে আহারাভাবে আমার প্রাণ সংশয় হইয়াছিল কিন্তু শৃগাল আহার দান করিয়া রক্ষা করিয়াছে অতএব সে খল অনিষ্টকারী হইলেও তাহার সেই উপকার মান্য করিতে হয় এবং তাহার কোটিং অপরাধ মার্জনা করা কর্ত্তব্য উপকার মান্য না করিলে কৃতঘ্ন হইতে হয়।

বণিক্ তনয়ের খল সহ মিত্রতার ফল।

ফল্গু নদী তীরে ফাল্গুনি নামক এক বনিক্ নন্দন বাস করিতেন তিনি অতিধনী পরমসাধু এবং অত্যন্ত দাতা ও দয়ালু ছিলেন বাণিজ্য করণার্থ কতগুলি অর্থ লইয়া তীরত দেশে গমন করিলেন এক খল তাহার অনুসন্ধান পাইয়া পথিমধ্যে পথিকরূপে মিলিত হইল কিন্তু ছদ্মবেশী সায়ংসময়ে বেশান্তর ধারণ পূর্ব্বক ঐ বণিক্ তনয়ের যাবত্তীয় অর্থ অপহরণ করিয়া স্বীয় গৃহে লইয়া যাইল পুনঃ স্ববেশ ধারণ করিয়া পথিমধ্যে উক্ত বণিক্

নন্দনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সাধুর ন্যায় আচরণ করত বণিক্ তনয়কে অতি সমাদরে স্বীয় গৃহে লইয়া যাইল এবং নানাদ্রব্য আহার করাইয়া বণিক্ তনয়কে আত্ম কল্পিত দরিদ্রতা জানাইল পরে পর দিবসীয় প্রভাত সময়ে বণিক্ তনয় ঐ খলসহ মিত্রতা স্বীকার করিয়া তাহাকে লইয়া স্বীয় গৃহে যাইলেন এবং খলের প্রতি সকল কার্য্যের ভারার্পণ করিলেন ইহাতে ঐ খল বণিক্ তনয়ের অনেকার্থ স্বীয় গৃহে গোপনে পাঠাইল পরে সকলার্থ হরণ করণ মানসে খল স্বীয় সহচরগণকে আনাইল তাহারা নিশিযোগে বণিক্ তনয়ের বাটীতে দস্যুবৃত্তি করিতে উদ্যত হইল কিন্তু বণিক্ তনয় তন্নিবারণার্থ যত্নযুক্ত হইলেন তাহাতে খল গুপ্ত বেশে বণিক্ তনয়কে বধ করিয়া অর্থ গ্রহণার্থ উদ্যোগ পাইল অতএব বণিক্তনয়ের পূর্ব্ব মিত্র মিত্রবন্দ জানিতে পারিয়া বণিক্তনয়ের উপকারার্থ স্বীয় সহচরগণ সহ তাঁহার ভবনে যাইলেন এবং খলের মস্তকছেদন করিয়া মিত্রের ধন প্রাণ রক্ষা করিলেন অনন্তর বণিক্ তনয়কে কহিলেন সখে খলসহ আলাপও কর্ত্তব্য নহে কারণ খল সর্ব্বদা পরানিষ্ট কারী বিশেষত খল বা সাধু যে ব্যক্তি হউক না কেন উদাসীন হইলে বিশ্বাস করিবে না কারণ উদাসীনের খলতা কিংবা সাধুতা কিছুই জানিতে পারা যায় না যাহাহউক বিশ্বাসি অথচ অনুদাসীন পরম সাধুসহ মিত্রতা কর্ত্তব্য

কেননা অতিশয় বিশ্বাস বিনা মিত্রতা কদাচ হয় না অতএব মিত্রযোগ্য জন ব্যতিরেকে বিশ্বাস যোগ্য ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিলে হানি জন্মে দেখ পরমেশ্বর নিরাকার কেহবা সাকার কহেন কিন্তু তিনি নয়ন গোচর কদাচ হয়েন না তথাপি জগৎ সন্দর্শনে তাঁহার বিদ্যমানতায় বিশ্বাস করত নানা কার্য্যাচরণ করিয়া পরমার্থ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে এবং ভবিষ্যৎ কার্য্যে দৃঢ়তর বিশ্বাস করিয়া তাহার ফল সিদ্ধি হইতেছে আর সুবর্ষাদি সন্দর্শনে ক্ষেত্রপতি অধিক ফল প্রাপ্ত্যর্থ বিশ্বাস করিয়া তদঙ্ককর্ম্মাচরণে অধিক ফল পাইতেছে। অতএব বিশ্বাস ব্যতিরেকে কোনকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না যদ্যপি কোনব্যক্তি কোন কার্য্যে বিশ্বাস না করিয়া প্রবৃত্ত হয়েন তথাপি সে কার্য্যে হানি জন্মে কারণ এক মনুষ্য, কতশত কার্য্য, তৎ করণে একাকী সমর্থ হইতে পারে না বিশেষত কার্য্য বিষয়ে উদাসীন মানুষ যত গুণ ও দোষ দেখিতে পায় কর্ত্তা তত দর্শন করিতে পায় না যেমন বৃক্ষ হইতে ফল জন্মে কিন্তু সেফলের গুণ ও দোষ বৃক্ষ জানিতে পারে না কিন্তু উদাসীন যে ভোক্তা তাহারাই জানিতে পারে তাহার ন্যায় উদাসীন ব্যক্তি সকল দোষ দেখিতে পায় সুতরাং অন্য ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে হয়। কিন্তু সদ সদ্বিচারী সন্নিহিতে রত বিজ্ঞ সভ্য অহংকারাদি বর্জ্জিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য কেননা যেমত উত্তম দ্রব্য

করণে ভোক্তার তৃপ্তি ও আহ্লাদ এবং বস্ত্রাদি ভ্রমে তাহার ন্যায় সদসদ্বিবেক ব্যক্তি প্রতি বিশ্বাস করিলে কার্য্য সম্পাদন অর্থ প্রাপ্তি অর্থাদিরক্ষণ সুখ ও সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইতে পারে আর যেমন বিষয় ঘটিত কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে রাজার দ্বারা তাহার শান্তি হয় তদ্রূপ সদসদ্বিবেচক বিশ্বাসি ব্যক্তি দ্বারা উৎপাত সকল শমতা পায় গবাদি যেমত আপনি কায়িক ক্লেশ পাইয়া গৃহস্থের উপকার করে তাদৃশ পরহিতে রত বিশ্বাসি ব্যক্তি আপন কায়িক আর্থিক ক্লেশ সহ্য করত অন্যের উপকার করিয়া থাকেন কিন্তু বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও কদাচ অতিশয় বিশ্বাস করিবে না যেহেতু অতিশয় বিশ্বাসে অনিষ্ট ঘটে যেমন মৃত সর্পের অনিষ্ট করিতে ক্ষমতা নাই বটে কিন্তু অতিশয় বিশ্বাস করিয়া মৃত সর্প মুখে অঙ্গুলি প্রদান করিলে যদ্যপি বিষ কোন যোগে শরীরে প্রবিষ্ট হয় তবে তৎক্ষণাৎ প্রাণ নাশ করে সেই প্রকার বিশ্বস্তে অতিশয় বিশ্বাস করিলে অন্যং ক্লেশ ও প্রাণবিনাশের সম্ভাবনা আছে কিন্তু মাতা পিতা ও মিত্র ইহাদিগের প্রতি অতিশয় বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য কারণ মাতাপিতা পুত্রের অনিষ্ট করণে কদাচ প্রবৃত্ত হয়েননা এবং অতিশয় বিশ্বাস, মিত্রতার প্রতি প্রধান কারণ হইয়াছে আর উক্ত ধর্ম্মাক্রান্ত যে রাজা ও স্ত্রী লোক এবং শত্রু ইহাদিগকে বিশ্বাস করা উচিত নহে যেহেতু রাজার অতিশয় ঐশ্বর্য্য প্রযুক্ত মত্ততা ভ্রমে

তাহাতে বিশ্বাসকে বিনষ্ট করিতে পারে এবং সর্ব্বদা স্ত্রীলোকের বুদ্ধির অস্থিরতা দেখা যায় অতএব বিশ্বাস বিনাশ হইতে পারে আর শত্রু বিশ্বাস যোগ্য নহে কেন না শত্রু সতত দ্বেষী হয় অতএব কিরূপে তাহাকে বিশ্বাস করা যায় এতদ্ভিন্ন মন্ত্র উন্মত্ত খল দস্যু দুষ্ট প্রবঞ্চক মিথ্যা বাদি প্রভৃতির প্রতি বিশ্বাস করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে কারণ মন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসে যেমন প্রবলতর বায়ুদ্বারা বৃক্ষ বিনাশকে পায় তাহার ন্যায় মনুষ্যের প্রাণ নাশ হয়। উন্মত্তের প্রতি বিশ্বাসে উপহাস প্রাপ্ত হইতে হয়। এবং খলের উপর বিশ্বাস করিলে ক্লেশ ও মৃত্যুকে মস্তকে করিয়া থাকিতে হয় আর দস্যু প্রভৃতির প্রতি বিশ্বাস করিলে বিপদে ঠেকিতে হয় এতদতিরিক্ত উদাসীন মনুষ্যগণকে ও বিশ্বাস করা শ্রেয়স্কর নহে যেহেতু উদাসীন ব্যক্তির কিরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনা তাহা কদাচ বোধগম্য হইতে পারে না সুতরাং উদাসীন হইতে কিরূপে মঙ্গল হইতে পারে।

বিশ্বাস বিষয়ে উদাহরণ। মহারাজাধিরাজ হেমরাজ নামে এক রাজা জম্বুদ্বীপে রাজ্য করিতেন তাঁহার সাতটি পুত্র জন্মিয়াছিল তাঁহারা অতিশয় বলাক্রান্ত ছিলেন এবং সর্ব্ব প্রজা প্রতি সমান দয়া ছিল ইতিমধ্যে হেমরাজের মৃত্যু হইল তাঁহার পুত্র সকল স্বীয়২ বলদ্বারা

অন্যান্য রাজার রাজ্য আক্রমণ করিয়া লইলেন এবং তত্তৎ রাজ্যে পরস্পার অপরিমিত অর্থ প্রাপ্ত হইলেন অনন্তর সকল ভ্রাতা বিভক্ত হইয়া স্বস্বরাজ্য ও ধন সম্পাত্ত্যাদি রক্ষা করিতে লাগিলেন কিন্তু জ্যেষ্ঠের এক খলের প্রতি বিশ্বাস এবং দ্বিতীয় পুত্রের এক মূর্খের প্রতি তৃতীয়ের এক সামান্য উদাসীন মনুষ্য প্রতি চতুর্থের দস্যুর প্রতি পঞ্চমের প্রবঞ্চক প্রতি ষষ্ঠের এক সাধু প্রতি বিশ্বাস জন্মিল আর কনিষ্ঠ এক সাধুকে অতিশয় বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। উক্ত ব্যক্তিদিগকে বিশ্বাস করিয়া সকল ভ্রাতাই পরস্পার রাজ্যাদির ভার লাঘব বোধ করিয়া সুখ সম্ভোগ করিতেন কিন্তু কখন কোন কার্য্যের অনুসন্ধানাদি রাখিতেন কেবল কনিষ্ঠ সাধুপ্রতি অত্যন্ত বিশ্বাস করিয়া কোন কার্য্য কদাচ দেখিতেন না শুদ্ধ আমোদ প্রমোদ দ্বারা কাল যাপন করিতেন।

অতি প্রিয়বাদী উক্ত খল উক্ত জ্যেষ্ঠের প্রিয়পাত্র হইয়া সতত কেবল তাহার মনোগত বাক্য কহিত এবং সর্ব্বদা পুরাতন মন্ত্রি প্রভৃতির দোষ দেখাইত আর নূতন ব্যক্তি নিযুক্ত করণে ব্যয়ের অল্পতা দেখাইয়া দিত এই রূপে উক্ত খল উক্ত পুরাতন মন্ত্রিদিগকে তত্তৎ কার্য্যে রহিত করাইয়া নূতন ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করাইল পরে অভিনব অমাত্যবর্গ পরস্পর যোগপূর্ব্বক অর্থাপহরণ করিতে লাগিল এইরূপে অনেকার্থ অপহরণ হইলে কর্ত্তা

অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে অনেকার্থ হরণ হইয়াছে বিশেষত প্রজা প্রতি দৌরাত্ম্য এবং অবিচার ও প্রজার অর্থনাশ ঘটিয়াছে ইহাতে কর্ত্তা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন খল তাহা বুঝিয়া তাঁহাকে কহিল মহারাজ আপনার উচিত কোষাগারের বিষয়ের আয় ব্যয় দেখেন এবং আমি যে কিরূপ বিচার করিতেছি তাহার বিচার বিষয়ক লিপি সন্দর্শনেই জ্ঞাত হইতে পারিবেন এবং মহারাজের প্রজারা এক্ষণে যেরূপ দুরাচার হইয়াছে তাহা বাক্যদ্বারা কি কহিব আপনি বিচার করিলেই অবগত হইবেন ইত্যাদি বাক্যদ্বারা উক্ত খল তৎকালে রাজার ক্রোধ শমতা করিল পরে বন হইতে এক বিষধর অতি গোপনে আনাইল এবং যৎকালীন রাজা নিদ্রান্বিত ছিলেন সেই সময়ে তাঁহার শয্যার উপরি সর্পকে ছাড়িয়া দিল ঐ সর্প ঐ খলকে এবং রাজাকে দংশন করিল তাহাতে উভয়েরি প্রাণত্যাগ হইল এবং খলের কার্য্য সর্ব্বলোকে বিখ্যাত হইল অনন্তর ঐ রাজারপুত্র পূর্ব্ব অমাত্যাদি লইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন দেখ খল প্রতি বিশ্বাসে উক্ত রাজার ধন ও প্রান নাশ হইল অতএব খল প্রভৃতিকে বিশ্বাস করা কদাচ উচিত নহে।

হেমরাজের দ্বিতীয় পুত্র এক মূর্খ প্রতি বিশ্বাস করিয়া সকল রাজকার্য্যে অবসর হইলেন সুখে বন্ধু মিত্র লইয়া আমোদাদি করিতেন কখন২ বিষয় কার্য্য আলোচনা

করিতেন বটে কিন্তু মূর্খ বিশ্বাসী হিতাহিত অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত হিতবোধে অহিত কার্য্য করিত এবং ক্রোধবশত নিরপরাধি প্রতি দণ্ড সাপরাধিকে সম্মান প্রদান করিত এবং অন্যান্য ব্যক্তি সহ বিনা অপরাধে বিরোধ জন্মা-ইত তাহাতে অর্থনাশ ও অপমানাদি হইতে লাগিল আর প্রজাবর্গের অবিচার হেতু অতিশয় ক্লেশ জন্মিল ঐ মূর্খ ক্রোধহেতু নির্ভয়ে কখনং ঐ রাজাকেও কটু কহিত তাহাতে রাজা অতিশয় অপমানিত হইয়া বিবেচনা করি-তেন যে এ ব্যক্তি অপমান করিতেছে বোধ হয় আমার কোন দোষ থাকিবে নতুবা এব্যক্তি আমার চাকর হইয়া কেন আমাকে কটু কহিবে অতএব সেই দোষ আমার বা বোধগম্য হইতেছে না তাহাতেই অপমান জনক বাক্য কহিতেছে পরে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন আপনার কোন ত্রুটি নাই তথাপি যে এই ব্যক্তি অপমান জনক বাক্য কহে ইহার প্রতি কারণ কি অনন্তর অনুসন্ধানে জানিলেন যে যাবতীয় বিষয় কার্য্য মূর্খের কার্য্যের ন্যায় হইয়াছে তদ্দর্শনে রাজা ঐ ব্যক্তিকে মূর্খ জানিয়া তৎ-ক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিলেন এবং কহিলেন যে মূর্খে বিশ্বাস খলে প্রীতি লোভিকে ধনার্পণ ক্রোধিসহ সদালাপ এবং কামিকে পুরজন রক্ষার্থ ভারার্পণ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে বরং আপনার অনভিজ্ঞতায় কোন হানি হয় তাহাও উত্তম, তদবধি দ্বিতীয় রাজপুত্র আর কোন ব্যক্তিকে

বিশ্বাস না করিয়া স্বয়ং সকল কার্য্যাচরণ করিতে লাগি- লেন, তাহাতে সকল সহ সম্প্রীতে সুখে কালযাপন করত প্রজা ও বন্ধু মিত্রকে পরম সুখে রাখিলেন।

তৃতীয় রাজপুত্র এক সামান্য উদাসীন মনুষ্য প্রতি বিশ্বাস করিয়া রাজ্য ভারার্পণ করিলেন এবং আপনি নানা দেশ ভ্রমণ করিতেন কিন্তু ঐ সামান্য ব্যক্তি কোন বিশেষ লভ্য বা রাজ্য বৃদ্ধি কিম্বা মান বৃদ্ধি করণে সমর্থ হইল না এবং আপনিও কোন কুৎসিতাচরণ করিল না এই রূপে সকলার্থ ও রাজ্য-রক্ষা করিত ইতিমধ্যে এক ধূর্ত্ত ঐ সামান্য ব্যক্তি সহ প্রীতি করিল ক্রমেং অনেকার্থ অপ হরণ করিয়া লইল এবং প্রজাগণ হইতে উৎকোচ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজাদিগকে প্রায় দীন ভাব পাওয়াইল বহু কালা- নন্তর ঐ রাজা স্বগৃহে আসিয়া দেখিলেন যে প্রজাদিগের দারিদ্র্য এবং আপনার রাজ্য ও অর্থ নাশ হইয়াছে পশ্চাৎ অনুসন্ধান দ্বারা জানিলেন যে এক ধূর্ত্ত ঐ সামান্য ব্যক্তি হইতে ধূর্ত্ততায় অনেকার্থ গ্রহণ করি- য়াছে অতএব রাজা ঐ ধূর্ত্তকে অনেক পীড়া দিতে লাগি লেন তাহাতে কিঞ্চিদর্থ পাইলেন এবং সামান্য ব্যক্তিকে এক সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত রাখিলেন অতএব সামান্য ব্যক্তি নিষ্ঠায় তৎপর হইলেও তাহাকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না কারণ ঐ নিষ্ঠাপর সামান্য ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিয়া রাজার অর্থ নাশ হইল॥

চতুর্থ রাজপুত্র দস্যুরূপে অপরিজ্ঞাত এক দস্যুকে বিশ্বাসপাত্র করিলেন এবং তাহার প্রতি সকল রাজ্য কার্য্য বিষয় কার্য্য রাজ্যভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন তন্নিমিত্ত পর্ব্বতীয় স্থান সন্দর্শনার্থ প্রায় বর্ষদ্বয় কাটাইলেন কিন্তু ইতোমধ্যে ঐ দস্যু, রাজার প্রায় যাবতীয় অর্থ অপহরণ করিয়া লইল পরে রাজা স্বীয়দেশে আসিয়া অর্থ বিনাশ দেখিলেন তাহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন এবং দস্যুকে দূরীকৃত করিলেন॥

পঞ্চম রাজপুত্র প্রবঞ্চকের প্রতি সকল রাজ্যের ভারার্পণ করিলেন তাহাতে প্রবঞ্চক প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক ক্রমে২ প্রায় সকলার্থ অপহরণ করিয়া লইল অবশেষে প্রজা প্রভৃতির প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিল এই সকল বিষয় রাজা বিশেষ জ্ঞাতা হইলেন অতএব প্রবঞ্চকের স্থাবর বিষয়াদি বিক্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ পাইলেন আর প্রবঞ্চককে বহু আঘাতাদি করিয়া দূরীকৃত করিলেন।

ষষ্ঠ রাজপুত্র অতিবিজ্ঞ সাধু এক ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতেন এবং তাহার প্রতি সকল রাজ্যের ভার দিলেন কিন্তু আপনিও তাহার অনুসন্ধানাদি রাখিতেন তাহাতে ক্রমে২ তাহার ধন ও রাজ্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং মান্যতা প্রাপ্তি ও পরমসুখ হইল পরে ঐ সাধুসহ সতত সংসর্গে তাহার অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা জন্মিল দেখ খলাদিকে বিশ্বাস করিয়া ধন প্রাণাদি গত প্রায় সকলেরি

ক্লেশ হইয়াছিল কিন্তু কেবল ষষ্ঠ রাজপুত্রের মানধন রাজ্যাদি রাজতা বৃদ্ধি হইল অতএব হে বালকগণ তোমরা অতিশয় যত্নপূর্ব্বক বিজ্ঞ সুধীর মান্যকে বিশ্বাস করিবে যে তাহাতে নানাসুখ উৎপন্ন হইবে নতুবা দুঃখ সাগরে মগ্ন হইতে হইবে। দেখ এই রাজার সহোদর গণ ইহার তুল্য ধনী হইয়াও তাহারা নানা ক্ষোভ পাইলেন অতএব বিশ্বাসের যোগ্য ব্যাক্তিকে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য॥

সপ্তম রাজপুত্র অতি বিজ্ঞ মান্য সুবিবেচক এক সাধু প্রতি বিশ্বাস করিলেন কিন্তু তিনি তাহার প্রতি সকল রাজ্যের ভারার্পণ করিয়া আপনি নিশ্চিন্ত হইলেন শুদ্ধ ক্রীড়াদিদ্বারা কালক্ষেপ করিতেন সাধুও বহু পরিশ্রম পূর্ব্বক তাহার অর্থ ও রাজ্যাদির বৃদ্ধি করিলেন অনন্তর এক দুষ্ক্রিয়ান্বিত মনুষ্য ঐ সাধুকে ধন গ্রহণার্থ মন্ত্রণা দিতে লাগিল সুতরাং ঐ দুসংসর্গে সাধুর লোভ জন্মিল পরে ক্রমে২ উক্ত রাজার সমুদয় অর্থ অপহরণ হইল রাজা ইহা জানিতে পারিয়া সাধুকে পরিত্যাগ করিলেন কিন্তু বহু অর্থ বিনাশে বহু ক্লেশ পাইলেন অতএব তোমারা বিশ্বাস যোগ্য জনকেও অতিশয় বিশ্বাস করিবে না দেখ অত্যন্ত বিশ্বাসে সপ্তম রাজপুত্রের প্রায় সকলার্থ বিনাশ হইল কিন্তু ষষ্ঠ রাজপুত্র বিশ্বাস যোগ্য ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিয়াছিলেন আপনিও তদারক করিতেন বলিয়া তাঁহার রাজ্যাদি বৃদ্ধি পাইল অতএব শাস্ত্রে লিখিত আছে যে

বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও অতিশয় বিশ্বাস করিবে না এবং লোকেও দৃষ্ট হইতেছে যে অতি বিশ্বাস হেতু বহু ধনী নির্ধন হইয়াছেন ॥

অসূয়াদি বিষয় ॥

অসূয়া ঈর্ষা দ্রোহ শ্লাঘা প্রভৃতি মনুষ্যের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। পরগুণে যে দোষের আরোপ করা তাহার নাম অসূয়া, অন্যের গুণ সহিতে না পারার নাম ঈর্ষা, পরের অনিষ্ট চিন্তনকে দ্রোহ বলা যায়, আপনার প্রশংসার নাম শ্লাঘা ইত্যাদি কুৎসিত বিষয়ে মতিকে স্থান দান করিবেনা। অসূয়া হেতু সর্ব্বলোক সমীপে তুচ্ছতা প্রাপ্ত হইতে হয় এবং অসূয়াবান্ ব্যক্তিকে কেহ আদর করেনা তাহাতে অর্থ প্রাপ্তির হানি হয় এবং ব্যক্তি সকল গুণ দোষের বিশেষ বিবেচনায় অসমর্থ হয় সুতরাং গুণ প্রাপ্তি হইতে পারে না এবং গুণির গুণকে জ্ঞাত হইতে পারেন না তাহাতে অন্যের মানানভিজ্ঞতা হয় তন্নিমিত্ত আপনি অমান্য হয়।

ঈর্ষা পরিত্যাগ সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কারণ ক্ষমা দ্বারা আপনার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা স্বচ্ছন্দে থাকে এবং শত্রুবর্গও বশীভূত হয় আর অতি দুঃসাধ্য ইন্দ্রিয় দমন ও কাম ক্রোধাদিকে জয় করা অনায়াসে হয় এবং শিল্প শাস্ত্রা-দিতে বিদ্যা জন্মে ও মান্যতা প্রভৃতি হয় আর ঈর্ষা দ্বারা কেবল নিন্দাস্পদ হইতে হয় এবং উক্ত ফলের বিপরীত

জন্মে অর্থাৎ সর্ব্বদা মানস ব্যথা শত্রুদিগের প্রবলতা ইন্দ্রিয় চাপল্য ক্রোধাদি রিপুর প্রাবল্য মূর্খতা প্রভৃতি ঘটে কিন্তু ঈর্ষা সর্ব্বদা নিন্দনীয়া বটে কেবল বিদ্যা বিষয়ে ঈর্ষা অতি প্রশংস্যা কেন না ঈর্ষা দ্বারা বিদ্যা বৃদ্ধি পায় যেমন বিষ সর্ব্বদাই ত্যাজ্য ও পীড়াদায়ক কেবল সান্নিপাতবিকারে গ্রাহ্য এবং উপকারজনক হয় তাহার ন্যায় ঈর্ষা সর্ব্বদাই ত্যাজ্যা ও অনিষ্ট কারিণী কেবল বিদ্যা বিষয়ে গ্রাহ্যা ও উপকার জনিকা হয়।

দ্রোহ অর্থাৎ অন্যের অনিষ্ট চিন্তা কদাচ কর্ত্তব্য নহে দেখ অতি দুর্লভ সুখের আধার মানব দেহ পরিপ্রাপ্ত হইয়া সুখ সম্ভোগের ও সুখ উপার্জনের প্রধান কারণ বিদ্যাদি চিন্তা না করিয়া অতি ক্লেশ দায়ক পরের অনিষ্ট চিন্তনে রত থাকা কি উচিত তাহাতেই কি পরের অনিষ্ট জন্মিয়া থাকে কদাচ জন্মে না কেবল অনিষ্ট চিন্তকের অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মে কেন না ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে সদ্বিষয় কিম্বা অসদ্বিষয় সিদ্ধ করণে যাহার মানস হয় সেব্যক্তি যদ্যপি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে না পারে তবে সেই ব্যক্তির কত ক্ষোভ জন্মে তাহা বলা যায় না দেখ এক সামান্য লভ্যদায়ক কার্য্যের অসিদ্ধিতে কত দুঃখ হয় যদি নিশ্চিন্ত নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তি কেবল আলাপ করণার্থ কোনব্যক্তি সমীপে সমাগমন করে আর তাহার সহিত সন্দর্শন না হয় তবে সেই ব্যক্তির কত ক্ষোভ

জন্মে এবং বিদ্যাদি অথবা চৌর্য্যাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত ব্যক্তি যদ্যপি বিদ্যায় কিম্বা চৌর্য্যে বিমুখ হয় তবে তাহার ক্ষোভ হয় কি না অতএব কেবল সর্ব্বদা পরানিষ্ট চিন্তনে চিত্ত কাতর হইলে সুখ কি প্রকারে হইতে পারে এবং যদি পরের অনিষ্টই জন্মে তাহাতেই বা পরানিষ্ট চিন্তকের কি লভ্য হইতে পারে কিছুই লভ্য হয় না এবং এক ব্যক্তির অনিষ্টেই কি তাহার চিত্ত সুস্থির হয় তাহা কদাচ হয় না বরং পরানিষ্ট চিন্তনে অধিক রত হয় যেমন চৌর্য্যাদি একবার করিলে পুনঃপুন করণে মতি জন্মে তাহার ন্যায় একবার পরানিষ্ট করিয়া উঠিতে পারিলে সতত সেই দিকেই অন্তঃকরণ যাইতে থাকে যাহা হউক পরানিষ্ট চেষ্টায় কিছুমাত্র উপকার দর্শে না বরং অপকার স্ফুটিতে থাকে।

শ্লাঘা অতি নিন্দনীয়া কেন নাঃ শ্লাঘা দ্বারা নিরহংকার মনুষ্যও অহংকার যুক্তের ন্যায় প্রকাশ পায় তাহাতে সকল লোকে তুচ্ছতা করে এবং কেহ আদর করে না আর আপনার প্রশংসায় কি আপনি প্রশংসিত হওয়া যায় তাহা কখন হইতে পারে না যেমন আপনার নয়ন দ্বারা স্বীয় নয়নের গুণ দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না তাহার ন্যায় জানিবে আত্ম প্রশংসা হেতু পরের গুণ গ্রহণে সামর্থ্য হয় না সুতরাং শাস্ত্রাদি জ্ঞান কি রূপে হইতে পারে অতএব শ্লাঘা বিদ্যার প্রতি প্রধান প্রতি

বর্দ্ধিকা হয় তাহাতে পরমজ্ঞান পরম সুখের কথা কি কহিব সামান্য সুখও হইতে পারে না যেমন উষ্ণ অঙ্গার কাষ্ঠা-দিকে দগ্ধ করণে সমর্থ হয় না কেবল স্বয়ং উত্তপ্ত অন্য কেও উত্তপ্ত মাত্র করে তাহার ন্যায় আত্মশ্লাঘা কারী ব্যক্তি আপনি উত্তাপযুক্ত হয় এবং অন্যকে উত্তাপিত করে যেমন যুবতীগণ স্বহস্তে স্বীয় স্তন মর্দ্দন করিলে তাহা দিগের সুখ জন্মে না তদ্রূপ ব্যক্তিরা আত্ম প্রশংসা করিলে তাহাতে প্রশংসা মিলে না বরং তাহাতে অপ-কার ঘটিয়া উঠে অর্থাৎ লোকে নিন্দাদি জন্মে অতএব এমত অপ্রশংসিত যে আত্ম প্রশংসা তাহা পরিত্যাগ করাই উচিত।

অসূয়াদি বিষয়ে উদাহরণ। অবন্তীনগরে শ্রীপতি নামা একব্যক্তি বাস করিত সে অতি দরিদ্র ছিল সে প্রায় সকল ধনি মান্য বিজ্ঞসমীপে সর্ব্বদা যাইত কিন্তু তাহার এইএক প্রবল দোষ ছিল কোনস্থানে কোন গুণযুক্তের গুণকথন হইলে তাহাতে একটা দোষারোপ করিত ইহাতে তাহাকে কেহ আদর করিতেন না বরং অমান্য করিতেন আর তাহার এইরূপেই কালযাপন হইতে লাগিল তাহার কোন বিদ্যাদি জন্মিল না তাহাতে সর্ব্বদা অন্তঃকরণে ক্লেশ পাইত একদিবস একস্থানে এক পরোপকারী মূর্খের পরোপকারিতা জন্য প্রশংসা হইল শ্রীপতি তাহাতে দোষোল্লেখ করিতে লাগিল এমত

সময়ে সেইস্থানে ঐ মূর্খ হঠাৎ উপস্থিত হইল এবং ঐ মূর্খ গোযোল্লেখ শুনিয়া শ্রীপতিকে বিলক্ষণ রূপে প্রহার করিল তদবধি প্রহার ভয়ে শ্রীপতি অসূয়া পরিত্যাগ করিল কিন্তু শুদ্ধ আপনার শ্লাঘা করণে প্রবৃত্ত হইল সর্ব্বত্রই আপনার প্রশংসা করিত তাহাতে তাহাকে কেহ আদর করিত না তন্নিমিত্ত পূর্ব্ব প্রায়ই ক্লেশ পাইতে লাগিল একদিবস শ্রীপতির আত্ম প্রশংসা শ্রবণে ঐ মূর্খ পুনর্ব্বার তদ্রূপ প্রহার করিলে ভয়ে শ্রীপতি আত্মশ্লাঘা পরিত্যাগ করিল অনন্তর শ্রীপতি পরের অনিষ্টাচরণ ব্রত করিতে লাগিল ইহাতে সকলের সহিত তাহার শত্রুতা হইল তন্নিমিত্ত শ্রীপতি অপমানগ্রস্ত হইয়া এতদ্রূপ দুরবস্থা হইতে নিবৃত্ত হইল পরে পরের শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে শ্রীপতির ঈর্ষা জন্মিতে লাগিল তাহাকে লোকে তাহাকে অশ্রদ্ধা ও অনাদর করিত একদিবস পথিক এক সাধু সহ তাহার সন্দর্শন হইল এবং ঐ সাধু তাহার দুষ্কর্ম্মাচার বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া নানা সদুপদেশ দিয়া তাহাকে কহিলেন যে তুমি ঈর্ষা পরিত্যাগে অক্ষম হইবে অতএব অন্যান্য বিষয়ে ঈর্ষা না করিয়া কেবল বিদ্যা বিষয়ে ঈর্ষা করহ তাহাতে অনায়াসে ফলপ্রাপ্ত হইবে এই বাক্য শ্রবণে শ্রীপতির ক্রমেং অন্যান্য বিষয়ে ঈর্ষা পরিত্যাগ হইয়া বিদ্যাবিষয়ে ঈর্ষা জন্মিল তাহাতে শ্রীপতি অত্যন্ত পরিশ্রম দ্বারা অধ্যয়ন করিয়া অত্যল্প কালের মধ্যে উত্তম

বিদ্বান হইয়া পরম সুখ প্রাপ্ত হইলেম হে বালকগণ তোম-
রা অসূয়াদি কার্য্যে কদাচ প্রবর্ত্ত হইবে না কেন না অসূ
য়াদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীপতির দশাগ্রস্ত হইতে হয়
অতএব অসূয়াদি পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

শত্রুতাবিষয়ক।

অপরের সহিত যে বৈরভাব তাহাকে শত্রুতা কহা যায়
জীবের সহিত সেই শত্রুতা করিলে জীব সকল শত্রু হইয়া
উঠে তাহাতে সর্পের সহিত একত্র বাসের ন্যায় শত্রু সহ
বসতি করা বিপদ জনক অর্থাৎ সর্পসহবাসে জীবন বিনাশ
যেরূপ নিশ্চিত আছে শত্রু সহ বাস করিলে সেইরূপ ঘটে
যেমত কর্কটিকা যৎকালে গর্ভ ধারণ করে তখন জানিতে
পারে না যে সেই গর্ভ সর্ব্ব প্রকারে তাহার নাশক হইবে
কিন্তু পরে যখন ঐ গর্ভস্থ সকল গর্ভ বিদারণপূর্ব্বক নির্গত
হয় তখন গর্ভধারিণী কর্কটকীকে বিনাশ করে সেইরূপ
শত্রুতা রূপ কালশত্রু যাহার অন্তরে অঙ্কুরিত হয় তাহার
বিনাশের আয়ুস হইয়া অন্যকে লক্ষ করে পরে লক্ষিত
ব্যক্তিরা বিপক্ষ হইয়া শত্রুতার আশ্রয়কে সংহার করেন
অতএব নীতি শাস্ত্রজ্ঞ বহুদর্শি জ্ঞানি লোকেরা কহেন
মনের নিকটে কদাচ শত্রুতাকে বাসস্থান দেওয়া কর্ত্তব্য
নহে যেহেতুক শত্রুতা অন্তরে থাকিয়া ক্রোধ রিপুকে
বাড়াইয়া দেয় পরে সেই ক্রোধ বলবান হইলেই
কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা থাকে না বিবেচনা শক্তি লুপ্তা

হইলে সদুপদেশ বাক্য শ্রুতি গোচর হয় না অতএব ক্রোধের অধীন হইয়া হতজ্ঞান লোকেরা অন্যের অনিষ্টকরে তাহাতে অন্য ব্যক্তিরা রাগান্ধ হইয়া অনিষ্ট কারিকে নষ্ট করিয়া কৃতকার্য্য হয় অতএব শত্রুতা যে কি পর্য্যন্ত পরম শত্রু পাঠকবর্গ এই রূপ যুক্তি দ্বারা বিবেচনা করিলেই তাহা স্থির জানিতে পারিবেন। শত্রুতা এমত বল যে সজাতীয় হয় সকলে সমান কেহ বা প্রবল হয় এতন্নিমিত্ত সজাতীয় সহ শত্রুতার সম্ভাবনায় খল সর্পাদি আপনার সুতকে ভক্ষণ করে।

আলস্য ত্যাগ।

নীতি বিশারদ বহুদর্শি ব্যক্তিরা কহেন পৃথিবীর কার্য্য সাধনে যে সকল প্রতিবন্ধক আছে তাহার মধ্যে আলস্য এক প্রধান প্রতিবন্ধক, শরীর মধ্যে আলস্য বাস স্থল প্রাপ্ত হইলে ক্রমে প্রবল হইয়া কার্য্য সাধনের মূলীভূত উৎসাহকে জড়ীভূত করে তাহাতে শরীর নির্ব্বাহক প্রিয়-তর বিষয়ের বিনাশ কালে ও তাহার রক্ষণাদি করণে উৎসাহের উদ্দীপন হয় না অতএব আলস্য প্রিয় মনুষ্য সকল আত্ম রক্ষণ বিষয়েতেও অসমর্থ হয়েন কিন্তু আলস্য হীন প্রাণি সকলের এতদ্রূপ দুর্দ্দশা হয় না তাহারা নিরালস্য হইয়া যে২ বিষয়ে মনোযোগ করেন প্রায় সর্ব্ব কার্য্যেতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন অতএব যুক্তি বিচারে আলস্য ত্যাগ সর্ব্বতোভাবে করা কর্ত্তব্য হয়।

সন্দীপন রাজ্যে ধূলিদাস নামে এক সদাগর বসতি করি তেন তিনি বাল্য কালাবধি কেবল আতিথ্য করণে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহার পিতার লোকান্তর প্রাপ্তির পর প্রচুর সম্পত্তি পাইলেন কিন্তু তাহা সমুদ্ধ অতিথি সেবার্থ স্থির রাখিলেন তাহাতে স্থানেং অতিথিশালা প্রস্তুতহইল এবং অতিথি সকলের মধ্যে যাহারা চির বাসার্থ ধূলিদাসের নিকট প্রার্থনা জানাইত সদাগর অতিথির বাসার্থ কল্পিত মনোহর গৃহে বাসস্থান প্রদান করিয়া তাহার দিগকে অন্ন বস্ত্রাদি দ্বারা যাবজ্জীবন প্রতিপালন করিতেন এই রূপে নানাদেশীয় নিরাশ্রয় লোক সকল বিশেষতঃ কর্ম্মানর্হ অলস লোকেরা সমাগত হইয়া তাঁহার আশ্রয়ে বসতি করিল এবং চিত্রভেরী দেশীয় চিত্র কুমার সংজ্ঞক রাজকুমার যিনি পিতার তিরস্কারে দেশেং ছদ্ম বেশে ভ্রমণ করিতেন তিনিও ধূলিদাসের আশ্রয়ে বিনা পরিশ্রমে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন, চিত্রকুমার প্রত্যূষে উঠিয়া সেই গ্রামস্থ চতুস্পাঠীতে যাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন এবং মধ্যাহ্ন সায়াহ্নকালে ধূলিদাসের আতিথ্য মন্দিরে ভোজনাদি করিয়া দিবারাত্রি শাস্ত্রীয় পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিতেন কিন্তু অন্যেরা ধূলিদাসের খাদ্যদ্রব্যে উদর পূরিয়া বৃথা গল্প জল্পনাতে কিম্বা নিদ্রাতে কালক্ষেপ করিত, এইরূপে কতিপয় বৎসর অতীত হইল চিত্রকুমার নানাদেশীয় বিদ্যাভ্যাস করিয়া

সুপালিত হইলেন কিন্তু অন্যেরা বিনা পরিশ্রমে ধূলিদা-
সের আশ্রয়ে উদরান্ন পাইয়া নিজ নিজ শরীরকে আল-
স্যের ভোগে সমর্পণ করিল, এক সময়ে মানসঙ্গ দেশীয়
করুণাঙ্গ নামক রাজা সর্ব্বদেশে ঘোষণা করিলেন, যে
তাঁহার কন্যা হেমলতা স্বয়ম্বরা হইবেন অতএব অবিবা-
হিত সচ্চরিত্র উপযুক্ত পাত্র রাজপুত্রেরা নিয়মিত রাত্রে
তাঁহার সভাতে আসিয়া পবিত্র করিবেন, চিত্রকুমার উক্ত
প্রকার ঘোষণা শুনিয়া অতিথিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক
কহিলেন, হে অতিথি সকল, আমরা ধূলিদাসের প্রসাদে
প্রতিপালিত হইতেছি কিন্তু ধূলিদাস অক্ষয় নহেন মানব
দেহের অবশ্যই পতন হইবে ইহার লোকান্তর প্রাপ্তির
পর আমারদিগের শরীর নির্ব্বাহের উপায় কি হইবে,
সম্প্রতি মানসঙ্গ দেশীয় করুণাঙ্গ রাজা স্বীয় কন্যা হেম-
লতার স্বায়ম্বরিক ব্যাপারে মহা সমারোহ করিয়াছেন
চল আমরা সকলে বিবাহ কালে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা
চাহিব তাহাতে করুণাঙ্গ নৃপতি যে কিঞ্চিৎ অর্থাদি
দিবেন তাহা আমারদিগের সঞ্চিত সম্পত্তি হইবে, মনু
ষ্যের শেষ রক্ষার্থ যথাযোগ্য কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করা উচিত,
রাজপুত্রের এই সকল বাক্য শুনিয়া আলস্য প্রিয় অতিথি
সকল হীহী শব্দে হাসিয়া উঠিল, এবং কহিল তোমার
প্রয়োজন থাকে তুমি যাও আমরা শেষ চিন্তায় চিন্তিত
নহি, ললাট লিপি যেরূপ আছে তাহাই ঘটিবে, উপস্থিত

সুখে সন্তোষ থাকিতে ভবিষ্যৎ চিন্তায় প্রয়োজন কি, রাজপুত্র অতিথি সকলের এই বাক্য শুনিয়া তাহারদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া একাকী মানসঙ্গ দেশে যাত্রা করিলেন এবং যথাকালে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া ছদ্মবেশে বৈবাহিক সভায় একদেশে বসিয়া রহিলেন, অনন্তর কঙ্কণাঙ্ক নৃপতির সভাপণ্ডিত গাত্রোত্থান করিয়া সভাস্থ প্রত্যেক রাজপুত্রকে পাণ্ডিত্যবিষয়ে জিজ্ঞাসা বাদ করিতে লাগিলেন এবং কাহার কিরূপ গুণ ও নাম ধাম লিখিতে আরম্ভ করিলেন এই প্রকারে একাদিক্রমে প্রত্যেক রাজপুত্রকে নানা প্রকার জিজ্ঞাসা হইল অবশেষে একদেশে স্থিত মলিন বেশধারি চিত্রকুমারকে ও শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গে অনেক জিজ্ঞাসা করিলেন এবং চিত্র কুমার যে সকল উত্তর দিলেন তাহাতে সভাপণ্ডিত চমৎকৃত হইলেন কিন্তু নাম ধাম জিজ্ঞাসাতে তিনি কহিলেন আমি ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইয়াছি নাম ধাম জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই, রাজকন্যা হেমলতা সভার মধ্যস্থিত বস্ত্রগৃহের মধ্যে থাকিয়া সকল রাজপুত্রের বাক্যালাপ শ্রবণ করিয়াছেন কিন্তু চিত্রকুমারের বাক্য শ্রবণে শ্রবণ বিবর সুধাভিষিক্ত হইবাতে বোধ করিলেন এই চারু বচন রচনাকারী সুপণ্ডিত মনুষ্য অবশ্য কোন রাজপুত্র হইবেন অথবা নাই হয়েন আমি ইহার গলদেশে মালা সমর্পণ করিব, এই

প্রতিজ্ঞা করিয়া রাজকন্যা তথা হইতে বাহির হইলেন এবং চিত্রকুমারকে মাল্য দান করিলেন অনন্তর করুণাঙ্গ মহারাজ সভা মধ্যে আসিয়া চিত্রকুমারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন চিত্রভেরী দেশীয় মহা রাজাধি রাজ বিষ্ণুমিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্রকুমার ছদ্ম বেশে আগমন করিয়া বরপাত্র হইয়াছেন, করুণাঙ্গ মহীপাল বিশেষ জ্ঞাত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন করুণাঙ্গ রাজার পুত্র ছিল না এক মাত্র দুহিতা হেমলতা অতএব মহীপাল জামাতাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং অবসর হইলেন এবং নিরালস্য চিত্রকুমার মানগঙ্গদেশীয় রাজ্যেশ্বর হইয়া রাজনীত্যনুসারে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন অনন্তর পূর্ব্বোক্ত অতিথি সকল যাহারা চিত্রকুমারের বাক্যে হেয়জ্ঞান করিয়া নির্ভাবনায় প্রতিপালিত হইতে ছিল তাহারা আলস্যের বশ হইবায় তাহাদিগের কিকি দুর্দ্দশা না ঘটিল অর্থাৎ ঐ ধূলিদাসের সঙ্কটাপন্ন রোগ উপস্থিত হইল তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হইল এবং তাঁহার যে সকল অর্থ ছিল তাহা স্বামির অভাব হেতু বিনাশ পাইল অতএব তদাশ্রিত আলস্য প্রিয় ব্যক্তিরা স্বভাবতঃ পরিশ্রম করণে অসমর্থ সুতরাং অন্নাভাবে ক্লেশ পাইয়া ক্রমে২ প্রাণ হারাইল অতএব হে বালকগণ তোমরা সদা সর্ব্বদা আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদ্যা-

স্যকে শরীর মধ্যে কদাচ আশ্রয় দিবা না দেখ ধুন্দিদাসের আশ্রিত অলস ব্যক্তিরা ভিক্ষাদ্বারা ও প্রাণ ধারণ করিতে পারিত কিন্তু আলস্যের বশ হইয়া তাহারা মৃত্যুকে আশ্রয় করিল।

সাহস।

জ্ঞানি লোকেরা কহেন সাহসিক লোক নির্ভয় হয়েন এবং সর্ব্বমান্য হইয়া সমুদয় জীবকে প্রতিপালন করিতে পারেন, পরমেশ্বর সাহসকে জীব সকলের পরম সহায় করিয়া দিয়াছেন সাহস রূপ সহায়কে অবলম্বন করিয়া ব্যক্তি সকল সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় যেমন অগ্নি সমীরণ সহকারে পৃথিবী দাহ করিতে পারে এবং অস্ত্র সহায় শীল ব্যক্তি শত্রু নিকর সংহার করিয়া কৃত কার্য্য হইতে পারে সেইরূপ সাহস সহায় ব্যক্তি সকল কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারে সাহসকে অমূল্য রত্নস্বরূপ গণনা করিতে হয় যেমন বিদ্যাকে তস্করাদি অপহরণ করিতে পারে না এবং বিভাগ সংগ্রাহকরাও বিভাগ কালে ভাগ লইতে সমর্থ হয় না অথচ বিদ্যা স্বদেশ বিদেশে মানবগণকে প্রতিষ্ঠিত করে সেইরূপ সাহসকে মহা সাহসিক দস্যুরা ও হরণ করিতে পারে না এবং বিভাগকালে বিভাগ যোগ্য হয় না বিশেষতঃ সর্ব্বদেশে মনুষ্যকে প্রতিপন্ন করে অতএব সাহসে কি না হয়, সাহসিক জীব হীনজাতি হইলেও তাহাকে সকলে সমাদর করে, দেখ

পশুর মধ্যে কুকুর সাহসিক পশু অতএব মনুষ্যেরা ও যত্ন পূর্ব্বক তাহারদিগের আহারাদি দিয়া থাকেন কিন্তু গর্দ্দভ ও শূকরাদি কুক্কুরাপেক্ষা বলবান বটে তথাচ লোকের নিকট তত্তুল্য সমাদরপাত্র হয় না· দেখ পক্ষি জাতির মধ্যে, শ্যেন পক্ষী তদপেক্ষা বলবান পক্ষিকেও পক্ষাঘাতে আক্রমণ করিয়া স্বীয় প্রতিপালকের নিকট দেয় অতএব মনুষ্যেরা সেই শচান পক্ষিকে সমাদরপূর্ব্বক প্রতিপালন করে কিন্তু শচানাপেক্ষা মহাবলবান শকুনাদিকে তুচ্ছ করে আরো দেখ এই ভারতবর্ষে পূর্ব্বে হিন্দু রাজারদিগের অধিকার ছিল পরে যবন রাজারা কেবল সাহসবলে প্রবল হইয়া হিন্দু সকলকে পরাজয় করত রাজ্যেশ্বর হইলেন তাহার পর ইউরোপীয়েরা ছয় মাস ব্যবহিত বাসস্থান হইতে অপার পারাবার পার হইয়া আগমন করিয়া সাহস গুণে যবনগণকে পরাজয়পূর্ব্বক ভারতবর্ষের কর্ত্তা হইয়াছেন অতএব জীব সকলের সাহস গুণ কিপর্য্যন্ত উপকারি হয় তাহা বলা যায় না৷ কিন্তু সেই সাহসকে উপযুক্ত করিলেই ব্যক্তি সকল উক্ত প্রকার হইতে পারেন নতুবা অন্যায় বিষয়ে সাহস করিলে অযশ ও নিন্দার ভাজন হইতে হয় যেহেতু লম্পট তস্করাদি মূর্খ লোকেরা স্বীয়২ লাম্পট্য চৌর্য্যাদি কার্য্যে সাহস করিয়া নিরন্তর দোষাকর হইতেছে অতএব জ্ঞানিলোকেরা কুকর্ম্মকে অপহেলা করিয়া প্রকৃত কার্য্যেই সাহসকে নিযুক্ত করেন, সাহস

গুণে যে অতি সাধারণ ব্যক্তিও মহাধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার এক দৃষ্টান্ত পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

বেতাল সিংহ ও ভূপাল সিংহ নামে দুই ব্যাধ ছিল তাহারা প্রতিদিন পর্ব্বতমধ্যে ভ্রমণ করিয়া মৃগয়া করিত এক দিবস উভয় ব্যাধ বহুতর হরিণাদি মারিয়া এক কূপ সমীপে বসিয়া জলপান করিতেছিল এই সময়ে মহাবল পরাক্রান্ত এক সিংহ জল তৃষ্ণাতে ব্যাকুল হইয়া সেই কূপ সমীপে আগত হইল কিন্তু কূপের অতি নিম্নভাগে জল রহিয়াছিল সিংহ কোন প্রকারেই জল উত্তোলন করিতে সমর্থ হইল না, যৎকালীন সিংহ কূপ সমীপে আসিল তখন সিংহের অঙ্গ দর্শন মাত্রেই ব্যাধেরা বৃহৎ বৃক্ষের অগ্রভাগে আরোহণ করিল কিন্তু বৃক্ষারোহণ কালীন সিংহ তাহারদিগকে দেখিয়াছিল অতএব সিংহ ব্যাকুল হইয়া একবার বৃক্ষমূলে পুনর্ব্বার কূপ সমীপে গমনাগমন করিতে লাগিল কিঞ্চিৎকাল এইরূপ করিবাতে ভূপাল সিংহ কহিল যে এই মহাবল সিংহ তৃষ্ণাকুল হইয়া আমারদিগের নিকট জল প্রার্থনা করিতেছে এইক্ষণে কর্ত্তব্য কি, যদি ও সিংহ পশুর মধ্যে প্রধান বটে তথাচ পশু হিংস্র জাতি, ইহাকে বিশ্বাস করা উচিত কি না, তাহাতে বেতাল সিংহ কহিল ভূপাল সিংহ সিংহের সঙ্গে রঙ্গ চলে না আমরা প্রত্যহ পর্ব্বত মধ্যে পশু হিংসা করি স্বজাতি বধে ক্রোধ করিয়া সিংহ আমারদিগকে সংহার

করিতে আসিয়াছে তুমি কেন বিপরীত ব্যাখ্যা করিতেছ তাহাতে ভূপাল সিংহ উত্তর করিল যদ্যপি সিংহ আমার দিগের বিনাশার্থ আসিত তবে পূর্ব্বেই আমারদিগের প্রতি ধাবমান হইত কিন্তু তাহা করে নাই অগ্রে আসিয়া জলাহরণের চেষ্টা পাইয়াছে এবং তাহাতে অক্ষম হইয়া এই প্রকার গতায়াত করিতেছে অতএব এইক্ষণে জল দিয়া সিংহের অভিপ্রায় পরীক্ষা করিতে হইয়াছে যদিও সিংহ হিংস্র পশু হয় তথাচ পশুর মধ্যে রাজা বটে অতএব মহতের উপকার করিলে বিপদ হয় না যাহা জ্ঞানিলোকের মুখে শ্রবণ করিয়াছি তাহাও পরীক্ষা করা হইবে আর আমরাই বা কেন সিংহকে ভয় করিতেছি সিংহ একাকী আমার দিগের একের প্রতি ধাবমান হইলে দ্বিতীয় ব্যক্তি বাণদ্বারা তাহাকে মারিয়া ফেলিব চিন্তা কি এই বলিয়া ভূপাল সিংহ বৃক্ষ হইতে নামিয়া কূপসমীপে যাইল এবং জল তুলিয়া সাক্ষাতে রাখিবা মাত্র সিংহ আহ্লাদিত হইয়া জলপান করিতে লাগিল অনন্তর আকণ্ঠ পর্য্যন্ত জলপান করিয়া সিংহ আত্যন্তিক পুলকিত হইল এবং ভূপালসিংহের প্রতি স্নেহ চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল যে এই ব্যক্তি মানব হইয়া আমার প্রাণদান করিয়াছে অতএব আমি কি প্রকারে ইহার প্রত্যুপকার করিব মনুষ্যেরা ধন প্রাপ্ত হইলে যাদৃশ আহ্লাদিত হয় অন্য প্রকারে তাদৃশ আনন্দিত হয় না কিন্তু আমার সঙ্গে না

গেলে ও ধন দিতে পারি না তবে এই পুরুষকে কি প্রকারে সঙ্গে লইয়া যাইব, ক্ষণকাল ইত্যাদি চিন্তা করিয়া কিয়-দ্দূর গমন করিল এবং পুনর্ব্বার ভূপালসিংহের সমীপে আসিল এইরূপে বারম্বার গমনাগমন আরম্ভ করাতে ভূপাল সিংহ চিন্তা করিল যে সিংহ এরূপ গতায়াত করি-তেছে ইহার অভিপ্রায় কি বোধ হয় আমাকে সঙ্গে লয়ে যাইবার সঙ্কেত করিতেছে বোধ হয় আমার কোন উপ-কার করিবে এই চিন্তার পর ভূপাল সিংহ যখন সিংহের সঙ্গে যাইল তখন পশুরাজ অত্যাহ্লাদ পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া চলিতে লাগিল এবং কিয়দ্দূর যাইয়া নিবিড়বন মধ্যে এক প্রকাণ্ড সুরঙ্গের মুখে আচ্ছাদিত যে প্রস্তর ছিল তাহা উঠাইয়া ভূপাল সিংহের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল পরে ভূপাল সিংহ সুরঙ্গের মধ্যে দেখিল অধোগমনের অত্যুত্তম প্রস্তর ময় সোপান আছে অতএব সেই সোপা-নের নিম্নে গমন করিয়া দর্শন করিল মনোহর অট্টালি-কাতে সুশোভিত এক পুরী রহিয়াছে কিন্তু তাহাতে মান-বের গতি নাই স্থানেং মণিময় আলোক সকল প্রজ্বলিত হইতেছে এবং প্রতিপ্রকোষ্ঠে সুবর্ণ সিংহাসনে একং স্বর্ণ-ময় প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে আরো দেখিল প্রত্যেক সিংহা-সনের সম্মুখে দীর্ঘ প্রস্থে বিংশতি হস্ত পরিমিত খাত মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা পরিপূর্ণ আছে. এই সকল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ব্যাধ

চনা করিবেন, প্রত্যেক সিংহাসন সমীপে প্রস্তর খোদিত সুবর্ণ শ্রেণীতে লেখা রহিয়াছে, এই ধন কোন সাহসিক রাজা সংগ্রহ করিয়াছিলেন তিনি মরণকালীন বলিয়া গিয়াছেন সাহসিক ব্যক্তিরা ইহা সম্ভোগ করিতে পারিবেন, ভূপাল সিংহ অক্ষর পাঠ করিয়া ভাবিল এই বিপুল ধন তাঁহার ভোগ যোগ্য বটে কিন্তু কি প্রকারে আনয়ন করিবেন তাহার উপায় চিন্তা করিতে২ পুনশ্চ উপরে আসিয়া দর্শন করিল সিংহ সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে অতএব তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া সিংহকে প্রণাম করিল এবং সিংহ তাহাকে প্রতি প্রণাম করিয়া পর্ব্বত মধ্যে প্রস্থান করিল, এস্থানে বেতাল সিংহ মাংসভার লইয়া বাটীতে যাইল এবং ভূপাল সিংহের পরিবার সকলকে সকল বৃত্তান্ত কহিল তাহাতে তাহার পরিবারেরা আত্যন্তিক ভাবিত হইয়া ভূপাল সিংহের অন্বেষণার্থ পর্ব্বত মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে ইতি মধ্যে ভূপালের সঙ্গে তাহার দিগের সাক্ষাৎ হইল এবং সকলে একত্র হইয়া সেই ধন ক্রমে২ আপন স্থানে আনিতে লাগিল এইরূপে বহুকালে উক্ত সম্পত্তি আনিয়া ভূপাল সিংহ মহাধনী ও জগৎ মান্য হইল অতএব দেখ সাহসে কি না হয়।

নিষ্ঠাচার।

যুক্তি মূলক শাস্ত্রীয় বাক্য ও জ্ঞানি লোকের উপদেশ
[illegible] পণ্ডিতেরা

নিষ্ঠাচার করেন সেই নিষ্ঠাচারি নরসকল সকলের নিকট মান্য হয়েন এবং তাহারদিগের বাক্যেতে সকলে বিশ্বাস করেন তাহার কারণ এই যে নিষ্ঠাচারি লোকেরা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার ব্যতিক্রমে চলেন না, তাঁহারা নিশ্চয় জানেন শাস্ত্র কর্তারা যুক্তি মূলক শাস্ত্রেতে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সৃষ্টিকর্তার আদেশ মতই হইয়াছে তাহার বিপরীত করিলে পরমেশ্বর দণ্ড করিবেন অতএব সত্য কথন, প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন, দয়া, দান, সদ্ব্যবহার, পরমেশ্বরকে ভয়করণ ইত্যাদি বিষয় যাহা শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে অতি সাবধান পূর্ব্বক তাহা প্রতিপালনকারি ব্যক্তিকে তিনি রক্ষা করেন, কিন্তু জগতের মধ্যে সংখ্যাতীত কুহক সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহার গভীর স্রোতে পতিত হইয়া চঞ্চল ব্যক্তি সকল বিকল হইতেছে যদ্যপি সেই স্রোতের তরঙ্গ নিষ্ঠাচারি লোকের অঙ্গে প্রতিক্ষণ সংলগ্ন হইয়া থাকে তথাচ তাঁহারা শাস্ত্রীয় বাক্যের কিম্বা জ্ঞানি লোকের উপ-দেশের সীমা লঙ্ঘন করেন না যেমন সমুদ্র অশেষ নদ নদীর প্রবাহ তরঙ্গে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে তথাচ তাহার স্বাভাবিক সীমা উল্লঙ্ঘন করে না সেইরূপ জানিবে এবং মানব সকল বারম্বার সাংসারিক শোক জনক বিষয়ে অর্থাৎ বন্ধু বিয়োগ ধন বিনাশ ইত্যাদি নানা ব্যাপারে পতিত হয় তথাচ ঐ প্রবল শোকানল জ্ঞানিদিগের চিত্ত

চিন্তিত মতের ব্যত্যয় করিতে পারে না, যেমন সুবর্ণ পারস্থার অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া থাকিলেও তথাচ হুতাশন স্বর্ণের প্রকৃত বর্ণ বিনাশ করিয়া বর্ণান্তর করিতে পারে না অতএব নিষ্ঠাচারি লোকসকল সকল প্রকারে সকলাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং মানব সকলকে সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর যে কি পর্য্যন্ত কৃপা করেন তাহা লেখনীর দ্বারা বিস্তার করা অসাধ্য হয়, নিষ্ঠাচারি লোকের প্রতি সৃষ্টিকর্ত্তার সন্তোষের এক দৃষ্টান্ত এ স্থলে প্রকাশ করিতেছি বোধ হয় সুধীবরেরা তাহা পাঠ করিয়া চমৎকার জ্ঞান করিবেন। হেমন্ত নগরে শ্রীমন্ত নামে এক জন চিত্রকর ছিল সেই চিত্রকর প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া বেলা দশদণ্ড পর্য্যন্ত পরমেশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত থাকিত পরে অপূর্ব্ব পটে নানা প্রকার বিচিত্র চিত্র প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত, অনন্তর মধ্যাহ্নকালে আগত অভুক্ত লোক সকলকে আহারাদিদ্বারা সন্তোষ করিয়া স্বয়ং আহার করিত, পরে সাধুসঙ্গে সদালাপাদিতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত ক্ষেপণ করিয়া রাত্রি দশদণ্ডটিকা পর্য্যন্ত পরমেশ্বরচিন্তায় নিযুক্ত থাকিত, শ্রীমন্ত চিত্রকরের অপ্রাপ্তবয়স্ক দুই পুত্র এক কন্যা ছিল এবং বৃদ্ধ পিতা মাতা বর্ত্তমান ছিল রূপকুমারী নামে পরমাসুন্দরী চিত্রকরের এক কুমারী ছিল তাহার অপূর্ব্বরূপ গৌরবের সৌরভ শ্রবণ করিয়া নানা দেশ হইতে রাজপুত্র সকল আগমন করিতে লাগিলেন কিন্তু কোন রাজ কুমার রূপ কুমারীর

সুরূপের সদৃশ হইলেন না অতএব তাঁহার সহিত সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ হইল না, এই সময়ে হেমন্ত নগরীয় নৃপতি শুনিলেন শ্রীমন্তের পরমসুন্দরী এক দুহিতা আছে তাহাকে বিবাহ করণার্থে রাজপুত্র সকল গমনাগমন করিতেছেন অতএব এক দিবস নরনাথ অকস্মাৎ শ্রীমন্তের বাটীতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে চিত্রকর, আমি শ্রবণ করিয়াছি তোমার কন্যা অতুল রূপবতী অতএব তাহাকে বিবাহ করণার্থে স্বয়ং আসিয়াছি আমি রাজা আমাকে কন্যা সম্প্রদান করিলে পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিবে, তাহাতে চিত্রকর উত্তর করিল, হে মহামহিম ভূপতে স্বদেশীয় নৃপতি জামাতা হইলে ইহার পর অধিক সৌভাগ্য কি আছে কিন্তু জাতীয় মর্য্যাদা বিষয়ে মহারাজের সহিত আমার অনেক পার্থক্য, তাহাতে যদ্যপি মহারাজকে কন্যা সম্প্রদান করি তবে আমি জ্ঞাতি জ্ঞাতির নিকট নিন্দনীয় হইব অতএব অদ্য এ বিষয় নিশ্চয় দিতে পারিলাম না বিবেচনা পূর্ব্বক ভূপালকে নিবেদন করিব, চিত্রকরের এই উত্তর শ্রবণে যবন জাতীয় রাজা বিজাতীয় ক্রোধ করিয়া কহিলেন, শ্রীমন্ত, অদ্য তোমাকে ক্ষমা করিলাম ভূপতিকে অধম জাতি বলিয়া যাহারা ঘৃণা করে তাহারদিগের মুণ্ড ছেদন করিতে হয় তবে কহিতেছি বিবেচনা পূর্ব্বক বলিবা অতএব সপ্তাহের মধ্যে যদ্যপি আমার সহিত রূপকুমারীর বিবাহ সম্বন্ধ

নির্ব্বন্ধ না হয় তবে তোমারদিগকে অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হইবে এবং বল পূর্ব্বক রূপকুমারীকে বিবাহ করিব, যবন ভূপাল চিত্রকরকে এই রূপ সভয় বাক্য বলিয়া বিদায় হইলে পর চিত্রকরঅন্তঃপুরে প্রবেশ করত পিতা মাতাকে এবং আপন ভার্য্যাকে রাজবাক্য শ্রবণ করাইয়া কহিলেন এইক্ষণে আমারদিগের উপায় কি, যদ্যপি নৃপতিকে কন্যা সমর্পণ করি তবে আমারদিগের প্রতিজ্ঞার ও জাতি ধর্ম্মের অন্যথা হইবে আর না করিলে ও নির্দয় রাজা প্রাণ সংহার করিবেন ইহাতে আমারদিগের উভয় পক্ষ সঙ্কট হইল, এই প্রকার বিবেচনাতে শেষ নিশ্চিত হইল সপরিবারে অরণ্যে পলায়ন করিবে তথাচ যবন রাজাকে কন্যা সমর্পণ করিবে না এবং শেষ তাহাই যাটস রাত্রিযোগে হেমন্ত নগর পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রস্থান করিল পক্ষান্তরে যবন রাজেশ্বর মনে স্থির করিয়াছেন চিত্রকরকে যেরূপ বলিয়াছেন তাহাতে সপ্তাহের মধ্যেই চিত্রকর রূপকুমারীকে তাঁহাকে বিবাহার্থ সমর্পণ করিবে নতুবা সপ্তাহ বিরামে স্বকীয় পরাক্রম দ্বারাই বিবাহ করিবেন ইতিমধ্যে অনুচর আসিয়া রাজাকে কহিল, হে ভূপতে, আপনি যে সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহা ব্যর্থ হইল, শ্রীমন্ত চিত্রকর সপরিবারে পলায়ন করিয়াছে. রাজা অনুচর মুখে সমাচার শ্রবণ করিয়া বিজাতীয় ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ চারিদশ সৈন্য প্রস্তুত করিয়া

তিন দিগে তিন দল প্রেরণ করিয়া অবশিষ্ট মহাদল সহিত অরণ্যে অন্বেষণার্থ স্বয়ং যাত্রা করিলেন, এদিগে চিত্রকরের কি পর্য্যন্ত বিপদ হইয়াছে তাহা শ্রবণ কর দুই বালক ও রূপকুমারী কন্যা স্বীয় ভার্য্যা এবং বৃদ্ধ পিতা মাতা সহিত চিত্রকর অতি নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইয়া ঘোর বিপাকে ঠেকিয়াছে কোন দিগে বহির্গমনের পথ নাই চারি দিবস নিরাহার ক্ষুধাতৃষ্ণাতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছে বিশেষতঃ চরণে কণ্টকাদি প্রবিষ্ট হইবায় এবং জলতৃষ্ণায় শ্রীমন্তের বৃদ্ধ পিতা প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন তাহাতে শ্রীমন্ত পিতাকে নানা প্রকার জ্ঞানোপদেশ দ্বারা শান্ত করিয়া এক স্থানে সকলকে রাখিয়া স্বয়ং জল অন্বেষণ করিতে গেল কিন্তু পর্ব্বত শিখরে জল না পাইয়া চিত্রকর এক বৃক্ষ মূলে বসিয়া পরমেশ্বরকে চিন্তা করিতেছে, এই সময়ে পরমেশ্বর প্রসাদে কিঞ্চিদ্দূরে এক সরোবর দেখিয়া তথায় গমন করিয়া দেখিল এক বৃক্ষেতে পরিপক্ব হইয়া অপূর্ব্ব ফল সকল ঝুলিতেছে এইরূপ আশ্চর্য্য দর্শনে হৃষ্ট হইয়া শ্রীমন্ত পরমেশ্বর সমীপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিল এবং তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগত হইয়া স্বীয় পরিবার সকলকে সেই স্থানে লইয়া গেল, পরিবার সকল পথশ্রম ক্ষুধা তৃষ্ণাতে ব্যাকুল সরোবর তীরে ফল প্রাপ্ত হইয়া পরিপূর্ণ আহার করিলেন এবং আকণ্ঠ পর্য্যন্ত নির্ম্মল জল পান করত সুস্থির হইলেন কিন্তু সেই সুস্থিরতা

অবিবেকের ন্যায় হইল অর্থাৎ দেখিলেন পৃষ্ঠভাগে মদোদ্দণ্ড যবন রাজা ধাবমান হইয়াছেন স্থানান্তর গমনের পথ নাই অতএব যবন রাজা অবশ্যই সংহার করিবেন, এই চিন্তাতে ব্যাকুল হইয়া নিশ্চয় করিল নির্দয় রাজা সমীপ বন্দি হইবামাত্র সকলে সরোবরে প্রাণত্যাগ করিবেন। এই সময়ে পরমেশ্বরের কৃপা দেখ, সুখ চান দেশীয় ক্ষত্রিয় বংশ্য মহারাজাধিরাজ ক্ষেত্র সিংহ নামক ভূপতি যবন রাজার নিকট এক শ্বেতহস্তির নিমিত্ত পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে যবন রাজা সেই পত্র হেয় জ্ঞান করিয়া হস্তি প্রেরণ করেন নাই অতএব ক্ষেত্র সিংহ ভূপতি স্বীয় দল বল সহিত যবন রাজার বিনাশার্থ ঘোরতর শব্দে সেই সরোবর নিকট দিয়া আসিতেছেন, ইহার মধ্যে যবন রাজা ও সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ইহারা পরস্পর দুই দল পথ হারা হইয়া জলপানার্থ সরোবর তীরে আসিয়াছেন কিন্তু চিত্রকরেরা নিশ্চয় বোধ করিল দুষ্ট দিগেই যবন রাজার সৈন্যেরা তাঁহারদিগকে আক্রমণার্থ আগত হইয়াছে অতএব প্রাণ পরিত্যাগ করণাশয়ে যখন জলাশয়ে গমন করিল তখন ক্ষেত্র সিংহ ভূপাল জানিতে পারিলেন এই লোকেরা ভয় পাইয়া জলাশয়ে প্রবেশ করিতেছে অতএব তৎক্ষণাৎ তাহারদিগকে নির্ভয় দিয়া রক্ষা করিলেন এবং কারণ জ্ঞাত হইয়া কহিলেন ভয় নাই যবনের কাল নিকট হইয়াছে এবং অদ্যই যবন দলের

সহিত ঘোর সংগ্রামারম্ভ হইল তাহাতে যবনেশ্বর ক্ষেত্র সিংহের হস্তে পঞ্চত্ব পাইলেন এবং মহাকুলোদ্ভব ক্ষেত্র সিংহ রাজা রূপকুমারীকে বিবাহ করিয়া হেমন্ত নগরীয় সিংহাসন শ্রীমন্তকে দিলেন অতএব মনুষ্যেরা নিষ্ঠাচারে থাকিলে তাঁহারদিগের কদাচ বিপদ হয় না নিষ্ঠাচারি মনুষ্যকে পরমেশ্বর অবশ্যই কৃপা করেন।

ক্রোধ বিষয়ক।

রজোগুণে উৎপন্ন অথচ নয়ন লৌহিত্যাদির কারণ যে অন্তঃকরণের বিকার বিশেষ তাহার নাম ক্রোধ, যদ্যপি মত্ততা প্রভৃতি নেত্র লৌহিত্যাদির কারণ বটে তথাপি মত্ততাদি রজোগুণ হইতে উৎপন্ন নহে এবং চিত্তের বিকারও নহে ক্রোধ রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হয় কিন্তু রজোগুণকে ও তমোগুণকে বৃদ্ধি পাওয়ায় যেমন সূর্য্য ও অগ্নি প্রভৃতির উত্তাপে জন্মে যে প্রস্তরাদির উত্তাপ সেই উত্তাপ সূর্য্যাদির উত্তাপকে বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহার ন্যায় জানিবা। আর যেমন অগ্নি সংযোগে লৌহ প্রভৃতি আপনাকে বিকৃত করে এবং অন্য বস্তুকে দগ্ধ করে তাহার ন্যায় ক্রোধ সংযোগে মনুষ্য আপনাকে বিকৃতত্ব পাওয়ায় এবং অন্যেরো অনিষ্ট করে। গৃহাদিতে অগ্নি সংযোগ হইলে যেমন গৃহাদির যাবতীয় বেশ ভূষা প্রভৃতি গুণগণকে বিনষ্ট করে কেবল গৃহাকৃতি মৃত্তিকাদি মাত্র থাকে তাহার ন্যায় মনুষ্যেতে ক্রোধ সংযুক্ত হইলে মনুষ্যের গুণগণ

বিনাশ পাইয়া কেবল মনুষ্যাকৃতি মাত্র থাকে বরং যেমন নির্ম্মল নির্ম্মলকারী অতি সুমধুর যে জল তাহাতে কীট-যোগে তাহার মধুরতা নির্ম্মলকারিতা নৈর্ম্মল্যাদি গুণ বিনাশ করিয়া দোষ যুক্ত করে সেই জল অন্য বস্তুতে স্পর্শ হইলে সে বস্তুর গুণকেও বিনষ্ট করে তাহার ন্যায় ক্রোধযোগে মনুষ্যের যাবতীয় গুণকে বিনষ্ট করিয়া দোষ সমূহ জন্মাইয়া দেয়। যেমন জ্যোৎস্নাযুক্তা রজনী মেঘাবৃতা হইলে সকল দেশ অন্ধকার ময় হয় তাহার ন্যায় সুপ্রকাশক গুণযুক্তের গুণগণকে ক্রোধ আচ্ছন্ন করিয়া দেহকে কেবল তমোময় করে। আর যেমন বহু ধূমেতে অগ্নিকে ও মলকে আদর্শে এবং গর্ভবেষ্টন চর্ম্মেতে গর্ভকে আবরণ করিয়া রাখে তাহার ন্যায় ক্রোধ জ্ঞানকে আবরণ করে। এবং যেমন অতি প্রবলতর বায়ুতে ধলি প্রভৃতি [illegible] পথিক জনের নয়নকে আচ্ছন্ন করিয়া দিক ভ্রম জন্মাইয়া দেয় আর যেমন সমুদ্র প্রভৃতিতে তরঙ্গাদি দ্বারা দিক ভ্রম জন্মায় তাহার ন্যায় ক্রোধ ইন্দ্রিয় দ্বারা মনুষ্যের জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া মুগ্ধ করে অর্থাৎ সেই ব্যক্তির হিতাহিত বোধ থাকে না। যেমন ঘৃতদ্বারা অগ্নি প্রবল হয় তাহার ন্যায় ক্রোধ অনুষ্ঠানদ্বারা প্রবৃদ্ধ হয়। যেমন ভ্রমর পুষ্পমধুপানে নিবৃত্ত হয় না অধিক মত্ত হয় তাহার ন্যায় ক্রোধ আপন বিষয় পাইয়া নিবৃত্ত হয় না বরং ক্রমশ প্রবল হয়। ক্রোধ রিপুকে খর্ব্ব করা অতি দুঃসাধ্য,

হীরক ও অন্যান্য প্রস্তরাদিকে অনায়াসে ছেদন করা যায় তথাপি ক্রোধকে ছেদন করা যায় না। রিপুবর্গমধ্যে ক্রোধ রিপু অতি বলবান ক্রোধদ্বারা আত্মহিতাহিত বোধ না হইয়া আপনারি অনিষ্ট করে এবং ক্রোধ হেতু শিল্প শাস্ত্রাদি জ্ঞান পরমজ্ঞান সকলি বিনাশ পায় ও পুত্র মিত্রাদি ও শত্রু হয়। যেমন আর্সলা কীট সর্ব্বদা কুমুরিয়া কীট চিন্তনে কুমুরিয়া আকৃতিকে পায় তাহার ন্যায় ক্রোধ রিপুকে সর্ব্বদা স্মরণ করত জগতস্থ যাবতীয় মনুষ্যের প্রতি শত্রুতা জ্ঞান হয় এবং ক্রোধ হেতু অতি প্রিয়তম পুত্রাদিকে বিনষ্ট করে ও বুদ্ধির বৈপরীত্য জন্মে তাহাতে বিপরীত সন্দর্শন হইয়া কুপথগামী হয়। দেখ মনুষ্য ক্রোধ প্রযুক্ত অতি দুর্লভ মনুষ্য দেহ পাইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে। ক্রোধ রিপু দুর্জ্জেয় অতএব তাহাকে দেহ মধ্যে স্থান প্রদান করিলে সে আক্রমণ করিয়া সেই দেহকে বিনষ্ট করে। ক্রোধে অন্যের অনিষ্ট করণে সামর্থ্য হয় না কেবল আপনি জগতের শত্রু হয়। যেমন মনুষ্যদিগের সামান্য শত্রু যে মনুষ্য তাহার মধ্যে এক শত্রু জন আক্রমণ করিলে সকল শত্রু প্রবল হইয়া তাহাকে ক্লেশ প্রদান করে এবং বিনষ্ট করে তাহার ন্যায় ক্রোধ রিপু শরীরমধ্যে আক্রমণ করিলে লোভ মোহ প্রভৃতি রিপুগণ প্রবল হইয়া তাহাকে ক্লেশ দেয় ও প্রাণনাশ

করে। অন্যান্য অনিষ্ট কারী কেবল একং বিষয়ে অনিষ্ট করে কিন্তু ক্রোধ রিপু বুদ্ধি জ্ঞান পরমজ্ঞান মান ধন মিত্রতা সকলকে বিনাশ করে। আর যেমন বিষপানে শরীর দগ্ধ ও প্রাণ নাশ হয়। তাহার ন্যায় ক্রোধ রিপুকে স্থান দান করিলে দেহ দগ্ধ ও প্রাণ নাশ করে। দেখ আহার বিনা মনুষ্যের অবশ্য প্রাণ নাশ হয় এবং আপাতত ক্ষুধায় অত্যন্ত জ্বালা পায় ইহা অতিমূঢ় ব্যক্তিরো বোধ হইতেছে তথাপি ক্রোধ হেতু ব্যক্তিরা অত্যন্ত ক্ষুধার জ্বালাসত্ত্বেও প্রাণ রক্ষক আহার কে পরিত্যাগ করিতেছে। ক্রোধ হেতু অতি মান্য পূজ্য মাতা পিতা গুরু প্রভৃতিকে অপমান ও বধ করিতেছে।

ক্রোধবিষয়ে উদাহরণ।

মহারাষ্ট্রীয় এক রাজা ছিলেন তিনি সর্ব্বদা ক্রোধ রিপুদ্বারা আক্রান্ত কিন্তু অন্যান্য দোষ রহিত বিচার কালীন প্রজাগণ কোন বাক্য কহিলে তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার যথার্থ জয় পক্ষ হইলেও পরাজয় করাইয়া তাহার প্রতি বহুদণ্ড করিতেন এবং অন্যায় বিচার সন্দর্শনে মন্ত্রি প্রভৃতি কোন কথা কহিলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি দণ্ড অথবা পদচ্যুত করণে অনুমতি করিতেন। স্ত্রী পুত্র পরিবারের প্রতি ক্রোধে সর্ব্বদা অনবরত কটুবাক্য ও প্রহারাদি করিতেন তন্নিমিত্ত তাঁহারা

প্রায় তাহার নিকট থাকিতে বাঞ্ছা করিত না থাকিলেও কদাচ রাজার ইষ্ট করণে ইচ্ছুক হইত না এবং পিতৃ পিতামহের মিত্র ও বন্ধুবর্গ শত্রু হইলেন আর ক্রোধ হেতু পৃথিবীস্থ যাবদীয় মনুষ্য সহ সর্ব্বদা শত্রুতা হইল এবং আত্মহিতাহিত কিছুই দেখিতে পাইতেন না কেবল সর্ব্বদা সকল জন সহ কলহ হওয়াতে তাহারি মহদনিষ্ট জন্মিত, কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে প্রজাগণ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া উক্ত রাজার অমাত্য ও সৈন্যাধ্যক্ষ সহ মিলন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া উক্ত রাজাকে পরাজিত করিয়া আপনারা স্বাধীনে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। উক্ত রাজা প্রজাকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অত্যন্ত অপমান হেতু অন্য ভূপতি সমীপে সাহায্যার্থ যাইতেন তাহারা ও অতি মান্য বলিয়া বহুমান পুরঃসরে সমাদর করিতেন এবং হঠাৎ তাহারদিগের সহিত প্রীতি জন্মিত কিন্তু তাহার পর কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে সেই প্রণয় থাকিত না পরে তাহারা অনাদর করিলে অন্য রাজ সমীপে গমন করিতেন তত্তৎস্থানে ও ঐ রূপ আচরণ করত অপমানিত হইতেন পরে এক হুড়ুকীক রাজার সহিত উক্ত রাজার অত্যন্ত প্রীতি হইল কারণ হুড়ুকীক রাজা ক্রোধকে প্রশংসা করিতেন কিন্তু তাহার সহিত প্রীতি হইয়াও কখন২ বিরোধ ও পরস্পর কটূক্তির উত্থাপন হইত অথচ উক্ত রাজার কোন ইষ্টসিদ্ধি হইত না কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে ঐ হুড়ুকীক

রাজা মিত্রেরমৃত্যুদর্শনে বিবেকী হইয়া নিবিড় নির্জ্জন বনে গমন পূর্ব্বক সন্দর্শন করিলেন যে সে স্থানে সুপণ্ডিত পরম জ্ঞানী এক ব্যক্তি আছেন ক্রমে ক্রমে তাহার নিকটে সমা গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে তাবদ্বৃত্তান্ত কহিলেন তাহাতে জ্ঞানী ব্যক্তি রাজার প্রতি উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ক্রোধ বিষয়ে জ্ঞানির উপদেশ।

উক্তজ্ঞানী উক্ত মহারাষ্ট্রীয় রাজার প্রতি উপদেশ করিতে লাগিলেন। উপদেশ এইযে ক্রোধকে কেহ২ উত্তম কহেন তাহাতে তাহারা সন্দর্শন করান যে ক্রোধে শত্রুগণ ভীত হয় এবং দুষ্ট দস্যু প্রভৃতির দমন আর ভার্য্যা ভৃত্য পুত্র মিত্র ক্রোধিসন্দর্শনে ভীত হয় তাহাতে তাহারা বশী- ভূত থাকে ক্রোধব্যতিরেকে অন্য প্রবল শত্রুকে জয় করা যায় না আর ক্রোধ হেতু সুখ ও স্বচ্ছন্দ হয় ইত্যাদি কারণ দেখাইয়া দৃষ্টান্ত দেন যে যেমত ক্রোধস্বভাব বাজপক্ষি সন্দর্শনে অন্যান্য বৃহৎ২ পক্ষী ভীত হয় এবং অতি দুষ্ট কাক প্রভৃতি দমন হয় আর যেমত ক্রোধস্বভাব ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র দর্শনে বৃহৎ২ যে কুক্কুর তাহারা ভীত হয়। এবং অতি ক্রোধী মর্কট কর্তৃক আক্রান্ত যে ব্যাঘ্র তিনি সেই মর্কটের বশীভূত হয়েন। আরো দেখ যেমন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ সিংহ সমীপে তৎ শত্রু যে হস্তী সে আতং- শায় বলবান হইয়াও পরাজিত হইতেছে এবং যেমন

সকলের ন্যায় ক্রোধ ব্যতিরেকে কিছুই হইতে পারে না ইত্যাদি। উক্ত জ্ঞানী রাজাকে কহিলেন যে মহারাজ এই সকল কারণ ও দৃষ্টান্ত কেবল অজ্ঞের প্রাবর্ত্তক মাত্র যেহেতু ক্রোধে অনিষ্ট ব্যতিরেকে কদাচ ইষ্ট হয় না আর ক্রোধ শাস্ত্রে ও লোকেতে অতি নিন্দনীয় অতএব সর্ব্ব শাস্ত্র বিগর্হিত সর্ব্ব লোক নিন্দিত যে বিষয় তাহা কদাচ কি উত্তম হয় সে অবশ্য অনিষ্টদায়ক দেখ চোর দস্যু প্রভৃতি জ্ঞান করে যে চৌর্য্য দস্যুতা প্রভৃতি উত্তম কেননা অনায়াসে অধিক অর্থ লভ্য হইবে কিন্তু মহারাজ কখন তাহারদিগের সুখ সন্দর্শন করিয়াছেন বরং তাহারদিগের অত্যন্ত অনিষ্ট ও স্ত্রী পুত্র পরিবারের ক্লেশ দেখা যাইতেছে আরো দেখ যেমত লৌহ ও দারু এবং রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা বদ্ধ যে মনুষ্যাদি তাহারা কদাচিৎ তাহা হইতে বিমুক্ত হইতেছে কিন্তু বিষয় রজ্জ্বাদি দ্বারা বদ্ধ যে মনুষ্যাদি তাহারা কথা বিষয় হইতে প্রায় বিমুক্ত হয় না তাহার ন্যায় মনুষ্যাদি রূপ শত্রু কদাচিৎ মিত্র হয় অথবা বিনাশ পায় কিন্তু ক্রোধ রূপ শত্রু প্রায় মিত্র অথবা বিনাশ পায় না আরো দেখ লোকে কহিয়া থাকে যে জলে জল বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ জলে জল পতিত হইলে জল বৃদ্ধিকে পায় আর শুষ্ক মৃত্তিকায় জল পতিত হইলে শুষ্ক হয় তাহার ন্যায় দুর্জ্জেয় প্রবলতর ক্রোধ রিপু যে জনের আছে তাহার মনুষ্যাদি সামান্য রিপুর বৃদ্ধি অবশ্য হয়

আর প্রবল তম ক্রোধ রিপুর অভাবে সামান্য রিপু সুতরাং শূন্য হয় অর্থাৎ থাকে না। মনুষ্য রিপুর কথা কি কহিব ষড় রিপুর মধ্যে ক্রোধ রিপুর অত্যন্ত তোগ এবং ক্রোধ রিপুকে শীঘ্র ভেদ করা যায় না। ক্রোধ রিপুর বৃদ্ধিতে সকল রিপুই প্রবৃদ্ধ হয় আর ক্রোধ রিপুর খর্ব্বতায় সকল রিপুই খর্ব্ব হয়। দেখ অন্য২ রিপুর প্রাবল্যে অন্য২ সামান্য ক্লেশ জন্মে কিন্তু ক্রোধ রিপুর প্রাবল্যে অতি দুঃসাহসিক সকল লোক নিন্দনীয় যে আত্মঘাত তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। বরং কাষ্ঠ লোষ্ট্র লগুড়ের আঘাত অধিক ক্লেশ জনক নহে তদপেক্ষা ক্রোধ অধিক ক্লেশদায়ক। ক্রোধরিপুর শমতা হইলে প্রজাবর্গ যাদৃশ ভয় করে ক্রোধি রাজাকে তাদৃশ ভয় করে না। যেমন পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি সুশীতল জলপানে তৃপ্ত হয় সেই প্রকার ক্রোধ রহিত ব্যক্তির বাক্য দ্বারা সকল মনুষ্যই তৃপ্ত হয়। শুক ময়ূরাদির পোষক ব্যক্তির অক্রোধ সময়ে তাহারা সেই পোষককে আহ্লাদ প্রদান করিতেছে আর ক্রোধ যুক্ত পোষককে কদাচ আহ্লাদ দেয় না তাহার ন্যায় ক্রোধান্বিতের নিকটে মনুষ্য গমন করে না। আর ক্রোধ শান্তি হইলে অতিশয় গ্রীষ্মান্তে অধিক বৃষ্টিতে যেমত পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় পশু পক্ষি মনুষ্য প্রভৃতি স্নিগ্ধ হয় তাহার ন্যায় সকল রিপু শমতা প্রাপ্ত হইলে ক্রোধী ও জন্তু সমীপস্থ ও নিকট গামী

সকলেই স্নিগ্ধতা পায় আর যেমত অতিশয় গ্রীষ্মেতে স্নিগ্ধ সুকোমল ফল ও জল জগতস্থ যাবতীয় মনুষ্যাদির প্রীতি দায়ক ও আহ্লাদ জনক হয় তাহার ন্যায় ক্রোধ রিপু শান্ত হইলে সেই ব্যক্তি সকলের প্রিয় ও আহ্লাদ প্রদ হয়েন আর ক্রোধ যুক্ত ব্যক্তি, সকল কর্ত্তৃক পরাজিত হয় কারণ ক্রোধ রিপু কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে সুতরাং অন্যত্র পরাজিত হয় লোকেও দৃষ্ট হইতেছে যে মান্য ব্যক্তি এক বিষয়ে অপমান হইলে অন্য বিষয়ে অনায়াসেই অপমানিত হয়েন যদ্যপি না ও হয়েন তথাপি সেই ভয়ে অন্য বিষয়ে হস্তার্পণ করেন না তাহার ন্যায় ক্রোধী ব্যক্তি ক্রোধ সমীপে পরাজয় জন্য সামান্য অন্য২ রিপু সমীপে পরাজয় পায়। আর যেমত রৌদ্র গ্রীষ্ম বিষাদির জ্বালায় জ্বলিত জন সর্ব্বদা অত্যন্ত ক্লেশ পায় তাহার ন্যায় ক্রোধী ব্যক্তি প্রবল তর রিপু ক্রোধ হেতুক সর্ব্বদা দুঃখ ভোগ করে অতএব মহারাজ ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় রাজ্যে গমন করহ তাহাতে তোমার সেই সকল প্রজাবর্গ স্ত্রী পুত্র অমাত্য ভৃত্য মিত্র সৈন্য প্রভৃতি সকলে তোমার বশীভূত হইবে তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখী হইবে।

জ্ঞানির উপদেশ প্রাপ্তে শান্ত ক্রোধের উদাহরণ।

উক্ত মহারাষ্ট্রীয় রাজা উক্ত জ্ঞানির সদুপদেশ পাইলেন এবং ক্রোধ হেতু স্বীয় বন্ধু হড্ডীক রাজার আত্মঘাত

স্বীয় রাজ্যে উপস্থিত হইয়া স্বীয় পুত্র মিত্র অমাত্য ভৃত্য সৈন্য প্রজা প্রভৃতিকে স্নেহ করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বদা সকলকে প্রিয় বাক্য কহিতেন তাহাতে ক্রমে২ সকলেই রাজার বশীভূত হইল তাহাতে রাজা পরম সুখে স্বচ্ছন্দে রাজ্য ভোগ করিলেন এ২ ঐ সকল প্রজা প্রভৃতি মিলিত হইয়া অন্য২ রাজার রাজ্য জয় করিয়া লইল সুতরাং আরো অধিক রাজ্য ও সুখ বৃদ্ধি হইল পরে ঐ রাজা পরম জ্ঞান পরম সুখ পাইলেন অতএব তোমরা ক্রোধ শান্তির প্রতি চেষ্টা করহ কারণ ক্রোধ হইতে অনিষ্টকারী আর কিছুই নাই ॥

মোহ বিষয়ক।

যথার্থ বিবেচনাকে যে আচ্ছন্ন করে তাহার নাম মোহ ক্রোধাদি রিপু বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া ব্যতিক্রম জন্মায় কিন্তু মোহ রিপু বুদ্ধিসত্বেও ব্যতিক্রম জন্মিয়া দেয় যেমন মনের সংযোগ ব্যতিরেকে কোন ইন্দ্রিয়ই স্বীয়২ বিষয় ভোগ করিতে পারে না তাহার ন্যায় মোহ ব্যতি-রেকে কাম ক্রোধাদির উৎপত্তি হয় না, লোকেও দৃষ্ট হইতেছে মোহশূন্য ব্যক্তির কামাদি জন্মে না অতএব ছয় রিপুর মধ্যে মোহ রিপু অতিশয় কুৎসিত আরো দেখ অন্য২ রিপু বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে বটে কিন্তু কদাচিৎ বুদ্ধি প্রকাশ ও পায় বুদ্ধি প্রকাশ সময়ে কোন সৎ সংসর্গ ক্রিয়া

মোহ রিপু বুদ্ধি সত্ত্বে ব্যতিক্রম করায় অতএব ইহাকে খর্ব্ব করা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। আর যেমন শীতোষ্ণাদি স্পর্শে মনঃসংযোগ ব্যতিরেকে শীতোষ্ণাদির জ্ঞান হয় না তাহার ন্যায় মোহ ব্যতিরেকে কোন রিপুর কার্য্য হইতে পারে না অতএব দেখ জ্ঞানিদিগের কামক্রোধাদি রিপু সত্ত্বেও মোহের অভাব হেতু সেই সকল রিপুর কার্য্য হইতে পারে না কেননা জ্ঞানির কাম ক্রোধাদি আছে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যেহেতু ঐ সকল লইয়াই শরীর হয় তদ্ব্যতিরেকে শরীর হয় না শরীর ঘটিত স্বাভাবিক পদার্থই কাম ক্রোধাদি অতএব জ্ঞানিদিগের মোহের অভাব হেতু কাম ক্রোধাদি স্বীয় বিষয় না পাইয়া খর্ব্ব থাকে আর অজ্ঞান মূর্খদিগের মোহের প্রাবল্য হেতু সকল রিপুর প্রাবল্য জন্মে তাহাতে তাহারা কুৎসিতাচরণে রত হয়। দেখ হরিণের কেবল শ্রবণেন্দ্রিয় প্রবল এবং হস্তিরত্বগিন্দ্রিয় কীটের দৃষ্টি, ভ্রমরের রসনা, মৎস্যের ঘ্রাণ, এই পাঁচের এক এক ইন্দ্রিয়ই প্রবল তাহাতে মোহযোগে ইহারা মৃত্যু প্রাপ্ত হইতেছে আর মনুষ্যের পঞ্চেন্দ্রিয় প্রাবল্য তাহাতে মোহযোগ হইলে যে মৃত্যু ও ক্লেশ হইবে ইহার আশ্চর্য্য কি অতএব মোহ সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট সেই মোহকে জয় করিলে সকল রিপু ও ইন্দ্রিয় জয় হয় এমত মোহকে জয় করণার্থ যত্ন যুক্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর।

মোহ বিষয়ে উদাহরণ।

অত্যন্ত মুগ্ধ সনন্দ নামা এক ব্যক্তি ছিল তাহার সামান্য শিল্প শাস্ত্রে জ্ঞান জন্মিয়াছিল কিন্তু সে অতিশয় মোহাবৃত হইল তাহাতে তাহার আত্ম হিতাহিত বোধ হইত না এবং এতৎ কর্ম্মাচরণে নিন্দা ও ক্লেশ জন্মে এবং এতৎ কর্ম্মাচরণে প্রশংসা ও সুখ হয় ইত্যাদি বোধ থাকিতেও নিন্দনীয় কার্য্য সকল মোহ হেতু আচরণ করিত তাহাতে সর্ব্বত্র সর্ব্বলোকে নিন্দনীয় হইল অতএব সনন্দ তনয় অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া স্বীয় জনককে অধিক স্তুতি মিনতি পূর্ব্বক কহিলেন যে মহাশয়ের শিল্প শাস্ত্রাদি জ্ঞান আছে তথাপি নিন্দনীয় কার্য্যাচরণ করেন ইহা কুৎসিত এমত কি মহাশয়ের বোধ হয় না তাহাতে সনন্দ উত্তর করিত হাঁ ইহা নিন্দনীয় জ্ঞাতা আছি তথাপি এতদাচরণে আমার মতি হয় তাহাতে তাহার তনয় অনেক সদুপদেশ প্রদান করিল তাহাতে সনন্দ ক্রমশ বহু ক্লেশে মোহকে খর্ব্ব করিতে চেষ্টিত হইল অতএব বহু কালানন্তর মোহ খর্ব্ব হইলে সনন্দ পরম জ্ঞান ও পরম সুখ পাইল।

লোভ বিষয়ক।

ধনাদি বিষয়ে মানসিক যে ইচ্ছা বিশেষ তাহার নাম লোভ, লোক কর্ত্তৃক লোভ অতিশয় নিন্দনীয়, আর লোভ হেতু সর্ব্বসমীপে তুচ্ছতা প্রাপ্ত হইতে হয় লোভির প্রতি অধিক নিন্দার কারণ এই যে ব্যক্তিরা লোভকে শীঘ্র

পরিত্যাগ করণে সমর্থ হয় না এবং লোভহেতু চৌর্য্যাদিতে প্রবৃত্তি জন্মে অতএব লোভি ব্যক্তিকে কোন বিষয়ে কেহ বিশ্বাস করে না। লোভ বিষয়ভেদে নানা প্রকার হয় ধনবিষয়ে লোভ হইলে ধনলোভ বলা যায় এবং দ্রব্য ও স্ত্রী প্রভৃতি নানা বিষয় বিষয়ে নামান্তর হয়। লোভাকৃষ্ট চিত্ত ব্যক্তি সকল কুকর্ম্মাচরণই করিতে পারে দেখ লোভি ব্যক্তিরা লোভহেতু বন্ধু মিত্রেরো প্রাণ নাশ করিতেছে। যেমন প্রবল বায়ু দ্বারা পুষ্পের মধু ও রেণু এবং গন্ধ অপহৃত হইলে কেবল পুষ্পের আকৃতি মাত্র থাকে তাহার ন্যায় লোভ দ্বারা মনুষ্যের যাবতীয় গুণ বিনষ্ট হইয়া মনুষ্যাকৃতি মাত্র থাকে বরং দোষ সমূহ জন্মে। যেমন সূর্য্যকিরণ জল আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করে সেই রূপ লোভ চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া কুৎসিত বিষয়ে নিক্ষেপ করে। আরো দেখ লোভ হেতু চৌর্য্যাদি করিয়া লোকে বহু ক্লেশ পাইতেছে তথাপি লোভকে পরিত্যাগ করণে সমর্থ হয় না। যে জন যে বিষয়ে লোভ করে যদ্যপি তাহা সিদ্ধ না হয় তবে সে ব্যক্তি আত্যন্তিক ক্ষোভ পায় পরের বিষয়ে লোভ করিয়া সেই বিষয় পাইলাম না বলিয়া ক্ষোভ করা কি অজ্ঞতার কার্য্য অতএব সকল মনুষ্যকে কহিতেছি যে তাঁহারা লোভ রিপুকে পরিত্যাগ করেন তাহাতে পরম সুখী হইবে নতুবা তুচ্ছতা অমান্যতা ও ক্লেশ পাইয়া লোকের উপহাসের আস্পদ হইবেন।

লোভ বিষয়ে উদাহরণ।

কামলরাজ্যে কমলাকান্ত নামে এক নৃপতি রাজত্ব করিতেন তিনি অতি সচ্চরিত্র ছিলেন সকল ব্যক্তির প্রতি তাঁহার সমান স্নেহ ছিল কাহাকেও তিনি ভিন্ন ভাবিতেন না, কোমলাঙ্গ নামা এক বৈশ্য তাঁহার মন্ত্রিত্ব কার্য্য করিতেন তিনি অতি বিশ্বাসী সদ্বিবেচক ও নির্লোভ ছিলেন তন্নিমিত্ত ভূপতি তাঁহার প্রতি সকল রাজকার্য্যের ভারাপণ করিয়াছিলেন আপনি কোন কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন না সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদে থাকিতেন, কিন্তু মন্ত্রী সমুদয় আপনারমত ভাবিয়া পরিশ্রম স্বীকার করিয়া রাজ্য রক্ষা করিতেন এবং যাহাতে রাজার শ্রীবৃদ্ধি হয় সর্ব্বদা এমত চেষ্টা দেখিতেন এবং প্রজাদিগকে বিনা পক্ষপাতে বিচার বিতরণ করিতেন তাহাতে প্রজা সকল অত্যন্ত সুখী ছিল, এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে বৃদ্ধমন্ত্রির লোকান্তরগমন হইল তাহাতে মহীপাল অতিশয় খেদিত হইলেন, কিন্তু মন্ত্রিব্যতিরেকে রাজ্য রক্ষা হইতে পারে না অতএব অসিতাঙ্গ দেশীয় সিতাঙ্গনামক এক বৈশ্যকে মন্ত্রিত্বপদে নিযুক্ত করিলেন এবং পূর্ব্বমত ঐ মন্ত্রির প্রতি সমুদয় রাজকার্য্যের ভার দিয়া আপনি নিশ্চিন্ত হইলেন, সিতাঙ্গ অতিশয় লোভী ছিল তাহা নরপতি জানিতে পারিলেন না শুদ্ধ তাহার মিষ্টবাক্যে ভুলিয়া গেলেন সুতরাং সিতাঙ্গ অতিশয় বিশ্বাস পাত্র হইল বিচারাদি

সমুদয় কার্য্যই নিষ্পন্ন করিত কিন্তু তাহার প্রচুর লোভছিল বলিয়া বিচারে পক্ষপাত হইতে লাগিল তাহাতে প্রজা সমস্ত বিরক্ত হইল।

এইরূপে কিয়দ্দিবস গত হইলে সিতাঙ্গ বিবেচনা করিল যে রাজা কোন বিষয়ই দেখেন না আমারপ্রতি সমুদয় বিষয়ের ভারার্পণ করিয়াছেন আমি যাহা করিব তাহাই হইবে তবে কেন আমি এত অধীন থাকিব অন্য কোন রাজার সহিত যোগ করিয়া অনায়াসেই ইহার রাজ্য লইতে পারিব এই বিবেচনা স্থির করিয়া অভিনব মন্ত্রী অপাঙ্গ দেশীয় নৃপতি উত্তমাঙ্গকে গোপনে পত্র পাঠাইল এবং তাহাতে এমত লিখিল যে মহারাজ যদি এই রাজ্য লইতে বাসনা করেন তবে অনায়াসেই ইহা হস্তগত হইতে পারে কেননা কমলাকান্ত রাজা কোন বিষয় তদারক করেন না সকল ভারই আমার প্রতি অর্পিত আছে আমি যদি সৈন্য দিগকে রাজপক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে বারণ করি তবে কখনই তাহারা যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইবে না অতএব এই মহারাজ্যভার লওন যদি মহাশয়ের বিবেচনা সিদ্ধ হয় তবে ঝাটিতে সসৈন্যহইয়া সমর সজ্জায় এই স্থানে আসিবেন,নবীন মন্ত্রী এই সকল বৃত্তান্ত লিখিয়া পত্র পাঠাইল কিন্তু উত্তমাঙ্গ অবনী পাল তাহা গ্রাহ্য করিলেন না কারণ কমলাকান্ত নৃপতির সহিত তাঁহার বিশেষ মিত্রতা ছিল, বরং তিনি কমলাকান্ত ভূপালকে সাবধান করিবার কারণ পত্র লিখি-

লেন তাহাতে কমলাকান্ত ধরণীশ্বর নব্য মন্ত্রির লোভের ব্যাপার জানিতে পারিলেন কিন্তু মন্ত্রিকে কিছুই ভাঙ্গিয়া বলিলেন না মৌনভাবেই রহিলেন।

এক দিবস ধরণীপাল মৃগয়াচ্ছল করিয়া বনে যাত্রা করিলেন এবং মন্ত্রিকে সঙ্গে লইলেন উভয়ে একত্র হইয়া মৃগান্বেষণ করিতে২ এক নিবিড় অরণ্য মধ্যে যাইয়া পড়িলেন পরে মহীপাল দেখিলেন যে সে বন অতিশয় নির্জ্জন তথায় মনুষ্যের সমাগম নাই শুদ্ধ আপনারা দুইজন আছেন তদ্দৃষ্টে ভূপতি মন্ত্রিকে কহিলেন সখে দেখ আমার এই জামার বন্দটা বড় আটিয়া গিয়াছে ইহাতে আমার বড় ক্লেশ বোধ হইতেছে শীঘ্র এই ছুরীখান লইয়া এইটা কাটিয়া দেও এই বলিয়া মহীপতি এক তিক্ষ্ণাগ্র ছুরিকা মন্ত্রির হস্তে দিলেন তাহাতে মন্ত্রিবর কম্পিত কলেবর হইয়া তাড়াতাড়ী ছুরীখান লইয়া জামার বন্দ কাটিয়া দিলে [illegible]। দেখিয়া নরপাল বলিলেন দেখ এই নির্জ্জন বন ইহাতে মনুষ্যের সমাগম নাই এমত স্থানে আমি তোমাকে এক তিক্ষ্ণাগ্রছুরিকা প্রদান করিলাম এবং জামার বন্দ কাটিবার ছল করিয়া গলদেশ আগিয়া দিলাম তুমি যদি এই ছুরীদ্বারা আমার গলদেশ কাটিয়া ফেলিতে তবে অনায়াসেই রাজ্য লইতে পারিতে কোন চেষ্টা পাইতে হইতনা অতএব তুমি যখন ইহা পারিলে না তখন কি সাহসে অন্য রাজার সহিত যোগ করিয়া আমার রাজ্য

লইতে মনস্থ করিয়াছ তুমি জান পরমেশ্বর যত দিন পর্য্যন্ত আমার প্রতি অনুকূল থাকিবেন তত্তদিন কেহই আমার রাজ্য লইতে পারিবেনা যখন তিনি প্রতিকূল হইবেন তখন রাজ্য আপন হইতেই ছারখার হইবে যাহা হউক তোমার এই সকল যে কুবুদ্ধি ঘটিয়াছিল ইহা শুদ্ধ লোভ হেতুক হইয়াছে অতএব এমত লোভি ব্যক্তিকে নিকটে রাখা কর্ত্তব্য নহে এই বলিয়া নৃপতি স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং অনুচরগণকে অনুমতি করিলেন যে সিতাঙ্গের মস্তক মুড়াইয়া দূর করিয়া দেয় বিশেষতঃ আপনার অধিকার মধ্যে এমত হুকম জারী করিলেন যে যিনি সিতাঙ্গকে আশ্রয় দিবেন কিম্বা ভক্ষণার্থ কোন দ্রব্যাদি প্রদান করিবেন তিনি বিপদে ঠেকিবেন।

তানন্তর ভূপতির আজ্ঞা প্রমাণে অনুচরগণ সিতাঙ্গের মস্তক মুড়াইয়া দূর করিয়া দিল তাহাতে সিতাঙ্গ আশ্রয়ার্থ যে২ স্থানে যাইতে লাগিল তৎসমুদয় স্থলেই অপমানিত হইল কুত্রাপি আশ্রয় পাইল না আহারার্থ ভিক্ষা চাহিলেও কেহ এক মুষ্টি ভিক্ষা দিল না সুতরাং আহারা ভাবে নানা প্রকার অপমানে সিতাঙ্গের মৃত্যু হইল অতএব হে বালকগণ তোমারা বিচার করিয়া দেখ লোভ কিরূপ কুৎসিত ব্যাপার দেখ যে ব্যক্তি রাজার অনুগ্রহে রাজ্যের সমস্ত ভার পাইয়াছিল এবং অতিশয় সুখী হইয়াছিল সেই ব্যক্তি শুদ্ধ এক লোভ হেতুক কি কি দুর্দ্দশা গ্রস্ত না হইল

পরিশেষ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হইল অতএব লোভের পর পরমবৈরী আর কে আছে এবং লোভ হেতুক যে কিপর্য্যন্ত ঘৃণাস্পদ হইতে হয় তাহা সিতাঙ্গের ইতিহাসে জ্ঞাতা হইতে পারিবে অতএব তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি যে তোমরা কদাচ লোভ করিবেনা কারণ লোভ করিলে সিতাঙ্গের দশাগ্রস্ত হইতে হইবে।

অহঙ্কার বিষয়ক।

চিত্তবৃত্তি তমোগুণ হইতে উৎপন্ন অহং ইত্যাকার যে বৃথা অভিমান তাহার নাম অহঙ্কার,মনুষ্যের অহংঙ্কারের পর আর শত্রু নাই কিন্তু যাহারা অহঙ্কার করে তাহারদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তিই অহঙ্কার করণে সমর্থ হয়েন না কারণ ধনমান রূপ বল বুদ্ধি প্রভৃতি এই পৃথিবী মণ্ডলে অন্বেষণ করিলে পূর্ব্বপূর্ব্বাপেক্ষা উত্তরোত্তর অধিক আছে ইহা নিশ্চয় তবে তাহারা কিরূপে অহঙ্কার করেন যদ্যপি ইহা বিবেচনা না করিয়াই কেহ অহঙ্কার হেতু আপনাকে অতি মহৎ ও ধনী অথবা বলী ও মান্য জ্ঞান করেন তাহাতে কোন ফলোদয় হইতে পারে না যদ্যপি অন্য মনুষ্য মান্য ধন্য ইত্যাদি কহে তবেই ফল জন্মে দেখ পাচিকা আত্ম কর্ত্তৃক পক্ক ব্যঞ্জন আপনি ভক্ষণ করিয়া যদি সেই ব্যঞ্জন পাকের প্রশংসা করে তাহাতে বরং নিন্দাই জন্মে আর যদ্যপি অন্য মনুষ্য প্রশংসা করে তবেই উত্তম তাহার ন্যায় অন্য হইতে

সম্মানাদি হইলে উত্তম বলিতে হইবে। যেমন অন্ধকারা বৃত হইলে কোন বস্তু দৃশ্য হয় না সেই রূপ অহঙ্কারাবৃত হইলে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না অতি উচ্চ বৃক্ষে ফল দর্শন করিয়া তদারোহণে যেমন কেহ প্রবৃত্ত হয় না তাহার ন্যায় অহঙ্কারমদে উচ্চাভিমানী ব্যক্তি সমীপে কেহ সমাগমন করণে প্রবৃত্ত হয়েন না। ভৃত্য প্রতি ও যদ্যপি কেহ অহঙ্কার প্রকাশ করেন তবে সেই ভৃত্যই প্রভুর প্রতি শত্রুতাচরণ করে। আর অন্য মনুষ্য সহ যে শত্রুতা হয় তাহাতে সংশয় কি। অহঙ্কার কেবল অহিত করে এবং প্রবলতার বায়ু নিবিড় গহনে প্রবেশ করিয়া সকল বনকে যেমন ভগ্ন করে তাহার ন্যায় অহঙ্কার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে গুণ গহনকে ভগ্ন করে অতএব এমত কুৎসিত অহঙ্কারকে কদাচ শরীর মধ্যে স্থানদান দিবে না তাহাতে দোষ সমূহ প্রবিষ্ট হইবে।

অহঙ্কার বিষয়ে উদাহরণ।

শরযূতীরবাসী অহংযুনামা এক ব্যক্তি ছিলেন তিনি সর্ব্বদা অহঙ্কারে পরিপূর্ণ থাকিতেন কোন মনুষ্যকে মনুষ্য বোধ করিতেন না এবং মান্য ও গুণি প্রভৃতির মান ও গুণাদি জানিতে পারিতেন না কেবল সর্ব্বোপরি আমি মহৎ এই জ্ঞান করিতেন তাহাতে তাঁহার সমীপে কোন ভদ্র ও বিজ্ঞ ও সৎ মনুষ্য যাইতেন না সুতরাং সৎকথা সদাচার উত্তম রীতি নীতিতে অনভিজ্ঞ হইলেন তাহাকে

...সিতাচরণে মতি জন্মিতে লাগিল অতএব তাহার কার্য ক্রোধাদি রিপুগণ প্রবল হইল আর তাঁহাকে পৃথিবী মধ্যে কেহ আদর করিত না পাঠার্থী হইয়া গুরুসমীপে যাইলে তাঁহার সহিত কেহ উত্তম রূপে সম্ভাষণ করিতেন না এবং নানা রিপু প্রবল হওয়াতে কোন স্থানে অনাদর কোন স্থানে আঘাত ইত্যাদি নানা যন্ত্রণা হইতে লাগিল দেখ দে... অহঙ্কারে কি কি দুর্দ্দশা না হইল অতএব কদাচ অহঙ্কারকে দেহমধ্যে স্থানদান করিবে না তাহাতে কেবল কুৎসিত রস ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নাই।

যৌবনাবস্থায় কর্ত্তব্য।

যৌবনাবস্থায় বিষয় চেষ্টা ও পরিশ্রম সত্য সহ সদালাপ সদ্বৃত্তির অনুশীলন অধ্যাপন বন্ধুবর্গের অন্বেষণ পিতৃ মাতৃ ও সন্তান প্রভৃতির অবিরত প্রতিপালন শ্রীবৃদ্ধি প্রতি... পাদ্য শিল্পাদি করণ ভৃত্যাদির ভরণপোষণ সৎকার্য্য... ইত্যাদি কর্ত্তব্য কারণ এই সকল কার্য্যে নিয়ত রত থাকিলে সুখসম্পদ জ্ঞান মান্যতাদি হয়।

বার্দ্ধক্যে কর্ত্তব্য।

বৃদ্ধাবস্থায় বিষয়রক্তির বিরক্তি সতত সৎকার্য্যানুশীলন পরমেশ্বরভক্তি সৎসংসর্গ সদালাপ বন্ধুমিত্রে স্নেহ ইত্যাদি কার্য্য সমূহ বিশেষ রূপে কর্ত্তব্য এতদ্দ্বারা মানুষের ... সদা ... সুখ পরমজ্ঞান পরমসুখ প্রভৃতি জন্মে।

জ্ঞানার্ণবঃ সমাপ্তঃ ॥